# অজ্ঞাতবাস নাটক।

অর্থাৎ

## পঞ্চপাণ্ডবের বিরাট্‌রাজ্যে অবস্থিতি।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-

প্রণীত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মঃ . . . সন্তনুতে নরাণাম্
ধর্ম্মাচ্চনং শর্ম্ম যশশ্চ লোকে।
ধর্ম্মে সদা যস্য মনো নিবিষ্টম্
তস্যৈব সর্ব্বং পরতোঽত্র লভ্যম্॥

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

শ্রাবণ।

১২৯০ সাল।

# অভিনেতৃগণ।

——00——

## পুরুষ।
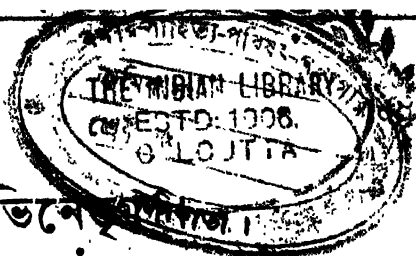
| | | |
|---|---|---|
| যুধিষ্ঠির | কঙ্ক। | পঞ্চ পাণ্ডব। |
| ভীম | বল্লব। | |
| অর্জ্জুন | বৃহন্নলা। | |
| নকুল | গ্রন্থিক। | |
| সহদেব | তন্ত্রিপাল। | |

| | |
|---|---|
| ধৌম্য | পাণ্ডবদের কুলপুরোহিত। |
| বিরাট্ | মৎস্য দেশের রাজা। |
| উত্তর | বিরাট্ কুমার। |
| শতানীক | বিরাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। |
| কীচক | প্রধান সেনাপতি ও বিরাটের শ্যালক। |
| অমর সিংহ | দ্বিতীয় সেনাপতি ও মন্ত্রী। |
| দুর্য্যোধন | কৌরবেশ্বর। |
| দুঃশাসন | দুর্য্যোধনের ভ্রাতা। |
| কর্ণ | দুর্য্যোধনের সখা। |
| ভীষ্ম | কুরু ও পাণ্ডবদের পিতামহ। |
| দ্রোণাচার্য্য | কুরু ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষক। |
| অশ্বত্থামা | দ্রোণপুত্র। |
| কৃপাচার্য্য | দ্রোণের শ্যালক। |
| সুশর্ম্মা | ত্রিগর্ত্তেশ্বর। |

কীচকের সহোদর উপকীচকগণ। ভট্টাচার্য্যদ্বয়। রাজদূত। মেনো পোদ। রক্ষক। দ্বারবান। গোপগণ। ত্রিগর্ত্তসৈন্য। বিরাট্‌সৈন্য। কুরুসৈন্য। নট প্রভৃতি।

## স্ত্রীলোক।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| দ্রৌপদী | ... | ... | ... | সৈরিন্ধ্রী। ( পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী ) |
| সুদেষ্ণা | ... | ... | ... | বিরাট্‌রাণী। |
| উত্তরা | ... | ... | ... | বিরাট্‌ কন্যা। |
| সরলা } অচলা } | ... | ... | ... | রাণীর সহচরী। |

ব্রাহ্মণী। নটী প্রভৃতি।

# উপহার।

বিদ্যাদিসদ্‌গুণসম্পন্ন ভক্তিভাজন
শ্রীযুক্ত বাবু রাম লাল চক্রবর্ত্তি-
মহাশয় ভক্তিভাজনেষু।

আর্য্য!

প্রভাকর উদয় মাত্রেই যেমন তাঁহার প্রভার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি আপনার দর্শন লাভ মাত্রেই আপনার সদ্‌গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমার এই "অজ্ঞাতবাস" নাটক খানি আপনার হস্তেই সমর্পণ করিলাম। অজ্ঞাতকুলশীল, অথবা ছদ্মবেশী, শ্রদ্ধাস্পদ হইলেও সহজেই লোকের অশ্রদ্ধাভাজন হন;—কিন্তু বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে যে, এই ছদ্মবেশী মহাত্মাগণ নিতান্ত সামান্য জন, অথবা নিতান্ত অপরিচিত হইলেও, আপনার নিকট সমধিক যত্নে থাকিবেন। মাদৃশ সামান্য জন-রচিত এই "অজ্ঞাতবাস" উপহার ভবাদৃশ ব্যক্তির নিতান্তই অনুপযুক্ত বটে, কিন্তু ভক্তি-মিশ্রিত গরল উপহারও সুধা বলিয়া গৃহীত হয়, এই মাত্র ভরষা।

কলিকাতা। \
শ্রাবণ, সন১২৯০ সাল।

বিনয়াবনত \
শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# ভূমিকা।

—oo—
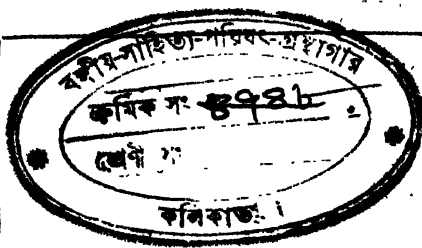
কিয়ৎ কাল অতীত হইল, আমার কোন বন্ধু অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাকাব্য মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব আশ্রয় করিয়া আমাকে এক খানি নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করেন। "ভেকের পদ্মমধু-প্রয়াস" মনে জানিয়াও আমি এই নাটক খানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। অকিঞ্চিৎকর, নৈপুণ্যবিহীন, নূতন শিল্পকারের দ্বারা যে, এই অজ্ঞাতবাসটি আশানুরূপ নির্ম্মিত হইবে ও সেইটি সাধারণের মনোনীত হইবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র ;—তবে অজ্ঞাতবাস অতি শোচনীয় ও দুঃখজনক, আর অজ্ঞাতবাসীরা পরমধার্ম্মিক ও বিশুদ্ধ-চরিত্র বলিয়া, যদি আমার ভাগ্যক্রমে সকলের কৃপাকটাক্ষ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করি। বঙ্গসাহিত্যসমাজ ইদানীং মহামান্য মহাত্মাগণে পরিপূর্ণ ; সুতরাং এই অজ্ঞাতবাসী ও ছদ্মবেশী মহাত্মাগণ যে তথায় সাদরে স্থান প্রাপ্ত হইবেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব ; তবে সম্রাটের নিকটও অতিথি আদরণীয় হন্, এই মাত্র আশা ও ভরষা।—

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# অজ্ঞাতবাস নাটক।



## প্রস্তাবনা।

( নটের রঙ্গভূমি প্রবেশ। )

নট। ( চতুর্দ্দিক্ অবলোকনপূর্ব্বক ) আহা! কিবা অপরূপ সভা! এমন মনোহর সভা তো কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই? এই আলোকমালার দীপ্তি সকল প্রভাকরের প্রভাকেও লজ্জা দিয়ে সভার অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন ক'চ্ছে! আহা! শশধর যেমন নক্ষত্র সভামণ্ডল শোভিত করেন,—অপ্সরীগণ যেমন ইন্দ্রের সভার শোভা বর্দ্ধন করেন,—ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রভায় যেমন এক সময় ধর্ম্ম-সভা প্রভাবিত হ'তো,—আজ্ তেমনি সদগুণসম্পন্ন সজ্জন মহোদয়-গণের প্রভায় এই সভাটীও কি একটী কমনীয় শ্রী-ই পরিগ্রহ ক'রেছে! আহা! সভাটীর অলৌকিক শোভা সন্দর্শন ক'রে মদীয় মানসপদ্ম সন্তোষসলিলে ভাসমান হ'চ্ছে।



( গীত। )

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল একতালা।

অপরূপ সভা।<br>
হেরিয়ে মন মোহিত, শোভিত সভাগণ,<br>
সুরগণ সম প্রতিভা॥<br>
চন্দ্রমা বিনি শোভা,<br>
শোভে কিবা দীপমালা,<br>
আলোকে অলকাপুরী প্রতিভা॥

নট। ( ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ) আহা! এমন সভায় কোন একটি নাটকাভিনয় ক'রে সভ্যগণের মনস্তুষ্টি ক'র্ত্তে পাল্লে অবশ্যই কিছু যশোলাভ হয়। মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে এই সভাস্থ মহোদয়গণের মনোরঞ্জন ক'র্ত্তে পার্‌বে, এরূপ আশা করা নিতান্তই দুরাশা বটে, কিন্তু, কি করি, আশা নিতান্ত বলবতী না হ'লেও কেউ কখন কোন কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ ক'র্ত্তে পারে না। নাটকাভিনয় বিষয়ে আমারও যেরূপ আশাতৃষ্ণা বলবতী হ'য়েছে, তাতে কোন বিষয় অভিনয় ক'র্ত্তে না পাল্লে এ তৃষ্ণা কখনই নিবারণ হ'বার নয়;—এক্ষণে ভাল হ'ক্ আর মন্দই হ'ক্, একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্। প্রিয়াও আমার বিলক্ষণ সঙ্গীতনিপুণা ও কৌতুকবিচক্ষণা। প্রেয়সীর সাহায্যে অবশ্যই কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভব;—অতএব এক্ষণে একবার হৃদয়রঞ্জনী দোষ-গুণ-ও-যশঃ-অযশঃ-ভাগিনী প্রাণতোষিণীকে আহ্বান করি। ( নেপথ্যাভিমুখে আহ্বান ) প্রিয়ে! চন্দ্রাননে! এদিকে একবার শীঘ্র এস দেখি!

( গীত গাইতে গাইতে নটীর প্রবেশ )

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

প্রণয়কাননে কি সুখ ভ্রমণে রসিক সুজনে।
আস্য- সুধাকর,
সুধা বরিষণে,
সুরব কোকিল ধ্বনি, পুলকে এ প্রাণে॥
বিলাস কুসুম,
বিকসিত বনে,
মত্ত মনোমধুকর, তার মধু পানে॥

নটী। কেন, নাথ! এখন আমায় এত ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ডাক্‌লে?

নট। প্রিয়ে! অপরূপ ও মনোহর বিষয় দেখ্‌তে পেলে সততই ভালবাসার পাত্রীকে দেখাতে ইচ্ছা হয়। দেখ! এই চিত্তরঞ্জক অপূর্ব্ব সভাটী দেখাবার জন্যেই তোমায় ডেকেছি!

নটী। হ্যাঁ নাথ, অতি চমৎকার সভা!

নট। দেখ প্রিয়ে! আমার নিতান্ত ইচ্ছা, এমন সভায় কোন একটি নাটকাভিনয় ক'রে, সভ্যমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করি, তোমার সম্মতি ভিন্নও ক'র্ত্তে পারিনে, এক্ষণে তোমার মত কি?

নটী। এই নাও, আমার আবার মত কি? পুরুষে আবার কোন্ কালে স্ত্রীলোকের মতে চলে? প্রাণেশ্বর! মনোমত না হ'লেও স্ত্রীলোককে পতির মতানুসারে চ'ল্‌তে হয়,—নারীজাতি সততই পরাধীনা! পতির মতামতে যখন কুলকামিনীগণ নিদারুণ দুঃখ ভোগ করে, তখন আর এই আনন্দজনক বিষয়ে আমার অভিপ্রায় চাচ্ছ কেন? তোমার মতেই আমার মত। কিন্তু তা'ও বলি নাথ! এই সভাটী দেখে আমার বড় আতঙ্কও হচ্ছে! পাছে কেবল হাস্যাস্পদ হ'তে হয়? সে যাই হ'ক, তোমার যখন ইচ্ছা হ'য়েছে, তখন আমার আর তা'তে কথা কি?

(গীত।)

রাগিণী কালেংড়া—তাল আড্ডা।

প্রণয়পীযূষ পান, ক'রেছে যে জন।
তুচ্ছ তা'র এ সংসার কি ছার জীবন॥
অপার প্রেম-পয়োধি,
অন্তরে অনন্ত নিধি,
যে ডুবেছে সে পেয়েছে অমূল্য রতন।

নট। প্রিয়ে! তুমি নিতান্তই গুণবতী। সতীর পক্ষে তা'ই বটে;—কিন্তু দেখ, নীতিশাস্ত্রে বলে, নিকটে যিনিই থাকুন, তাঁ'রই পরামর্শ ল'য়ে কার্য্য করা উচিত। তা'র সাক্ষী দেখ, পণ্ডিতেরাও সময়ে সময়ে তাঁ'দের ছাত্রগণের পরামর্শ ল'য়ে থাকেন।

নটী। নাথ! আমি অবলা, আমি কি জানি? একেতো প্রবাদ আছে, কোন কার্য্য স্ত্রীর মতানুসারে ক'রে যদি তা সুসম্পন্ন না হয়, তা হ'লেই সে পুরুষ স্ত্রৈণ ব'লে নিন্দিত হয়। অতএব নাথ! তুমিই স্থির কর।

নট। প্রিয়ে! এ কথা যথার্থই বটে, কিন্তু তোমার মত গুণবতী সতীর পরামর্শানুসারে কাজ্ ক'ল্লে; বোধ হয়, কোন বিষয়ে কখন অপদস্থ বা নিন্দিত হ'তে হয় না। যাই হ'ক্, যদি আমার অভিপ্রায়ই স্থির ক'ল্লে, তবে আমার মতে করুণরস অবলম্বন ক'রে, শাস্ত্রোক্ত কোন বিষয় অভিনয় ক'ল্লে হয় না?

নটী। নাথ! এখনকার যেরূপ সময়, আর এখনকার নব্য বাবুদের যেরূপ মনের ভাব, তাতে কেবল করুণরসে যে সকলের মনোরঞ্জন ক'র্ত্তে পারা যাবে, আমার তো এমন ভরষা হয় না! কারণ, এখনকার কৃতবিদ্য নব্যসম্প্রদায়ের অধিকাংশই আদি ও বীররসের অনুরাগী।

নট। আচ্ছা প্রিয়ে! তবে তোমার এক্ষণে অভিপ্রায় কি?

নটী। নাথ! আমার মতই যদি জিজ্ঞাসা ক'ল্লে—তবে আমি বলি, করুণরস, আদিরস ও বীররস থাকে, এমন কোন একটি অভিনয় দেখা'তে পা'ল্লে, বোধ হয়, সমস্ত সভ্যমণ্ডলীর মনোরঞ্জন হ'তে পারে।

নট। প্রিয়ে, উত্তম বলেছ! এতে তো সর্ব্বমনোরঞ্জন হবারই কথা; কিন্তু একবারে এই তিন রসে পরিপূর্ণ এমন বিষয় কৈ?

নটী। কেন নাথ! তোমার কি মনে হ'চ্ছে না? তুমিই তো আমায় সে দিন প'ড়ে প'ড়ে শোনালে? পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস একবার মনে ক'রে দেখ দেখি! তাঁদের সেই বিরাটরাজ্যে ছদ্মবেশে অবস্থিতি—সেই পতিপ্রাণা দ্রৌপদীর দাস্যবৃত্তি ক'রে কালযাপন ও উপকীচকগণকর্ত্তৃক পীড়ন—করুণরস,—কীচকের দ্রৌপদীর সঙ্গে প্রেমালাপের চেষ্টা—আদিরস—ও কীচকবধ, ত্রিগর্ত্ত ও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ প্রভৃতি বীররস। প্রাণেশ্বর! আমরা যেমন সঙ্গীতনৈপুণ্যবিহীন, তেমনি এই ত্রিরস-সংযুক্ত বিষয়টি অভিনয় ক'র্ত্তে পাল্লে, বোধ হয়, কোন না কোন রসে

সভ্যমণ্ডলীর মনোরঞ্জন হ'তে পারে। আহা! সেই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-রূপিণী দ্রুপদবালা কৃষ্ণার দুঃখ মনে ক'রে কার না মন দুঃখিত ও বিগলিত হ'বে? তাই বলি, নাথ! যদি তোমার মনোমত হয়, তবে এস, আজ্ সেই নাটকখানিই অভিনয় করা যা'ক্।

নট। প্রিয়ে! অতি উত্তম বিষয়টিই মনোনীত ক'রেছ! আহা! ঐ গুণেতেই তোমার প্রেমরজ্জুতে বাঁধা আছি! পাণ্ডবদের অজ্ঞাত-বাসও অতিশোচনীয় বটে! সেই শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধীর ও সত্যব্রত যুধিষ্ঠির তার নায়ক, আর সত্যপালনজন্যেই তাঁ'দের অজ্ঞাত-বাস ও সেই পতিপ্রাণা দ্রৌপদীর অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ। অতএব এক্ষণে সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল চরিত্রের কিয়দংশ বর্ণন ক'র্ত্তে পা'ল্লেও আধুনিক সমাজের কিছু উপকার হ'তে পারে। এক্ষণে সভ্য মহাত্মাগণ যদি এই অকিঞ্চিৎকর জনরচিত বিষয়টি ধৈর্য্যাবলম্বন ক'রে শোনেন ও কিয়ৎপরিমাণে তাঁ'দের তুষ্টি সম্পাদন হয়, তা হ'লেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করি। তবে এস প্রিয়ে, এক্ষণে সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের কিছু গুণগান করি!

নটী। হ্যাঁ নাথ! তা'ই ভাল।

(উভয়ের গীতারম্ভ।

( গীত। )

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

পরম পবিত্র চরিত্র গুণে মোহিত অবনী।
ধর্ম্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির পাণ্ডুবংশচূড়ামণি।
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয়,
সর্ব্ব-লোক-প্রিয়,
ধর্ম্মবলে সহায়,
যদুনাথ আপনি॥
কৃপাবান বিচক্ষণ,
প্রজাগণ-জীবন,

ভক্তিমান সত্যধন,
যেন ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান—
সত্যবাদী সত্যব্রত,
সদানন্দ-চিত,
দীন-হীন-সুহৃত,
মুনি-ঋষি-পূজ্য যিনি ॥
বিপন্ন-দুঃখ-বারণ,
পরপ্রীতে হৃষ্ট মন,
আত্ম পর সব সমান,
সত্যে প্রাণ সমর্পণ—
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান,
সম মান অপমান,
পাপ্-প্রলোভন-হীন,
তেজে যেন দিনমণি ॥

( উভয়ের প্রস্থান।

( পটক্ষেপণ )

---

# প্রথম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বৈত বন।

পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী উপস্থিত।

যুধিষ্ঠির। (অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া) বৎস অর্জ্জুন! আমরা রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে, নানা দেশ, নানা স্থান, নানা বন ও উপবন ভ্রমণ ক'রে দ্বাদশ বৎসর মহাকষ্টে অতিবাহিত ক'ল্লেম! এক্ষণে আমাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর উপস্থিত। অতএব ভাই! এখন তুমি কোন্ স্থান মনোনীত কর, যথায় আমরা অরাতিগণকর্ত্তৃক অবিদিত হ'য়ে এই সংবৎসরকাল নির্ব্বিঘ্নে যাপন ক'র্ত্তে পারি?

অর্জ্জুন। মহারাজ! আমরা ধর্ম্মের বরপ্রভাবে নিশ্চয়ই মনুষ্যের অবিদিত হ'য়ে প্রচ্ছন্নভাবে এই একবৎসরকাল অতিক্রম ক'র্ত্তে পার্‌বো! তজ্জন্য আপনি কেন এত চিন্তিত হ'চ্ছেন? কুরুমণ্ডলীর মধ্যে পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, নররাষ্ট্র, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, অবন্তি প্রভৃতি এতগুলি গুপ্ততম মনোহর জনপদ বিদ্যমান র'য়েছে—এর মধ্যে আপনি যে স্থান মনোনীত করেন, অনুমতি করুন?

যুধিষ্ঠির। ভাই! ভগবান্ ধর্ম্ম আমাদের যা অনুমতি করেছেন, তা কদাচ অন্যথা বা বিফল হবার নয়! কিন্তু তথাচ বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক এমন একটি গুপ্তস্থান নির্দ্দিষ্ট ক'র্ত্তে হ'বে যে, সেই স্থানে আমরা সংবৎসরকাল নিরুপদ্রবে বাস ক'র্ত্তে পারি। ভাই! শুনেছি, মৎস্যরাজ বিরাট্ অতি সুবিজ্ঞ, দানশীল, ধর্ম্মশীল ও মহাপরাক্রমশালী, তিনিই আমাদের এই এক বৎসরকাল আশ্রয় প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব ভাই! আমার বিবেচনায় বিরাট্‌রাজধানীতেই আমাদের স্ব স্ব ব্যবসায় প্রচার ক'রে, সেই ধীমান্ মহাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

অর্জ্জুন। সত্যপরায়ণ! আপনি অতি ধার্ম্মিক ও লজ্জাশীল, দুঃখের

নিতান্ত অপরিচিত এবং পৃথিবীর অদ্বিতীয় হ'য়ে কিরূপে কি বৃত্তি অবলম্বন ক'রে এই দুঃখসাগরের পরপারোত্তীর্ণ হবেন?

যুধিষ্ঠির। প্রাণের ভাই অর্জ্জুন! তোমাদের দুঃখ অপেক্ষা কি আমার দুঃখই এত অধিক? হায়! আমার কর্ম্মফলে যে তোমরা এত কষ্ট ভোগ ক'চ্ছ, তা'ই ভেবে ভেবে আমি বিমুগ্ধ হ'চ্ছি! প্রাণাধিক! আমার জন্য চিন্তা কি? আমি বিরাট্ সভায় পরিচয় দিব—"আমার নাম কঙ্ক, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমি অক্ষক্রীড়ায় বড় নিপুণ; মহারাজ! অনুগ্রহ ক'রে রাখ্‌লে আমি আপনার সভায় থাকি। আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়তম সখা ছিলাম।" এইরূপে রাজার সভাসদ হ'য়ে এক বৎসরকাল অতিবাহিত ক'র্‌বো?

যুধিষ্ঠির। (সবিষাদে) বৎস ভীম! তুমি কিরূপে বিরাট্‌সমীপে আত্ম-পরিচয় দিবে?

ভীম। মহারাজ! আমি মৎস্যরাজ সমীপে এইরূপে আত্ম-পরিচয় দিব যে, আমার নাম বল্লব, আমি রন্ধনকার্য্যে বড় পারদর্শী, আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ও মল্লদিগের নেতা ছিলাম। আমি সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তীর সহিত মল্লযুদ্ধ ক'র্ত্তে সক্ষম।" তা হ'লে অবশ্যই তিনি আমায় নিযুক্ত ক'র্‌বেন, এইরূপে তাঁ'র রন্ধনশালার অধ্যক্ষ হ'য়ে পাক ও মল্লযুদ্ধে নিপুণতা দেখ্‌য়ে তাঁ'র প্রীতিবর্দ্ধন ক'র্‌বো।

যুধিষ্ঠির। (সবিষাদে স্বগত) ওঃ! কি দুরদৃষ্ট! কি মনস্তাপ! যে অর্জ্জুন একাকী পন্নগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় ক'রে অগ্নির মনোরঞ্জন ক'রেছিলেন—যিনি সকল বীরগণের মধ্যে প্রধান—যিনি ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ—যাঁ'র প্রতাপে রাজগণ কম্পান্বিত রয়েছে—হায়! সেই অর্জ্জুন আজ্ কিরূপে অজ্ঞাতবাসে কালযাপন ক'র্‌বে? (প্রকাশ্যে) বৎস অর্জ্জুন! তুমি কি কৌশলে বা কোন্ কার্য্য অবলম্বন ক'রে, মৎস্যরাজের আশ্রয়ে বাস ক'র্‌বে?

অর্জ্জুন। মহারাজ! আমায় উর্ব্বশীর শাপে এক বৎসর ক্লীব হ'তে হবে; অতএব আমি বিরাট্‌রাজসন্নিধানে স্ত্রীবেশ পরিগ্রহ ক'রে "ক্লীব"

ব'লে পরিচয় দিব ও "বৃহন্নলা" নামে খ্যাত হ'ব। যদিও আমার বাহুদ্বয় সংলগ্ন জ্যাঘাত চিহ্ন গোপন করা সুকঠিন, কিন্তু আমি বলয় ও শঙ্খ দ্বারা এমনভাবে আচ্ছাদন ক'র্‌বো যে, কেউই তা বুঝতে পা'র্‌বে না। আমি বেণী, শঙ্খ প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারাদি পরিধান ক'রে এমন মনোহর ও অপরূপ স্ত্রীবেশ ধারণ ক'র্‌বো যে, রাজা আমায় দেখেই ভাল বাস্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌বেন। আমি নৃত্য-গীতাদিতে বিলক্ষণ নিপুণ, সুতরাং কুমারী উত্তরাকে উত্তমরূপে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দিব। রাজা কিম্বা রাণী জিজ্ঞাসিলে ব'ল্‌বো,—"আমি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রণয়িনী দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম।"

যুধিষ্ঠির। (নকুলের দিকে চাহিয়া) প্রাণের ভাই নকুল! তুমি অতিসুকুমার, তুমি চিরকাল সুখ ভোগ ক'রেছ, 'দুঃখ' কেমন, তা জান না; অতএব ভাই! তুমি কোন্ বৃত্তি অবলম্বন ক'রে বিরাট্ ভবনে অবস্থিতি ক'র্‌বে?

নকুল। আর্য্য! বিরাট্ সমীপে "আমি অশ্ববিজ্ঞান, অশ্ব শিক্ষায় ও অশ্বচিকিৎসায় বড় নিপুণ, পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত ছিলাম; আমার নাম গ্রন্থিক," এই ব'লে পরিচয় দেব,—তা হ'লে তিনি অবশ্যই আমায় কৃপা ক'রে তাঁর অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত ক'র্‌বেন,—সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির। (সহদেবের দিকে চাহিয়া) বৎস সহদেব! তুমি কি মন্ত্রণা ক'রেছ? ভাই! তুমি কোন্ বৃত্তি অবলম্বন ক'রে বিরাট রাজার তুষ্টি সম্পাদন ক'র্‌বে?

সহদেব। আর্য্য! আমি "গোসমূহের প্রতিষেধ, দোহন ও সংখ্যা করণ বিষয়ে পারদর্শী,—আমার নাম তন্ত্রিপাল। আমি গোসমূহের শুভাশুভ চিহ্ন সমস্ত বুঝ্‌তে পারি।—এমন লক্ষণযুক্ত বৃষ আমি জানি, যাদের মূত্র আঘ্রাণ ক'রে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়;—এইরূপে রাজার নিকট আত্মপরিচয় দেব, তা' হ'লে তিনি আমাকে গবাধ্যক্ষ ক'র্‌বেন, সন্দেহ নাই। আর্য্য! সামান্য নীচ বৃত্তি বিবেচনা ক'রে আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত হ'বেন না, আমি শুনেছি যে ব্যক্তি যত্নসহকারে

গাভীদিগকে আহারীয় ও পানীয় দেন, তিনি অনায়াসেই বিপুল ধর্ম্মো-পার্জ্জনে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির। (দ্রৌপদীর দিকে চাহিয়া) প্রিয়ে! তুমি রাজনন্দিনী, চিরকাল সুখসম্ভোগে কালযাপন ক'রেছ, শত শত দাসী সতত তোমার পরিচর্য্যা ক'রেছে, সামান্য নারীর মত তুমি কোনরূপ কার্য্য ক'র্ত্তে জান না। অতএব প্রিয়তমে! তুমি যে কিরূপে বা কোন্ বৃত্তি অবলম্বন ক'রে আমাদের অনুগামিনী হবে?—আমি তা'ই ভেবেই বিমুগ্ধ হ'চ্ছি!

দ্রৌপদী (সবিষাদে) প্রাণেশ্বর! আমার জন্যে কেন এত কাতর হ'চ্ছ? বড় ঘরের মেয়েরা কখনই সৈরিন্ধ্রীর কাজ্ করেন না, তা আমি সৈরিন্ধ্রী ব'লে রাজার কাছে পরিচয় দেব ও রাণীর দাস্যবৃত্তি ক'রবো,—তা' হ'লে তিনি অবশ্যই আমায় দয়া ক'রে স্থান দেবেন। নাথ! আমি দাসী হ'য়ে থাক্‌লেও দুঃখ নাই; কিন্তু প্রাণেশ্বর! তোমরা পৃথিবীর অধীশ্বর! তোমাদের ভুজবলে এক সময় সমস্ত সসাগরা ধরা কম্পান্বিত হ'য়েছে—এখন তোমাদের সকলকে যে সামান্য বৃত্তি অবলম্বন ক'রে ছদ্মবেশে থাক্‌তে হ'লো,—হায়! এই ভেবেই আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হ'চ্ছে!

যুধিষ্ঠির। (সবিষাদে) প্রিয়ে! বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন ক'র্ত্তে হয়। চির দিন কখন সমান যায় না। তার সাক্ষী দেখ না কেন? তুমিই এক সময় রাজমহিষী হ'য়ে কত সুখে কাল যাপন ক'রেছ, তোমারই কত দাসী পদসেবা ক'রেছে, আবার তুমিই আজ্ বিরাট্‌রাজমহিষীর দাসী হ'তে যাচ্ছ! অতএব প্রাণাধিকে! সে জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হ'ও না, এম্‌নি দিনই চিরকাল যাবে না। প্রাণেশ্বরি! ভার্য্যা যতই সচ্চরিত্রা বা গুণবতী হ'ন, তত্রাচ স্বামীর সততই তাঁ'রে সদুপদেশ দেওয়া ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম—এই জন্যে আমি তোমায় এই অসময়ে কিছু উপদেশ দিচ্ছি। প্রিয়ে! পুরুষ যতই রূপবান্ বা গুণবান্ হ'ন্, বিদ্যা না থাক্‌লে যেমন তাঁর শোভা হয় না, তেমনি রমণী যতই রূপবতী বা গুণবতী হউন, পাতিব্রত্য না থাক্‌লে তাঁর শোভা হ'য় না। সতীত্ব রক্ষাই

স্ত্রীজাতীর ধর্ম্ম। যে স্ত্রী সতীত্বরক্ষায় সতত যত্নবতী থাকেন, তাঁর বনে, মরুদেশে বা পর্ব্বতে কোন স্থানেই দুঃখ হয় না ও বিপদ তাঁরে কখনই আক্রমণ ক'র্ত্তে সমর্থ হয় না। তার সাক্ষী দেখ, পুণ্যবতী সাবিত্রী সতী কেবল একমাত্র তাঁর সতীত্ববলে মৃতপতিকেও পুনর্জ্জীবিত ক'রেছিলেন। অতএব আর্য্যে! তুমি সতীত্ব-রক্ষায় সতত যত্নবতী থাক্‌বে—তা'হ'লে কখন তোমার কোন বিপদ ঘট্‌বে না, স্বয়ং ধর্ম্মই সতত তোমাকে রক্ষা ক'র্‌বেন।

যুধিষ্ঠির। ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে চল, আমরা মৎস্যরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করি। আমাদের পুরোহিত মহাত্মা ধৌম্য, অগ্নিহোত্র, সূতগণ ও পাঞ্চালির সহচরীগণ ল'য়ে, দ্রুপদরাজভবনে গমন করুন; আর ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সকলে রথ ল'য়ে দ্বারবতী নগরীতে গমন করুক। কেহ জিজ্ঞাসা ক'ল্লে যেন বলে যে, পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে তা'দের পরিত্যাগ ক'রে যে কোথায় গমন ক'রেছেন, তা' কেহই ব'ল্‌তে পারে না।

অর্জ্জুন। যে আজ্ঞে!

( ধৌম্যের প্রবেশ। )

ধৌম্য। (সস্নেহ বচনে) বৎসগণ! অতীব বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ও বিপৎকালে হিতাহিত বিবেচনা ও বিবেকশূন্য হ'ন,—সুতরাং আমি এই শোচনীয় সময়ে তোমাদের কিছু উপদেশ প্রদান করি। দুঃখের সময় মান, অভিমান, কাম ও ক্রোধ একেবারেই পরিত্যাজ্য ও বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসকল গ্রহণীয়। অসময়ে অন্যের অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রার্থনীয়;—কিন্তু বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত না হ'লে, অপরের অনুগৃহীত ও স্নেহভাজন হওয়া যায় না।—এই জন্যে বিপৎকালে যাঁরা এই সকল গুণে অলঙ্কৃত হ'তে পারেন, তাঁরাই শ্রেয়ঃলাভে সমর্থ হ'ন্। বৎসগণ! বিশেষতঃ অজ্ঞাতবাসী ও ছদ্মবেশী ব্যক্তিরা সহজেই লোকের ঘৃণিত হন্, কিন্তু তোমরা তজ্জন্য দুঃখিত বা অন্যের উপর কখনই কুপিত হ'বে না, সময়গুণে সকলি সহ্য ক'র্‌বে। বিরাট্-ভবনে যত দিন বাস ক'র্‌বে—রাজার প্রতি সতত অটল ভক্তি ও

শ্রদ্ধা প্রদর্শন ক'র্‌বে—ও প্রতিনিয়তই তাঁর তুষ্টি সম্পাদনের চেষ্টা ক'র্‌বে। তিনি যদি অন্যায় ক'রেও তোমাদের তিরস্কার করেন, তা সহ্য ক'র্‌বে, কিন্তু কদাচ কর্কশবাক্য দ্বারা তাঁর অসন্তোষভাজন হ'বে না। প্রভুরা ন্যায়, অন্যায়, বিচার না ক'রেও অধীনস্থ ব্যক্তিদের ভৎর্সনা করেন, কিন্তু অধস্তনদের তা সহ্য করাই উচিত, কারণ সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যই একমাত্র বিপদুদ্ধারের পথ। অন্যে যদি আশ্রয়দাতার নিন্দা করেন, তাতে কর্ণপাতও ক'র্‌বে না,—রহস্য ভাবেও কখন মিথ্যা কথা উচ্চারণ ক'র্‌বে না,—রাজা যদি বয়স্যভাবে সহাস্যে রহস্য কথা কন, তত্রাচ এমন ভাবে হাস্য ক'র্‌বে—যাতে ভক্তিভাবের অভাব না হয়। প্রভুর প্রিয়পাত্র হ'য়েছ মনে ক'রে কখনই অন্যের অবমাননায় প্রবৃত্ত হবে না ও রাজাজ্ঞাব্যতীত কোন কার্য্যই ক'র্‌বে না।—এইরূপে থাক্‌লে অবশ্যই অভীষ্ট সিদ্ধ হ'বে। বৎস! যুধিষ্ঠির! তোমার সদ্‌গুণে ভুবন বিমোহিত,—তুমি জনসমাজে সদ্‌গুণের উদাহরণস্থল,—অতএব আমি আর তোমায় অধিক কি উপদেশ দিব? বীর বৃকোদর সহজেই উগ্র-স্বভাব, সুতরাং ওঁরে সতত আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা ক'র্‌বে। স্ত্রীলোক যতই শিক্ষিতা বা গুণবতী হ'ন্‌—তত্রাচ সময়ে সময়ে শোক দুঃখে অভিভূত হ'য়ে ক্রন্দন ক'রে পুরুষের মন বিগলিত করেন, অতএব পতি-প্রাণা পাঞ্চালী যখন নিতান্ত দুঃখিত হবেন, তখন তাঁরে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা ক'র্‌বে—কিন্তু দেখো. যেন তাঁর দুঃখপরতন্ত্র হ'য়ে কোন গর্হিত কার্য্য না ঘটে।

যুধিষ্ঠির। ( প্রণিপাতপূর্ব্বক ) দেব! আপনার মত সদুপদেষ্টা অতিবিরল। আপনার এই সকল হিতোপদেশ শিরোধার্য্য ক'ল্লেম : এক্ষণে অনুমতি করুন, আমরা মৎস্য-রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করি।

ধৌম্য। ( সস্নেহ বচনে ) বৎসগণ! তোমাদের মঙ্গল হ'ক। ধর্ম্ম তোমাদের সতত রক্ষা করুন।

( সকলের প্রস্থান।

( পটক্ষেপণ )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মৎস্য দেশের সন্নিহিত বিজন মাঠ।

পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী আসীন্।

দ্রৌপদী। (ম্লানমুখে যুধিষ্ঠিরের প্রতি) প্রাণবল্লভ! এই তো আমরা অনেক দূর এসেছি, মৎস্যরাজ্য আর কত দূর আছে? নাথ! আমি বড়ই কাতর হ'য়েছি, আর আমার পদচালনে শক্তি নাই। প্রাণেশ্বর! আজ্‌কের মত এইখানেই অবস্থিতি করি এস!

যুধিষ্ঠির। (সবিষাদে) হা দুরদৃষ্ট! প্রাণাধিকা দ্রৌপদীর দুঃখ যে আর চক্ষে দেখা যায় না! ওঃ! (দীর্ঘ-নিশ্বাস) প্রিয়ে! রাজ-নন্দিনী হ'য়ে কি এই ভয়ানক মাঠ, বন ও বন্ধুর-স্থান দিয়া পরি-ভ্রমণ করা তোমার কার্য্য? অতুল ঐশ্বর্য্যশালী দ্রুপদরাজার তুমিই একমাত্র আদরণীয়া কন্যা, তুমি চিরকাল পুষ্পমালাসুশোভিত পর্য্যঙ্কে শয়ান থেকে কালযাপন ক'রেছ—কখন অন্তঃপুরান্তর হও নাই;—অতএব তুমি যে এত পথ পরিভ্রমণ ক'রে ক্লান্তা হ'বে, এ আর বিচিত্র কি? আমি প্রাণাধিক অর্জ্জুনকে আদেশ ক'চ্ছি,—তিনি তোমায় স্কন্ধে ক'রে ল'য়ে চ'লুন।

দ্রৌপদী। প্রাণেশ্বর! দাসীর জন্য আর অত আক্ষেপ ক'রো না! চল, আমি ধীরে ধীরে তোমাদের শ্রীচরণ দর্শন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে গমন করি! একে তো পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল ভোগ ক'চ্ছি! আবার কি ক'রে পরম গুরু পতির স্কন্ধে আরোহণ ক'র্‌বো?—আর লোকে দেখেই বা কি ব'ল্‌বে?

যুধিষ্ঠির। প্রিয়ে! সে জন্যে আর লজ্জা কি? সময়ে সকলি সহ্য ক'র্ত্তে হয়।

যুধিষ্ঠির। ( অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া ) ভাই অর্জ্জুন! প্রাণাধিকা পাঞ্চালী পথশ্রমে নিতান্তই পরিক্লান্তা হ'য়েছেন, অতএব তুমি প্রিয়াকে যত্নসহকারে বহন ক'রে ল'য়ে এস।

অর্জ্জুন। যে আজ্ঞে!

( নাট্যভাবে অর্জ্জুনের দ্রৌপদীকে স্কন্ধে গ্রহণ ও সকলের পরিক্রমণ। )

যুধিষ্ঠির। ( অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া ) বৎস! আমরা তো প্রায় বিরাট্‌রাজ্যে উপনীত হ'লেম। এক্ষণে যদি আমরা এই সকল অস্ত্র শস্ত্র—বিশেষতঃ এই গাণ্ডীব ধনুঃ ল'য়ে নগরীমধ্যে প্রবেশ ক'রি, তা হ'লে অনেকেরই সন্দেহ জন্মিতে পারে; কারণ গাণ্ডীব ধনুঃ অনেকেই অবগত আছেন; আর যদি কেহ আমাদের কা'রেও চিন্তে পারেন, তা হ'লে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হ'তে হ'বে।

অর্জ্জুন। আর্য্য! তজ্জন্য চিন্তা কি? সম্মুখে ঐ যে একটি বৃহদাকার শমী-বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছে,—ঐ স্থান নিবিড়ারণ্য—মনুষ্যের গতিবিধিও নিতান্ত অসম্ভব, বিশেষতঃ শ্মশান-ভূমিও অতি নিকট। অতএব ঐ স্থানে আমাদের সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ও ধনুক শবাকারে বন্ধন ক'রে আমরা রাজধানীতে প্রবেশ ক'র্‌বো, তা হ'লে শবভ্রমে কেহই উহা স্পর্শ ক'র্‌বে না।

যুধিষ্ঠির। হাঁ বৎস! তাই ভাল।

যুধিষ্ঠির। ( নকুলের দিকে চাহিয়া ) প্রাণের ভাই নকুল! তুমি এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ল'য়ে ঐ সন্মুখস্থ শমী-বৃক্ষে সংস্থাপিত কর।

নকুল। যে আজ্ঞে!

( শমী-বৃক্ষে অস্ত্রস্থাপন ও সকলের পরিক্রমণ।

( পটক্ষেপণ )

---

## ( নেপথ্যে গীত। )

রাগিণী বেহাগ—তাল সুরফাকতাল।

ভবে কেন, মন! অকারণ মজিয়ে সংসারমদে ভুলি'ছ সারধন।
দেখিতেছ যখন প্রত্যক্ষ, সমভাবে সময় যায় না চিরদিন॥
এখনি তপন-প্রভায় ধরা উজ্জ্বল,
পরক্ষণে তাহারে দেখ তিমিরে গ্রাসিল ;
সুখে এখনি মগ্ন দেখি'ছ যাঁরে,
পরক্ষণে তাঁহারে দেখ দুঃখার্ণবে ভাসমান॥
পরম-ধার্ম্মিক যিনি অবনী-ভিতর,
দান ধ্যান সতত ক্রিয়া যাঁ'র,
সেই যুধিষ্ঠির, দেখ, দারুণ দুঃখে,
অভিভূত, তথাচ তিনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান॥
মেদিনী কম্পিত ভুজবলে যাঁ'দের,
সুরাসুর-রাক্ষস যক্ষ-নর,
সেই ভীমার্জ্জুন ভুঞ্জে পরম সুখ,
পত্নী-সহ করি'ছে, দেখ, বনে বনে বিচরণ॥
কিঙ্করী সতত যাঁ'র সঙ্গে থাকিত,
রাজ-ভোগ যাঁহার তুচ্ছ হ'তো,
সেই দ্রুপদবালা কিঙ্করী হ'য়ে,
পতি-সহ চলেন আজি বিরাটের ভবন॥

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিরাট্-রাজসভা।

রাজা মন্ত্রী ও পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত।

রাজা। ( দূর হইতে যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া ) সভ্যগণ ! ঐ যে ব্যক্তি সামান্য বেশে নরপতির ন্যায় সভা নিরীক্ষণ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে আগমন ক'চ্ছেন—উনি কে? ওঁর আকার-প্রকার ও ভাব-ভঙ্গি দেখে, বোধ হ'চ্ছে,—উনি অবশ্যই কোন উচ্চবংশজাত, অথবা কোন রাজা হ'বেন। আহা! দেখে, বোধ হ'চ্ছে,—যেন ধর্ম্ম ওঁর শরীরে নিয়ত বিরাজমান ও সত্য যেন ওঁরই অনুগামী হ'য়েছেন; দেখলে ভক্তিরও উদয় হয়। যেমন মদমত্ত হস্তী অকুতোভয়ে নলিনীর নিকট উপস্থিত হয়, উনিও তেম্‌নি অসঙ্কুচিত চিত্তে আগমন ক'চ্ছেন।

[ অক্ষকক্ষে ব্রাহ্মণবেশে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ। ]

যুধিষ্ঠির। ( রাজার সম্মুখে আসিয়া ) মহারাজ! আমার নাম কঙ্ক, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। দৈবদুর্ব্বিপাকে আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি। সময়ে আমার সকলি ছিল, আবার সময়েই আমার সকলি গেছে। আপনার আজ্ঞাবর্ত্তী থেকে আপনার আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'র্‌বো,—এই আমার অভিলাষ। আমি দ্যূতক্রীড়ায় বড় নিপুণ, আমি পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সখা থেকে পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রেছি।

রাজা। সুবিজ্ঞ! আপনাকে দেখে সামান্য ব্রাহ্মণ ব'লেতো বোধ হ'চ্ছে না? আমাপেক্ষা আপনি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ব'লেই বোধ হ'চ্ছে। প্রাজ্ঞ! কৃপা ক'রে আমার রাজ্যে পদার্পণ ক'রেছেন—এতে আমি, আমাকে বড় সৌভাগ্যশালী জ্ঞান ক'ল্লেম। এক্ষণে আপনি যদৃচ্ছাক্রমে আহার বিহার করুন ও আমার রাজ্য শাশন করুন। যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় বড় নিপুণ, আমি তাঁ'রে অন্তরের সহিত ভালবাসি।

যুধিষ্ঠির। যে আজ্ঞে! আপনার মধুমাখা বাক্যেতেই পরম পরিতৃপ্ত হ'লেম।

[ যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

রাজা। (সভাসদ্গণের দিকে চাহিয়া) অমাত্যবর্গ! দেখ দেখি, ঐ যে তেঃজপুঞ্জ কলেবর, সিংহসদৃশ বলবান্ ও বাসবসদৃশ শ্রীমান্ পুরুষ আগমন ক'চ্ছেন।—উনি কে? উনি গন্ধর্ব্বরাজ, কি দেবরাজ, আমি বিচার ক'রে কিছুই স্থির ক'র্ত্তে পাচ্ছি না।

[ পাচকবেশে ভীমের প্রবেশ। ]

ভীম। (রাজার সম্মুখে আসিয়া) মহারাজ! আমার নাম বল্লব, আমি পাককার্য্যে বড় পারদর্শী, নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত ক'র্ত্তে পারি। আমি মল্ল ও বাহু যুদ্ধেও নিপুণ। আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সূপকার ছিলাম। আপনি মৎস্য রাজ্যের অধীশ্বর, আপনার আশ্রয়ে থেকে দিনপাত ক'র্‌বো,—এই আমার ইচ্ছা।

রাজা। বল্লব! তোমার আকৃতি প্রকৃতিতে তোমায় সামান্য সূপকার ব'লে তো বোধ হ'চ্ছে না? তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার উপযুক্ত পাত্র। যা হক্, তুমি স্বেচ্ছামত কার্য্য গ্রহণ ক'র্লে;—এতে আমার কোন আপত্তি নাই। আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ ক'র্‌বো ও অপরাপর সূপকারদের উপর তোমার আধিপত্য স্থাপন ক'র্‌বো।

ভীম। যে আজ্ঞে!

[ ভীমের প্রস্থান।

[ বৈশ্যরূপে সহদেবের প্রবেশ। ]

রাজা। বৎস! তুমি কে? কার সন্তান? কি মানসে এখানে এসেছ ও কোথা হ'তেই বা আগমন ক'রেছ? কি কারণেই বা আমার গোসকল দর্শন ক'চ্ছ?

সহদেব। মহারাজ! আমি বৈশ্যজাতি; আমি পাণ্ডবদের গোসংখ্যাতা ছিলাম। মহাপরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ যে এক্ষণে কোথায় গমন করেছেন, জানি না। আপনি পরমধার্ম্মিক, দয়াবান্ ও একজন প্রধান রাজা শুনে, আপনার নিকট জীবিকানির্ব্বাহের জন্য এসেছি।

রাজা। বৎস! তোমার সুকুমার গঠন দেখে, বোধ হ'চ্ছে, তুমি একজন সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মকুলোদ্ভব অথবা কোন রাজতনয় হ'বে; সামান্য নীচ বৃত্তিতো কখনই তোমার উপযুক্ত ব'লে বোধ হ'চ্ছে না? কিন্তু তুমি যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই সামান্য কার্য্য প্রার্থনা ক'চ্ছ, এতে আমার কোন দোষ নাই।

সহদেব। মহারাজ! পাণ্ডবগণের অষ্টশত সহস্র ও অন্যান্যের ত্রিংশৎ সহস্র ধেনু ছিল, আমি তা'দের সংখ্যা ক'র্ত্তেম। আমার নাম তন্ত্রিপাল। আমি দশ যোজনের মধ্যস্থিত গোসমূহের সংখ্যা ক'র্ত্তে পারি ও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই বিদিত আছি। যে সকল বৃষভের মূত্র আঘ্রাণ ক'ল্লে বন্ধ্যারা পুত্রবতী হয়, আমি এরূপ গোসকল-কেও বিদিত আছি। মহাবীর্য্য পাণ্ডবগণ আমার এই সকল গুণে আমায় বড় ভাল বাস্‌তেন ও আমায় বিশেষ অনুগ্রহ ক'র্ত্তেন।

রাজা। বৎস! তবে আমার পশুশালায় নানা জাতি ও নানাবিধ গুণবিশিষ্ট পশু আছে, আমি তোমাকে তা'দের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান ক'ল্লেম! তুমি তা'দের রক্ষা কর ও যদৃচ্ছাক্রমে বাস কর।

সহদেব। যে আজ্ঞে, আপনার অনুগ্রহে পরমপ্রীতি লাভ ক'ল্লেম।

[সহদেবের প্রস্থান।

[ক্লীববেশে অর্জ্জুনের প্রবেশ।]

রাজা। বৎস! তুমি সত্যসম্পন্ন শ্যামলবর্ণ যুবা পুরুষ দেখ্‌ছি—কিন্তু তুমি শঙ্খ, বলয় ও মস্তকে বেণী ধারণ ক'রে অতিমনোহর স্ত্রীবেশ ধারণ ক'রেছ,—অতএব বৎস! তুমি কে? আমার নিকট আত্মপরিচয় দাও।

অর্জ্জুন। রাজন্! আমি একজন ক্লীব, আমার নাম বৃহন্নলা। আমি

পিতৃমাতৃহীন ও আমার এ জগতে আর কেউ নাই। আপনি অতি-ধার্ম্মিক ও দয়াবান্ রাজা শুনে আপনার আশ্রয় নিতে এসেছি। আমি নৃত্যগীতাদি ক'র্ত্তে পারি, আপনি যদি কৃপা ক'রে আপনার প্রাণাধিকা উত্তরা কুমারীকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিবার জন্যে আমায় নিযুক্ত করেন, তা'হ'লে আমিও প্রতিপালিত হ'ই।

রাজা। বৃহন্নলে! আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'ল্লে'ম। তুমি আমার প্রাণপ্রতিমা উত্তরাকে ও অন্যান্য কুমারীকে উত্তমরূপে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দাও ও স্বেচ্ছানুযায়ী বাস কর।

অর্জ্জুন। যে আজ্ঞে!

[ অর্জ্জুনের প্রস্থান।

রাজা (দূর হইতে নকুলকে দেখিয়া) মন্ত্রি! ঐ মনোহর যুবা পুরুষ কোথা হ'তে আগমন ক'চ্ছেন, বল দেখি? উনি সমস্ত অশ্বশালা অবলোকন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে আস্‌ছেন, এতে স্পষ্টই বোধ হ'চ্ছে, উনি কোন অশ্ববিশারদ হবেন, সন্দেহ নাই।

[ অশ্বচিকিৎসকবেশে নকুলের প্রবেশ। ]

নকুল। (রাজার সম্মুখে আসিয়া) মহারাজ! আমার নাম গ্রন্থিক। আমি অশ্বতত্ত্বজ্ঞ ও অশ্বচিকিৎসায় পারদর্শী। আমি অশ্বসমূহের প্রকৃতি সমস্ত বুঝ্‌তে পারি। আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষক থেকে পরমসুখে কাল যাপন ক'রেছি। এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনি আমায় আপনার অশ্বপালনকার্য্যে নিযুক্ত করুন।

রাজা। বৎস! আমার যে সকল অশ্বরক্ষক ও অশ্বচিকিৎসক আছে, আমি তোমাকে তৎসমুদায়ের শ্রেষ্ঠ ক'ল্লেম। রাজা যুধিষ্ঠির তোমায় যেরূপ অনুগ্রহ ক'র্ত্তেন, আমিও তোমায় তদ্রূপ যত্ন করবো! এক্ষণে তুমি তোমার ইচ্ছামত কার্য্য কর ও পরমসুখে কাল যাপন কর।

নকুল। যে আজ্ঞে!

[ নকুলের প্রস্থান।

( পট-ক্ষেপণ। )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### অন্তঃপুর।

### সুদেষ্ণা ও সরলা উপবিষ্টা।

রাণী। কেন, সরলে! আজ্ তোমার মুখ্খানি এমন বিমর্ষভাব দেখ্ছি? তোমায় তো এমনধারা মন-মরা হ'য়ে থাক্তে আমি আর কখন দেখি নাই?

সরলা। দেবি! তুমি রাজকন্যা ও রাজরাণী, জন্মাবধি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'চ্ছ. "দুঃখ" কেমন তা জান না, তা তোমার আর কি ব'ল্বো,—দুঃখিনীর দুঃখে দুঃখিনী বই আর কে দুঃখিত হ'বে?

রাণী। কেন, সরলে! তুমি যে আজ্ আমায় এমন কথা ব'ল্ছ? তোমার কি হ'য়েছে আমায় বল? আমি তো অন্তর্যামী ভগবান্ নই,—যে, তোমার মনের দুঃখটি জান্তে পার্বো?

সরলা। দেবি! আর কিছুই নয়, আমি এখনি রাজপথ দে আস্তে-ছিলেম; দেখ্লেম একটী পরমাসুন্দরী দুঃখিনী রমণী পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আহা! তা'র সেই অবস্থা দেখে অবধি আমার মন একবারে কেমন হ'য়ে গেছে!

রাণী। সরলে! সে কে? কোথা হ'তে এসেছে? আর পথে পথে বা ভ্রমণ ক'চ্ছে কেন?

সরলা। দেবি! আমি তা'রে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম, তাতে সে ব'ল্লে যে, সে বড় দুঃখিনী, সে পূর্ব্বে দ্রৌপদীর দাসী হ'য়ে অনেক দিন তাঁর কাছে ছিল, তা'রপর পাণ্ডবেরা পাশা খেলায় হেরে গিয়ে দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় গেছে,—আর তা'রও বড় দুঃখ হ'য়েছে! তার নাম সৈরিন্ধ্রী। তা'রে যদি এখন কেউ দাসী ক'রে রাখে, তা হ'লে সে থাকে! আহা! একে দুঃখিনী, তা'তে পেটে খেতে না পেয়ে মুখ্খানি সুখিয়ে গেছে, পরণে একখানিময়লা কাপড়, তেল বিনে গায়ে

খড়ি উড়্‌ছে, তবু তা'র রূপ যেন ফেটে প'ড়্‌ছে,—ঠিক যেন প্রতিমা-খানি! আহা! কে ব'ল্‌বে যে, সে দুঃখীর ঘরের মেয়ে—তা'র মুখ্‌খানি দেখ্‌লেই যেন তা'রে ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে, আর তার কথায় বার্ত্তায় বোধ হ'লো, সে নষ্ট দুষ্ট নয়।

রাণী। আচ্ছা, সরলে! তা তুমি তা'র কথায় বার্ত্তায় কেমন ক'রে টের পেলে যে, সে নষ্ট দুষ্ট নয়?

সরলা। রাণি! আমি তো আর তোমার মত কাঁচা মেয়ে নই? শিকারী বিড়ালের গোঁপ দেখ্‌লেই চেনা যায়; তা'র যে রূপ, তাতে যদি সে নষ্ট হ'তো—তা হ'লে কি আর তা'র টাকা রাখ্‌বার জায়গা থাক্‌তো?—না তা হ'লে সে পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো? তা হ'লে এত দিন আমার মত কতগণ্ডা চাক্‌রাণী রেখে, তোমার মত রাজরাণী হ'য়ে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে থাক্‌তো?

রাণী। আহা, সরলে! তার কি আপনার ব'ল্‌তে আর এ জগতে কেউ নাই?

সরলা। রাণি! তার যদি আপনার জনই কেউ থাক্‌বে—তা হ'লেই তা'র এমন দশা হ'বে কেন? এতেই বোধ হয়, যে তা'র তিন কুলে কেউ নাই।

রাণী। আচ্ছা, সরলে! সে কি লোকের মেয়ে?

সরলা রাণি! "কি লোকের মেয়ে" জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ কেন? তোমার রাজসংসারে কত দীন দুঃখী প্রতিপালিত হ'চ্ছে!—আর তা'রে কি এক মুঠ খেতে দিতে তোমাদের এত ভার বোধ হ'বে?

রাণী। সরলে! আমি কি সেজন্যে ব'ল্‌ছি? অপরিচিত হ'লেই তার পরিচয় নিতে হয়।

[ অচলার প্রবেশ। ]

রাণী। অচলে! সরলা ব'ল্‌ছে—"একটী পরমা সুন্দরী দুঃখিনী রমণী পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে",—তা তুমি তা'রে ডেকে নিয়ে এস দেখি!

অচলা। রাণি! সে পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা আমি তার এখন কোথা দেখা পাব?

রাণী। তুমি রাজপথে একবার দাঁড়ুয়ে দেখ দেখি,—তা হ'লেই তা'রে দেখ্‌তে পাবে।

অচলা। দেবি! তবে আমি এই চ'ল্লেম।

[ অচলার প্রস্থান।

সরলা। হায়! কেনই বা তা'র সঙ্গে আজ্‌ দেখা হ'য়েছিল?—তা'র দুঃখের কথা শুন্‌তে গিয়ে এখন কেবল নিজের দুঃখ মনে প'ড়্‌ছে!—আজ্‌ যে কত খানাই মনে উদয় হ'চ্ছে!—মনে করি, আর ও সব কথা মনে ক'র্‌বো না, কিন্তু পোড়া মন তা কিছুতেই বোঝে না।

রাণী। কেন, সরলে! তোমার আবার আজ্‌ কি দুঃখ মনে প'ড়্‌লো?

সরলা। দেবি! আর কি ব'ল্‌বো? আজ্‌ কেবল থেকে থেকে কর্ত্তাকেই মনে প'ড়্‌ছে! আহা! তাঁ'রে আমি কখন এক দিনের তরে সুখ দিই নাই—কিন্তু তিনি আমায় কখন "তুমি" ভিন্ন "তুই" ব'লে ডাকেন নাই।—"প্রেয়সী" ব'ল্‌তে অজ্ঞান! কথায় কথায় রাগ ক'রেছি—কথায় কথায় অভিমান ক'রেছি—কথায় কথায় তাঁ'রে কত গাল মন্দ দিয়েছি—কিন্তু তাঁ'র চিরকাল্‌টাই আমায় সাধ্‌তে সাধ্‌তে প্রাণ গ্যাছে। আহা! তাঁর গুণের কথা আর তাঁর ভালবাসার কথা কি ব'ল্‌বো? একটী যদি কোথাও পান পেয়েছেন, সেটি আগে আমার মুখে তুলে দিয়েছেন,—আমি চিব্‌য়ে দিয়েছি, তবে আপনি খেয়েছেন—আজ্‌ সেই সব কথা মনে হ'য়ে প্রাণটার ভেতর যেন জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌ছে।

রাণী। সরলে! সে সব দুঃখ মনে ক'রে আর কি হবে?—যা হ'বার তা হ'য়েছে।—আচ্ছা, সরলে! তা স্বামীর উপর কি কথায় কথায় পোড়া রাগ আর অভিমানই ক'র্ত্তে হয়? আমরাতো জানি,—স্বামী রমণীর শিরোমণি, স্বামী অন্যায় কথা ব'ল্লেও তা সহ্য ক'র্ত্তে হয়।

সরলা। দেবি! সেটি কেবল শুনে রেখেছ বৈত নয়,—কাযে তা' পার কৈ? তবে কেন স্বামী একটু জোরে কথা ব'ল্লে নাক্ মুখ্ চ'ক্ ঘুরিয়ে ব'স? তবে কেন সে দিন স্বামীর উপর অভিমান ক'রে সারাদিন উপবাসী র'ইলে?

রাণী। সরলে! তা যে যারে বেশী ভালবাসে, তা'র সামান্য কথাতেও অভিমান হয় বটে,—কিন্তু কথায় কথায় সেইরূপ অভিমান ক'রে কি স্বামীর মনে দুঃখ দেওয়া ভাল হয়?

সরলা। ওমা! তা অভিমান ক'ল্লেই বুঝি স্বামীর মনে দুঃখ দেওয়া হয়? তবে তো তুমি খুব্ বুঝেছ?—স্ত্রী পুরুষের মাঝে মাঝে ঝগড়া হ'লে, তাতে প্রণয় বাড়ে বই আর কমে না;—জ্বলন্ত আগুনে ঘিয়ের ছিটে দিলে যেমন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে ওঠে—পিরীতের অভিমানও ঠিক্ তেম্নি! নইলে লোকে কেন বলে, "বিচ্ছেদ-অন্তে পিরীতি অতি সুখোদয়!" হাবা মেয়েতেই মনে করে যে সর্ব্বনাশ হ'লো, স্বামী বুঝি পর হ'লো,—আরে তা'কি হবার যো আছে?—এক দিন অভিমান ক'রে পাঁচ্ দিন কথা থাকে না—অথচ উভয়ের মনে হয় কতক্ষণে দেখি—কতক্ষণে দেখি—সেটি কতসুখ?—তা'র পর যে দিন পুনরায় কথাবার্ত্তা হয়, সে দিন যে প্রণয়টুকু কি রূপ জমে, তা প্রণয়ী নইলে কি সকলে বুঝ্তে পারে? কুলীনের মেয়েদের তো কথাই নেই—অভিমান করা দূরে থাক্—স্বামী আবার পাছে বে করে—এই ভয়েতেই মরে! কিন্তু, আমি তো জানি, কালো হ'ই আর কুৎসিত হ'ই, একবার প্রণয় হ'লে কি স্বামী আবার আর কারো পানে চেয়ে দেখ্বে?

রাণী। তা' সেটি তো আর সকলে পারে না?—তোমারমত খ্যালো-য়াড় মেয়ে তো আর সকলে নয়!

সরলা। এই যে অচলা সৈরিন্ধ্রীকে সঙ্গে ক'রে নে আস্ছে!

রাণী। (শশব্যস্তে) আঁ্যা, সৈরিন্ধ্রী আস্ছে?

[অচলা ও সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।]

রাণী। (সৈরিন্ধ্রীর দিকে চাহিয়া) বাছা! তুমি কে? কোথায় হ'তে এসেছ? এমন দীন দুঃখিনীর মত কি জন্যেই বা পথে পথে বেড়াচ্ছ? হ্যাগা! তোমার কি আপনার ব'ল্তে তিন কুলে আর কেউ নাই? আহা! কিবা রূপের ছটা, এমন মনোহর রূপ তো কখন দেখি নাই! বাছা! তোমার অনুপম রূপ দেখে তোমায় তো ছোট-লোকের মেয়ে ব'লে বোধ হ'চ্ছে না? যেন, দেবী, গন্ধর্ব্বী, ইন্দ্রাণী অথবা কোন রাজনন্দিনী ব'লে বোধ হ'চ্ছে,—দৈবদুর্ব্বিপাকে এমন দুঃখের দশায় পতিতা হ'য়েছ। আমিও রাজমহিষী বটে—কিন্তু তোমার অকলঙ্ক মুখশশী ও মনোহর রূপ মাধুরীতে আমিও তোমার কাছে লজ্জা পাচ্ছি! বাছা! তুমি কোন্ মহা-পুরুষের বনিতা ছিলে ও কোন্ কুল অন্ধকার ক'রে পথের কাঙ্গালিনী হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ক'চ্ছ, আমায় সত্য করে পরিচয় দাও!

সৈরিন্ধ্রী। রাজমহিষি! আমি দেবী, গন্ধর্ব্বী, ইন্দ্রাণী অথবা কোন রাজনন্দিনী নই,—আমি একজন পথের কাঙ্গালিনী! আমার পঞ্চ-গন্ধর্ব্ব পতি বর্ত্তমান আছেন বটে—কিন্তু—

সরলা। ওমা! কি হ'বে,—যাব কোথা! আমি বলি বুঝি অনাথিনী!—হ্যাগা! লোকের একটা ভাতারে রক্ষে নেই?—কত সোণা দানা দে অঙ্গ মুড়ে দেয়—আর শালার শালা তস্য শালার ছেলে পিলেকে খাইয়ে, পরিয়ে, লেখা পড়া শিখ্য়ে, মানুষ করে,—আর তোমার পাঁচ্ পাঁচটা গন্ধর্ব্ব ভাতার বেঁচে থাক্তে, তুমি এক মুঠ পেটে খেতে পাও না? ভিক্ষা-রিণী হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছ? ওমা! তুমি আবার এখনও স্বামী আছে ব'লে পরিচয় দিচ্ছ? ধিক্ তোমায়! আমি হ'লে এতদিন কোন্‌কালে হাতের নো ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তেম! পোড়া কপাল অমন ভাতারের,—ও চেয়ে সাত জন্ম ক'ড়ে রাঁড়ী হ'য়ে থাকি, তাও আমার সোণার চাঁদ!

রাণি। হ্যাগা বাছা, তা'র পর?

সৈরিন্ধ্রী। রাণি! পতি বর্ত্তমান আছেন বটে, কিন্তু আমার এমনি পোড়াকপাল, যে আমি কখনই পতি-সুখে সুখী হতে পারি নাই! পূর্ব্বজন্মে কত পাপ ক'রেছি—কত রমণীর পতি হরণ ক'রেছি,—কত গাভীকে বৎস

হারা ক'রেছি—তাই এ জন্মে তার ফলাফল ভোগ কচ্ছি।—পতি থাক্‌তেও তাঁদের পদ সেবায় বঞ্চিতা হ'য়েছি। রাণি! পতি বর্ত্তমান আছেন, আমি এই আশালতা গাছিটী অবলম্বন ক'রেই এখনও জীবন ধারণ ক'রে আছি। আমার নাম সৈরিন্ধ্রী। আমি ভাল রূপ বেশ বিন্যাস ক'র্ত্তে পারি। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী সত্যভামার কাছে আমি অনেক দিন ছিলেম, তিনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ ক'র্ত্তেন, আর দুঃখিনী ব'লে ঘৃণা ক'র্ত্তেন না। তার পর আমি পঞ্চ পাণ্ডবের প্রেয়সী দ্রৌপদীর নিকটও অনেক দিন ছিলেম—গুণবতী দ্রৌপদীও আমায় বড় ভাল বাস্‌তেন্‌, ও আমায় কনিষ্ঠা ভগিনীর মত দেখ্‌তেন। আহা! আমার পোড়া কপালে তিনিও পতি সঙ্গিনী হ'য়ে কোথায় গেছেন—আর আমায়ও দুঃখের সীমা নাই। দেবি! আপনার দয়া ও গুণের কথা শুনেই আমি এ রাজ্যে এসেছি, এখন যদি আপনি দয়া ক'রে আপনার দাসী ক'রে রাখেন—তা হ'লে মনের সুখে আপনার সেবা করি, এই আমার অভিলাষ।

রাণী। বাছা! তোমার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব পতি বর্ত্তমান আছেন ব'ল্‌ছ—তা তাঁরা এখন কোথায়? পতি জীবিত থাক্‌তে পত্নীর এত কষ্ট তো কখন দেখি নাই। তাঁরা কি তোমায় নিয়ে ঘর করেন না? না তাঁরা আবার বে ক'রেছেন? আর অত রূপে তুমি কি স্বামী বশ ক'র্ত্তে পার নাই বাছা?

সরলা। রাণি! না ব'ল্লেও আর বাঁচিনে! তুমি কি আর এটা বুঝ্‌তে পার না? লোকে এক জ'নের মন যোগাতে পারে না—আর পাঁচ পাঁচ জ'নের মন যোগান কি অম্‌নি সহজ কথা? এক জ'নের সঙ্গে হেঁসে কথা কইলে আর এক জন বেজার হয়;—আর এক জ'নের হাতে একটা পান দিলে আর এক জ'ন ম'নে ম'নে রাগ করে। তা এতে আর রূপেই বা কি ক'রবে? আর গুণেই বা কি ক'রবে?

রাণী। সরলে। তা সত্য বটে, তবুতো এক্ জনের সঙ্গেও প্রেম হয়। তাই বলি তুমি ভাই একটু চুপ কর, আমি ওর পরিচয় দিই।

সৈরি। দেবি। স্বামীর যেমন স্ত্রীকে যত্ন করা ও ভাল বাসা উচিত—তাঁরা সকলেই আমায় তেমনি ভাল বাসেন। কিন্তু তাঁরা কি ক'রবেন, তাঁরা যে আপনারা সত্য পাশে বদ্ধ হ'য়ে কিছু দিনের জন্যে সংসার পরিবার ত্যাগ ক'রেছেন। নইলে তাঁদের কোন দোষ নাই। সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ।

রাণী। আহা বাছা! ত তাঁরা যেন সত্য পালন ক'চ্চেন বটে, কিন্তু তুমি যে এত দুঃখ, এত কষ্ট ভোগ ক'চ্চ! এতে কি তাঁদের অধর্ম্ম হ'চ্চে না? আচ্ছা বাছা! তোমাদের কি ঘর বাড়ী কিছুই নাই? আর এক স্থানেও কি সংস্থান নাই?

সৈরি। দেবি। আমাদের সকলি আছে—আমার সব স্বামীদেরও কিছু নাই। তাঁরাও যেমন সত্য পাশে আবদ্ধ হ'য়েছেন—আমিও তেমনি সত্য ক'রেছি যে, যত দিন তাঁরা গৃহবাসী না হ'বেন, ততদিন আমিও গৃহে যাব না।

রাণী। বাছা! তবে তোমার ইহ জন্মের সুখ সকলি ফুরিয়েছে বল? আচ্ছা তা তুমি মেয়ে মানুষ হ'য়ে এত কঠোর ব্রত ক'রেছ কেন?

সৈরি। দেবি! পতি থাক্তেই যখন পতি সুখ ভোগ ক'র্ত্তে পেলেম না—তখন আর সামান্য ঘর বাড়ী নিয়ে কি ক'রব? ইহ জন্মের সুখ ভোগ সকলি ফুরিয়েছে বটে; তবু তাঁদের মুখ চেয়ে আছি, যদি পরিণামে কিছু সুখ হয়। রাণি! এখন যদি আপনি আমায় দাসী ক'রে রাখেন, তা হ'লেই আমার সকল সুখ হয়।

রাণী। বাছা! তুমি কি দাসী হয়ে থাক্বার যোগ্য? তুমিই দাস দাসীগণের কর্ত্রী হ'বার উপযুক্তা। আমি তোমায় গৃহে স্থান দেওয়া দূরে থাক্, মাথায় ক'রে রাখতে পারি, কিন্তু বাছা, আমার

ম'নে বড় ভয় হ'চ্ছে! তুমি যে রূপ রূপসী, পাছে রাজার তোমার প্রতি আসক্তি জন্মে! স্ত্রীলোকই তোমায় দেখ্‌লে চক্ষের পলক ফেলে না!—তাতে কোন পুরুষ তোমায় দেখ্‌লে কামাসক্ত না হ'বে? তুমি যার প্রতি কটাক্ষ পাত ক'রবে, সেই তোমার চিরদাস হ'য়ে থাকবে। বাছা! মনুষ্য যেমন আত্ম বিনাশের নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করে, তোমায় তেমনি গৃহে স্থান প্রদান ক'রে পাছে আমার সেই দশা ঘটে —এই আমার ভয়।

সৈরি। (কুণ্ঠিতা হইয়া) রাজ মহিষি! আমি দুঃখিনী ব'লে কি আমার ধর্ম্মভয় নাই? আর তাই যদি না থাকবে, তবে কেন আমি আপনার বাড়ীতে দাসী হ'বার জন্য এসেছি? দেবি! আমি আপনাকে আমার মত শত শত দুঃখিনী দেখাতে পারি, যাঁরা এক মুঠ অন্নের জন্যে লালাইত, যাঁরা কত দুঃখ কত কষ্টের ক'রে দিনপাত করেন, তত্রাচ অধর্ম্ম পথে কখন ভ্রমণ করেন না। রাণি! স্ত্রীলোক যদি সচ্চরিত্রা হয়—তা হ'লে কি পুরুষে কখন তারে নষ্ট ক'র্ত্তে পারে? রাজাই হ'ন আর প্রজাই হ'ন, ধনীই হ'ন আর নির্ধনীই হ'ন, যিনি আমার সতীত্ব নষ্ট কর্ত্তে উদ্যত হ'বেন—আমার পঞ্চ গন্ধর্ব্বপতিগণ তখনি তাঁরে বিনষ্ট ক'রবেন। দেবি! আপনি আমার দাসী ক'রে রাখুন, আপনার কোন চিন্তা নাই। আর একটি কথা বলি, আমি সকল কাজ্‌ ক'র্‌বো—কিন্তু আমার এই মিনতি —আমি উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ও পাদ প্রক্ষালন এই দুটি কাজ্‌ ক'র্ত্তে পা'র্‌ব না।

রাণী। বাছা তোমার মধুমাখা কথাতেই আমার অঙ্গ শীতল হ'লো! আমার কপালে যাই থাক্‌, তুমি আমার বাড়ীতে থেকে ইচ্ছা মত কাজ্‌ কর, তোমায় কেউ কিছু ব'লবে না। দেখ চন্দ্রাননে! তোমার উচ্ছিষ্ট বা পদ প্রক্ষালন ক'র্ত্তে হ'বেনা।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

সুদেষ্ণা ও কীচক উপস্থিত।

কীচক। ভগিনি! সৈরিন্ধ্রী নাম্নী সেই মনোহারিণী পরম রূপবতী কামিনী কে? সে কোথা হ'তে এসেছে? তা'রে দেখে অবধি আমার মন নিতান্ত অস্থির হ'য়েছে। আহা! কি মনোহর রূপ! এমন রূপতো কখন দেখি নাই! আহা! সেতো তোমার দাসী হ'বার কোন মতেই উপযুক্তা নয়। আমার নিতান্ত ইচ্ছা তারে আমি প্রধানা মহিষী ক'রে রাখি! ভগিনি! সুরা যেমন আঘ্রাণ মাত্রেই সুরাপায়ীর হৃদয়োন্মাদিনী হয়, সেইরূপ আমারও চিত্তবৃত্তি একান্ত তার পক্ষপাতিনী হ'য়েছে।

রাণী। ভাই! ছি! ছি! একথা কি বল্‌তে আছে? সৈরিন্ধ্রী অতি দুঃখিনী ও নীচ জাতি, দাস্য বৃত্তি ক'রে কালযাপন ক'চ্ছে। তুমি সেনাপতি হ'য়ে যদি তার প্রেমাসক্ত হও, তা হ'লে লোকে কি ব'ল্‌বে বল দেখি? এ অতি ঘৃণা ও লজ্জার কথা। আর এ হ'লে মৎস্য রাজ্যের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক ও চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি থাক্‌বে। আর আমি জানি সৈরিন্ধ্রী অতি সাধ্বী, সে কখন পর পুরুষের মুখ দেখেনা। তা'র পঞ্চ গন্ধর্ব্বপতি বর্ত্তমান আছে, তাঁরা দিন্‌রাত্ তারে রক্ষা করে। ভাই! যে কার্য্যে অধর্ম্ম ও পরিণামে অমঙ্গল ঘটনের সম্ভব, সে কার্য্য করা কি তোমার মত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকের কর্ত্তব্য? তাই ব'লি ভাই! তুমি এ সকল কুপ্রবৃত্তি মন্ হ'তে দূর কর।

[ সুদেষ্ণার প্রস্থান।

কীচক। (স্বগত) তাইতো! সৈরিন্ধ্রীকে দেখে অবধি মন যে নিতান্ত অধৈর্য্য হ'ল! আর যে কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। ওঃ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) মন, স্থির হ'ও! একবারে এত উতলা হ'ও না? তোমার অভিলাষ পূর্ণ ক'রবই করব। (ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে করিতে) এখন উপায় কি? কি ক'রেই বা সেই মনোহারিণীর মনহরণ করি? সে যখন আমাদের করস্থিত র'য়েছে তখন যদি তারে হাত্ ক'র্ত্তে না পারি,—তা হ'লেও আমার জীবনে ধিক্! মনে ক'ল্লাম ভগিনী অবশ্যই আমার মনোবেদনা বুঝ্‌তে পা'র্‌বেন, তা হ'লে সহজেই কার্য্য সিদ্ধ হ'বে; কিন্তু তিনি তো ও পথ্ দিয়েও গেলেন না, ব'ল্‌লেন কিনা সে সাধ্বী, সে কখন পরপুরুষের মুখ দেখে না; কিন্তু আমি যে এখন প্রাণে মরি, সেটিতো বুঝ্‌লেন না? সৈরিন্ধ্রীরও তো চন্দন ঘ'সে ঘ'সে হাতে কড়া প'ড়ে গেছে, দাসী হ'য়ে দিন-পাৎ ক'চ্ছে—সুখে থাক্‌তে পেলেতো বাঁচে। কিন্তু ভগিনীর তা ইচ্ছা নয়। যাই হ'ক্ স্বয়ং একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে হ'লো! ঐ যে প্রিয়ে বোধ হয় আমার মনোবেদনা জান্তে পেরেই এদিকে আস্‌ছেন!

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

কীচক। (সাহ্লাদে) মনোহারিণি! তুমি কে? কোথা হ'তে এসেছ? তুমি কা'র প্রণয়িণী? তোমার অনুপমা রূপ লাবণ্য দেখে আমার নয়ন চকোর সার্থক হ'ল। প্রিয়তমে! এমন অলৌকিক রূপতো কখন দেখি নাই! বিধি কি তোমায় বিরলে ব'সে সৃজন ক'রে-ছেন? তোমার যে রূপ সুকুমার গঠন, অঙ্গ সৌষ্ঠব, স্ত্রীজাতিতে এত রূপতো আমি অদ্যাপি কারেও কখন দেখি নাই। চন্দ্রাননে! তোমার মনোহর অকলঙ্ক মুখ শশী নিরীক্ষণ ক'রে, কা'র না চিত্ত চাঞ্চল্য হয়? তোমার সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না-বিধৌত লাবণ্য, কর্ণ বিশ্রান্ত মদিরায়ত লোচন, অমৃতায়মান কলকণ্ঠ বিনিন্দিত বচন মাধুরি,

কোন্ পুরুষকে বিমোহিত না করে? হায়! যে পুরুষ তোমার প্রণয় ভাজন হ'য়েছে—সেই ধন্য! চারুহাসিনি! তোমার উন্নত পয়োধর ও সুবিপুল নিতম্বদেশ নিরীক্ষণ ক'রে, কাম ব্যাধি আমায় যারপর নাই যাতনা দিচ্ছে! পঞ্চশর পঞ্চশরে আমার শরীর জ্বর জ্বর ক'চ্ছে ও মদনানল দাবানল অপেক্ষাও অন্তর প্রজ্বলিত ক'চ্ছে। প্রিয়ে! তোমার প্রণয় বারি সেচনে আমার অন্তরের প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ কর। তুমি আমার প্রণয়িনী হ'য়ে পরম সুখে কাল যাপন কর। তোমার কি এরূপ দীন বেশে থেকে পরিচারিকা হওয়া সাজে।

( কীচক কর্ত্তৃক গীত। )

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

প্রণয় পীযূষ কর পান। (প্রাণ)
বিরহ গরলে কেন, বধিছ পরাণ।
প্রেম সুধা পান তরে, হেরো নীরে নলিনীরে,
সদা প্রফুল্ল অন্তরে, পূজিছে তপন।
ভব প্রেম ভুঞ্জিবারে, দেখ প্রিয়ে ভবানীরে,
সদা তুষিতে শঙ্করে, ভ্রমেন শ্মশান।

সৈরি। সেনাপতি! আপনি আমায় অকারণে কেন "প্রিয়ে" ব'লে সম্বোধন ক'চ্ছেন? আমিতো কোন মতেই আপনার "প্রেয়সী" হওয়ার যোগ্য নই। দেখুন! আমি অতি দুঃখিনী, আমার মত অভাগিনী রমণী ত্রিজগতে আর কেউ নাই। হীন বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রেছি, ভরণ পোষণের আর কোন উপায় না দে'খে দাসী হ'য়ে আপনার ভগিনীর পদ সেবা ক'চ্ছি। আমার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব পতি

জীবিত আছেন—কিন্তু আমার পোড়া কপালে তাঁ'রা জীবিত থাকৃতেও আমার দুঃখের সীমা নাই। তবে স্ত্রীলোকের পতিই পরম গুরু—পতি ভিন্ন গতি নাই আমি তাই ভেবে তাঁদের মুখ চেয়ে আছি। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পরম ধর্ম্ম—আমি তাই রক্ষা কর্‌বার জন্য দেখুন দাস্যবৃত্তি ক'রে দিনপাত ক'চ্ছি! সেনাপতি! আপনি অতি সুবিজ্ঞ, পরস্ত্রী হরণ করা কত পাপ তা'তো আপনি জানেন? মোহান্ধ হ'য়ে পাপ ক'ল্লে কি তার ফল ভোগ ক'র্ত্তে হয় না? আমি আপনাদের আশ্রিতা, ও আপনাদের দয়ার আধার; দেখুন, শরণাপন্ন ব্যক্তির শত শত অপরাধ থাকৃলেও প্রাজ্ঞ লোকে তারে ক্ষমা ক'রে থাকেন; আর যিনিই রক্ষক, তিনিই যদি ভক্ষক হন, তবে আর অবলাগণের উপায় কি আছে? অতএব হে বীরবর! আমি আপনাকে কর যোড়ে মিনতি ক'রে বলি, আমার প্রতি লোভ ক'র্‌বেন না। আশ্রিতা রমণীর সতীত্ব নষ্ট ক'রে—আপনাকে ঘোরতর পাপ পঙ্কে কেন নিমগ্ন ক'র্‌বেন? আরও মনে ভেবে দেখুন, আপনি যদি দাসীর প্রেমাভিলাষী হন, তা হ'লে আপনারই চিরস্থায়ী কলঙ্ক ও অকীর্ত্তি থাকৃবে। আমি দাসী ও নীচ জাতি, সুতরাং জন সমাজে আমার অপরাধ কেহই গ্রহণ ক'র্‌বেন না।

কীচক। চন্দ্রাননে! তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ ক'রে অবধি আমি নিদারুণ পঞ্চশরে প্রপীড়িত হ'চ্ছি! দেখ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ আমার পক্ষে কর্ম্মভোগ বোধ হ'চ্ছে। প্রিয়ে! এক্ষণে তোমার সহবাস রূপ অমৃত প্রদানে আমার আশাতৃষ্ণা দূর কর। আমি তোমার প্রণয়ের নিতান্ত বশবর্ত্তী হ'য়েছি। শুনেছি স্ত্রীলোক অতি সরলা ও দয়ার্দ্র চিত্ত হয়, কিন্তু প্রিয়তমে! তোমাতে আমি তো তা'র কিছুই দেখ্‌ছি না। কাম বাণ নিয়তই আমার শরীর বিদ্ধ ক'চ্ছে এ দেখেও কি তোমার দয়া হয় না? প্রিয়তমে! দয়াও পরম ধর্ম্ম ব'লে পৃথিবীতে পরিগণিত হয়, তুমি আমার প্রতি

সেই দয়া প্রকাশ ক'রে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। প্রিয়বাদিনি! তুমি এই দীন বেশে দাসী হ'য়ে কালযাপন ক'চ্ছ এ' আমার প্রাণে কিছুতেই সহ্য হ'চ্ছে না? তুমি আমায় পতিত্বে বরণ ক'রে এই রাজ্যের অধীশ্বরী হ'য়ে সুখ ভোগ কর, শত শত দাসী তোমার পরিচর্য্যা করুক, এই আমার কামনা।

সৈরি। সেনাপতি! আমি আপনার চরণে ধরি, আমায় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত পথে গমন ক'র্ত্তে অনুরোধ ক'র্‌বেন না। আপনিত জানেন যে, স্ত্রীলোকে যত ধর্ম্মই অনুষ্ঠান করুক, 'অসতীত্ব' সকল ধর্ম্ম নাশ করে, তবে কেন আপনি আমার সেই পরম ধর্ম্ম পথের কণ্টক হ'তে উদ্যত হ'চ্ছেন? সেনাপতি! অবলাগণের সতীত্ব ভিন্ন পরিত্রাণের আর কিছুই সম্বল নাই, আর এই জন্যেই আমি এত কষ্ট সহ্য ক'চ্ছি! এ দেখেও কি আপনার দয়া হয় না? আমি সকল দুঃখ, সকল কষ্ট সহ্য ক'র্ত্তে পারি, কিন্তু—আমার প্রাণ থাকৃতে আমি পরম রত্ন "সতীত্ব" বিসর্জ্জন ক'রে, অনিত্য সুখ সম্ভোগ, ও আপনার মনোরথ পূর্ণ ক'র্ত্তে কখনই পা'র্‌বোনা।

কীচক। প্রিয়ে! এত অনুনয় বিনয়, এ'ত আরাধনা কি সকলি বৃথা হ'ল? আমি মনাগুণে নিয়ত দগ্ধ হ'চ্ছি দেখেও কি তোমার দয়ার লেশ মাত্র হ'লনা? তোমার বক্ষস্থল কি পাষাণে নির্ম্মিত? স্ত্রীলোকের মন এ'ত কঠিন, এ'ত নিষ্ঠুর, তাতো আমি স্বপ্নেও কখন জান্তেম না। আরও দেখ, আমি একজন সামান্য ব্যক্তি নই—যে তা দেখে তোমার ঘৃণা হ'চ্ছে! তুমিতো চাকৃরানি—কত শত রাজনন্দিনী আমায় পতিত্বে বরণ কর্‌বার জন্য কত কঠোর ক'রে কত কাল শিবারাধনা ক'চ্ছে! তোমার প্রতি যদি আমি প্রসন্ন হ'ই, এও তোমার সৌভাগ্য বিবেচনা করা উচিত। তাই আমি এখনও বল্‌ছি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলোনা। আমায় পতিত্বে বরণ ক'রে চিরসুখে কালযাপন কর।

(কীচক কর্তৃক গীত।)
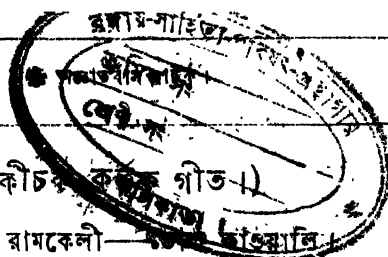
রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

দহে প্রাণ মদনানলেরে, সহেনা যাতনারে।
দিয়ে তব প্রেম পীযুষ বারি, নিবার প্রাণরে।
নারী স্বভাবতঃ অতি সরল,
দুঃখিত দুঃখে অন্তর কোমল,
স্বভাবে অভাব হেরিরে॥
হৃদি পদ্মাসনে এস প্রাণধন,
বসায়ে তব সুধাংশু বদন,
জুড়াই জীবন্ হেরেরে॥

সৈরি। সেনাপতি! আপনি কেন আমায় বারম্বার কটু বাক্য ব'লছেন। আমি নিতান্ত নিরাশ্রিতা ও অসহায়া দেখেই কি আপনি নিদারুণ বাক্যবাণ হা'নছেন? আপনি জানেন, যার কেউ নাই, তা'র ভগবান্ আছেন। তা'তে তো আমার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব পতি সতত আমায় রক্ষা ক'চ্ছেন! পতঙ্গ যেমন আপনা হ'তেই জলন্ত আগুনে পুড়ে মরে—আপনি ও তেমনি আমায় লোভ ক'রে কেন মৃত্যু কামনা ক'চ্ছেন! আমি নিশ্চয় ব'লছি গন্ধর্ব্বগণ শুনলে তখনি আপনার প্রাণ বিনষ্ট ক'রবেন। সেনাপতি! মাতৃ ক্রোড়ে শায়িত শিশুর মত কেন বৃথা চন্দ্র গ্রহণে অভিলাষী হ'চ্ছেন? আপনার মনোরথ কখনই পূর্ণ হ'বেনা।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

কীচক। (স্বগত) ওঃ! এই বয়সে অনেকানেক রমণী দেখ্লেম, অনেক প্রেমও ক'ল্লেম। আর আমার সুরসিকতায় ও আমার মধুর প্রেমালাপে বিমুগ্ধা হয় নাই—এমন স্ত্রীলোকও তো কখন দেখি নাই। ঠেক্-

সোনা। কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর মত রমণীত কখন দেখি নাই। ম'নে ক'রেছিলাম ও দাসী দুঃখে দুঃখে কালযাপন ক'চ্ছে,—ওরে লাভ ক'র্ত্তে আর বেগ্ পেতে হবেনা; কিন্তু বেগ্ পাওয়া দূরে থাক্ এখন যে ম'নের উদ্বেগ্ চিরস্থায়ী হ'ল দেখ্‌ছি। ম'নে ক'রেছিলাম ওরে লাভ ক'র্ত্তে পুরো এক্‌টা কথাও খরচ হবেনা, কিন্তু এক্‌টা 'কথা' দূরে থা'ক্—এখন যে লক্ষ টাকা খরচ ক'ল্লেও হয় না দেখ্‌ছি। তাইতো এখন করি কি? পুনঃরায় না হয় একবার ভগিনীর নিকট গিয়ে মনোবেদনা ব'লি, ঐ যে তিনিও এদিকে আস্‌ছেন।

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

কীচক। ভগিনি! সেই চারু হাসিনী মৃগনয়না সৈরিন্ধ্রীকে নিরীক্ষণ ক'রে অবধি আমার আর মনোবেদনার পরিসীমা নাই। মদনানল প্রতিনিয়তই আমার অন্তর দগ্ধ ক'চ্ছে! অতএব সেই মনোহারিণী যা'তে আমার বশবর্ত্তিনী হয়, তা'র উপায় বিধান কর।

সুদেষ্ণা। ভাই! এখনও কি তোমার সংজ্ঞা হ'লনা? এখনও কি তুমি কুপ্রবৃত্তি মন হ'তে দূর ক'র্ত্তে পা'ল্লেনা? তুমি কি একবারও ভবিষ্যত্ ভে'বে দেখ্‌লেনা? তুমি মহাবীর—তোমার নিকট কত সুরাসুর কম্পিত—আর এই সামান্য ইন্দ্রিয় সংযমন ক'র্ত্তে পা'ল্লেনা? ছি! ছি! ছি! ভাই! আমি তোমায় এখনও ব'ল্‌ছি—দাসীর প্রেমাভিলাষী হ'য়ে, কেন অধর্ম্ম, কলঙ্ক, অপযশ ও অমঙ্গলকে ডেকে আন্‌বে? আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, ওর চেয়ে শত সহস্র-গুণে সুন্দরী মেয়ে এ'নে তোমার পুনরায় বে দেব।

কীচক। ভগিনি! তুমি যদি এর কোন উপায় না কর, তবে আমি এই দণ্ডেই প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌বো।

সুদেষ্ণা। (স্বগত) হায়! হায়! ম'নে যা ভে'বেছিলাম, তাই হ'ল! এখন যে আমি বিষম বিপদে প'ড়্‌লেম। আমার যে উভয়

দিক্ সমান হ'ল। সৈরিন্ধ্রীকে বাঁচাতে গেলে ভাই মরে, ভাই ম'লে নিদারুণ মনকষ্ট ও রাজ্য ভ্রষ্ট। (প্রকাশ্যে) ভাই তোমার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়েছে, পাপ ক'র্ম্মে অবশ্যই ফলভোগ ক'র্ত্তে হয়। আমি তোমায় এত ক'রে বার বার নিষেধ ক'চ্ছি, তাতেও তুমি শুনলে না, কিছুই বুঝলে না, তবে আর আমি কি ক'রব। তুমি একদিন ভাল খাদ্য দ্রব্য ও সুরা প্রস্তুত ক'রে রেখো—আমি সৈরিন্ধ্রীকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

[কীচকের প্রস্থান।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।)

সৈরি। দেবি! আজ্ কেন আপনি এমন মৌনভাবে বসে আছেন? সর্ব্বদাই আপনার হাসা মুখ দেখে আমার মনে কতই আহ্লাদ হয়, কিন্তু আজ্ আপনাকে বিমর্ষ দেখে আমার যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট হচ্ছে। কোন অসুখ্‌তো হয় নি?

সুদেষ্ণা। হ্যাঁ বাছা! কা'ল্ রাত্রি হ'তে বড় অসুখ হ'য়েছে, সারা রাত্রিই বড় কষ্ট গেছে—আর এখন পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে!

সৈরি। দেবি! তবে আমি একটু জল নে আসব?

সুদেষ্ণা। বাছা! জল খেতে নিষেধ আছে, তা তুমি এক কর্ম্ম কর, কীচকের ঘর হ'তে শীঘ্র একটু সুরা নে এস দেখি।

সৈরি। দেবি! আমি আপনাকে করযোড়ে মিনতি ক'চ্ছি! আমায় সেস্থানে পাঠাবেন না। আমি আপনার নিতান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী, কিন্তু আপনার ভাই অত্যন্ত নির্লজ্জ ব'লে, তাঁর কাছে যেতে আমার সাহস হয় না। তিনি আমায় দেখ্‌লেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন, আর আমায় এত কটু কথা বলেন যে, সে সকল কথা আপনার কাছেও ব'ল্‌তে লজ্জা হয়। তাঁর ভাব ভঙ্গিতে বোধ হয় তিনি আমায় নির্জ্জনে পে'লে আমার সতীত্ব নষ্ট ক'র্ত্তে

পারেন। দেবি! আপনি রাজমহিষী—রাজমাতা, মা ভগবতীর কৃপায় আপনারতো কিছুরি অভাব নাই। তাই ব'লি, আরওতো অনেক দাসী আছে, তা আর কারেও পাঠিয়ে দিন।

সুদেষ্ণা। বাছা! আমি যখন তোমায় পাঠাচ্ছি তখন কি কীচক তোমার কিছু ক'র্ত্তে পারে? তোমার কোন ভয় নাই, তুমি সচ্ছন্দে যাও।

সৈরি। রানি! আপনি যখন অনুমতি ক'চ্ছেন, তখন আমার কপালে যাই হ'ক আমায় যেতে হবে, আপনার আজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন ক'র্ত্তে পা'রবো না, কিন্তু আপনি যদি আর কারেও পাঠিয়ে দিতেন, তা হ'লে বড় ভাল হ'ত?

সুদেষ্ণা। বাছা! আমার কণ্ঠ শুষ্ক হ'চ্ছে, বাক্য সরে না আর তোমার কি এই তর্ক বিতর্কের সময় হ'ল?

সৈরি। (বাষ্পাকুললোচনে স্বগত) হায়! আমি এখন কি ক'রি! যদি না যাই, তা হ'লে রাণী এখনি তাড়িয়ে দেবেন—তা হ'লেই বা দাঁড়াই কোথা? হা বিধাত! একতো রাজকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে চিরকাল দুঃখে দুঃখেই গেল, তা দুঃখ দিলে দিলেই তাতেও দুঃখ ছিলনা—কিন্তু নাথ! কোন্ পাপে আমার ধর্ম্মনষ্ট হয়? (বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক) হে দিক্‌পালগণ! হে সূর্য্যদেব! তোমরা সাক্ষী! যদি আমার পতি চরণে মতি থাকে—যদি আমি পতিব্রতা হ'ই, যদি আমি ইহজন্মের সকল সুখ পতির চরণ সার ক'রে থাকি, তবে যেন পাপাত্মা কীচক আমার ধর্ম্মনষ্ট ক'র্ত্তে না পারে।

[দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও মৌনভাবে গমন।

(পটক্ষেপণ)

———

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

---

কীচকের গৃহ।

কীচক উপস্থিত।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

কীচক। (সহাস্যে) প্রিয়ে এসেছ? হায়! আজ্ আমার কি শুভদিন! আ'জ্ আমার কি সৌভাগ্য! আ'জ্ আমি পূর্ণ মনোরথ হ'লেম। প্রিয়ে! যদি ভাগ্যক্রমে সদয় হ'লে, তবে এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? তোমার জন্যে স্বুবর্ণ খচিত পর্য্যঙ্ক প্রস্তুত র'য়েছে—এস, তথা গিয়া দুজনে ম'নের স্বুখে প্রেমালাপ ক'রি!

সৈরি। সেনাপতি! আপনার ভগিনী বড় অসুস্থ হ'য়েছেন, তিনি নিতান্ত পিপাসায় কাতরা সেই জন্যে আপনার নিকট স্বুরা নিতে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন; আপনি শীঘ্র স্বুরা দেন্, আমি নিয়ে গিয়ে তাঁর পিপাসা নিবারণ ক'রি, তিনি আমার পথ্ চেয়ে আছেন।

কীচক। মনোহারিনি! আমি আর কোন দাসীকে দিয়ে স্বুরা পাঠিয়ে দিচ্ছি! তুমি পর্য্যঙ্কে উঠে বস।

সৈরি। (জোড়করে) সেনাপতি! আমি আপনার চরণে ধরি, আমায় ক্ষমা ক'রুণ! আমায় আর ও কথা ব'ল্বেন না। আমায় স্বুরা দিন্, আমি শীঘ্র ল'য়ে গিয়ে আপনার ভগিনীর পিপাসা নিবারণ ক'রি।

কীচক। প্রিয়ে! তোমার বিরহে আমি প্রাণে মরি, আমার

রক্ষা কর আমি আর বাঁচিনা, আমার প্রতি প্রসন্না হ'ও! আর আমায় যাতনা দিওনা।—এস এই পর্য্যঙ্কে উঠে বস। (অঞ্চল ধারণ)

সৈরি। কি দুরাচার! তুই কি আমায় নিতান্ত নিরাশ্রিতা দেখে নিতান্তই আমার সতীত্ব হরণ ক'র্‌বি ম'নে ক'রেছিস্? দেখ্ পিশাচ্! যদি আমি পতিব্রতা হ'ই—তবে অবশ্যই এ'র ফল ভোগ্ ক'র্‌বি!

[দ্রুতবেগে রাজসভায় গমন।

(পটক্ষেপণ)

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

---

রাজ সভা।

রাজা কঙ্ক, বল্লব ও পারিসদবর্গ পরিবেষ্টিত।

[দ্রুতবেগে সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ, ও কীচক দ্রুতবেগে আসিয়া পদাঘাত।]

সৈরি। (সরোদনে) মহারাজ! যা'রা সত্য পরায়ণ, যাঁ'দের শরীরে সতত ধর্ম্ম বিরাজিত আছেন, যাঁ'রা ক্ষমাবলম্বী, যাঁ'রা ধর্ম্ম-পালন জন্যে মহাকষ্ট ভোগ করেন, যাঁ'দের ভুজবলে সসাগরা পৃথিবী ক'ম্পিতা, সেই বীরপুরুষ গন্ধর্ব্বের পত্নী সৈরিন্ধ্রীকে আজ্ কিনা দুর্বৃত্ত কীচক পদাঘাত করে! মহারাজ! দুর্ম্মতি কীচক এই অভাগিনীর সতীত্ব নষ্ট ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছিল, তা'তে এই দুঃখিনী স্বীকার হয় নাই ব'লে, এই সভামধ্যে পদাঘাত ক'ল্লে! কিন্তু আপনি তা' স্বচক্ষে দেখেও তো কিছু ব'ল্লেন না? রাজা যদি যথার্থ বিচার না করেন, তবে তাঁ'র প্রজারা আর কোথায় যায়? মহারাজ! আপনার রাজ্যে কি ধর্ম্ম নাই? অসত্যতা ও অধর্ম্ম কি এ রাজ্যের অলঙ্কার? আপনি যদি এর বিচার না করেন তবে আর এ অভাগিনী ও দুঃখিনী সৈরিন্ধ্রী দাঁড়ায় কোথায়? আপনি যদি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন না করেন, তবে আর আপনার প্রজাপুঞ্জের উপায় কি আছে? পিতা হ'য়ে যদি সন্তানকে অধর্ম্মাচরণে আশ্রয় দেন, তবে আর সে সন্তানের ধর্ম্ম আশা কোথায়? মহারাজ! ক্রোড়শায়ী শিশুকে মা হ'য়ে, যদি

বিষপান্ করান্, তবে কি কখন সে সন্তানের জীবন আশা থাকে? আপনি যদি পাপাত্মা কীচক্‌কে উচিত শাস্তি না দেন, তবে তো আর আপনার রাজ্যে কখন সতীত্ব থাক্‌বেনা?

রাজা। সৈরিন্ধ্রি! আমিতো তোমাদের পুর্ব্বেকার কলহের কিছুই প্রত্যক্ষ করি নাই, তবে আমি না জেনে শুনে কিরূপে এ'র বিচার ক'রবো ও কীচকের দণ্ডবিধান ক'রবো?

কঙ্ক। সৈরিন্ধ্রি! তুমি কেন এ'ত রোদন ক'চ্ছ? সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হ'চ্ছে! চিরদিন কখন সমান যায় না। তোমার স্বামী সূর্য্য তুল্য প্রতাপশালী গন্ধর্ব্বগণের বোধ হয় এখনও ক্রোধের সময় উপস্থিত হয় নাই। নতুবা তোমার এত দুঃখ এত কষ্ট তাঁহারা কখনই দেখ্‌তে পার্ত্তেন না।—পতির জন্য সতীগণের দুঃখ ভোগ করাও পরম ধর্ম্ম; সময় পেলে অবশ্যই তোমার পতিগণ তোমারি হ'বেন। তোমার কি কাল জ্ঞান নাই? তুমি কেন দ্বিচারিণীর মত সভাস্থলে থেকে সভাসদ্‌গণের কার্য্যের ব্যাঘাত ক'চ্ছ? তুমি এক্ষণেই অন্তঃপুরে যাও।

সৈরি। আমার স্বামীগণ প্রতাপশালী, ধার্ম্মিক, ও দয়ার্দ্র চিত্ত বটেন, কিন্তু আমার আর তাতে কি হ'ল? নইলে পত্নীর এরূপ অবস্থা দেখে কোন্ পুরুষ নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে? হায়! আমার এই বড় দুঃখ যে তাঁ'রা জীবিত থাক্‌তেই আমার এই দশা হ'ল। (সরোদনে স্বগত) হা বিধাত! যে সুদেষ্ণা আমায় ভ্রষ্টা কর্‌বার জন্য এত যত্নবতী হ'য়েছেন, আবার সেই সুদেষ্ণার দাস্য বৃত্তি ক'র্ত্তে হবে? হায় রে! আমা'র আর এ জীবনে ফল কি? এচেয়ে যদি মরণটা হয়, তা হ'লেও যে বাঁচি।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

রাণীর শয়নাগার।

রাণী শয়ানা, সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

রাণী। সৈরিন্ধ্রি! আমি নিতান্ত পিপাসায় কাতরা—আর তোমায় এত ক'রে ব'লে দিলেম, তোমার যাবার ইচ্ছা ছিল না ব'লে কি এত দেরি ক'রে আস্‌তে হয়? বাছা! তোমার কি কোন বোধ নাই? ছি! ছি! ছি! দেখ্‌দেখি, এত খানি রাত্‌ হ'লো, আর আমি সেই অবধি তোমার হা পিত্তেশ ক'রে র'য়েছি। (উপবেশন পূর্ব্বক) কৈ নিয়ে এসেছ? একি! কেন বাছা তোমার মুখচন্দ্র এখন এত মলিন দেখ্‌ছি? তুমি এত কাঁদছ কেন?

সৈরি। (সরোদনে) দেবি! আমার দুঃখের কথা আর আপনি কি শুন্‌বেন্?

রাণী। কেন বাছা, তোমার কি হ'য়েছে?

সৈরি। (সরোদনে) দেবি! আমি আপনাকে কত কাকুতি মিনতি ক'রে ব'ল্লাম, যে আপনার ভায়ের কাছে আমায় পাঠাবেন না, কিন্তু আপনি তা শুন্‌লেন না, কি করি কাজে কাজেই আমায় যেতে হ'লো। আমি আপনার দাসী—আপনার খেয়ে মানুষ, আমার তো আর জোর নাই? যখন যা ব'ল্‌বেন তখনি তাই ক'র্ত্তে হবে—তাতেও কিছু দুঃখ নাই—কিন্তু আপনার দুর্দ্দান্ত ভাই আমায় একাকিনী পেয়ে যে আমার কত দুর্গতি ক'ল্লে, তা আর বল্‌বার নয়? আর ব'ল্‌তেও ভয় করে—কারণ মেয়ে মানুষের তো আর কলঙ্ক হ'তে বেশীক্ষণ নয়? মিছে ক'রে একটা রটিয়ে দিলেই

হ'লো। আর যদি এক্‌গুণ হয়, পোড়া লোকে তারে দশগুণ ক'রে বাড়ায়। তা যাই হ'ক্‌, তারপর আপনার নিলর্জ্জ ভাই আমার হাত ধল্লে; আমি কি করি, প্রাণভয়ে—কলঙ্ক ভয়ে—ধর্ম্মভয়ে—দৌড়ে রাজসভায় গেলাম, আর মনে ক'ল্লাম রাজা অবশ্যই এর বিচার ক'রবেন। ওমা! বিচার করা দূরে থাক্‌! পাপাত্মা সভার মাঝে সকলের সাক্ষাতে আমার পদাঘাত ক'ল্লে—রাজা তা সচক্ষে দেখেও না রাম না গঙ্গা কিছুই ব'ল্লেন না? তারপর তাঁ'রে সমস্ত কথা বলায় তিনি ব'ল্লেন,—"সৈরিন্ধ্রি! আমি তো তোমাদের পূর্ব্বেকার ঝগ্‌ড়ার কিছুই দেখিনাই, তবে আর আমি এর কি বিচার ক'র্‌বো?" তা তিনি বিচার ক'রুণ বা নাই ক'রুণ—অন্তর্যামী ভগবান্‌ তো এর বিচার ক'রবেন? তাঁর কাছে তো আর ছোট বড় নাই? এখনও তো রাত দিন্‌ হ'চ্ছে! যদি আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, তবে ধর্ম্মই এর বিচার ক'রবেন।

রাণী। বাছা! ক্ষান্তহও! ও সকল দুঃখ মনে ক'রে আর কেঁদোনা? যা হবার তা হ'য়েছে—সকলি কপালে করে! আহা! কেঁদে কেঁদে চক্ষু এক্‌বারে ফুলে উঠেছে, তা যাও এখন মুখ হাত ধোওগে।

সৈরি। (সরোদনে স্বগত) হায়! কেবল কলঙ্কের বোঝা আর দুঃখের ভার বইতেই কি রাজকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম? ধিক্‌—হা পোড়াকপাল! বীর্য্যবন্ত পতির সাক্ষাতে দুর্দ্দান্ত কীচক আমার সভাস্থলে পদাঘাত ক'ল্লে—আর তাঁরা চেয়ে চেয়ে তা দেখ্‌লেন? হায়! তাঁদেরি বা কি দোষ দোব? ব্যাঘ্র যেমন অভেদ্য জালে পতিত হলে শক্তি থাকৃতেও নিঃশক্তি হয়? তাঁরাও যে তেমনি অভেদ্য সত্য পাশে বদ্ধ হ'য়ে, বীর্য্য থাকৃতেও হীন বীর্য্য হ'য়েছেন? হায়! আমার দুঃখের কাহিনী কারেই বা ব'লি, আর কেবা শোনে? পরমগুরু পতির ও রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করবার অধিকার নাই? কিন্তু হায়! দুর্ম্মতি দুঃশাসন এই অভা-

গিনীকে সেই রজস্বলা অবস্থায় কেশাকর্ষণ ক'রে সভায় এনে ছিল। ধিক্ আমার জীবনে—ধিক্ আমার নামে,—আমি কেবল দুর্ভাগা রমণীগণের উদাহরণ স্থল' হ'লাম? হায়, আমি এখন কি করি, কোথায় যাই? পোড়াকপালে কীচক জীবিত থাক্‌তেও তো আমার নিস্তার নাই! হৃদয়েশ্বর বীর বৃকোদর সহজেই কুপিত হন, তা তাঁরে একবার গিয়ে বলি দেখি, তিনি যদি কিছু এর উপায় করেন।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রন্ধনশালা।

ভীম নিদ্রিত।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। (পদধারণ পূর্ব্বক) হা নাথ! একি! এখনও শুয়ে? হায়! যাঁরে আমি ব্যথার ব্যথি মনে ক'রে আমার দুঃখের কথা ব'লতে এলাম, তিনি যখন এখনো সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন—তবে আর এদুঃখ কারে বলি? হা নিদ্রা! তুমিতো শোকান্বিত, চিন্তিত ও অসুখিকে সহজে স্পর্শ ক'র্ত্তে পারনা—তবে কি আজ কালরূপী হ'য়ে নাথের অঙ্গে প্রবেশ ক'রেছ? হা নাথ! এখনও কোন্‌সুখে এত নিদ্রায় অভিভূত? উঠ? উঠ?

ভীম। (সবিস্ময়ে) আঁা! একি! প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত এই ঘোর অন্ধকার ও এত রাত্রে আমার কাছে এসেছ? তুমি কি কোন বিপদাপন্না হ'য়েছ? তোমার কি হয়েছে আমায় বল— আমি এখনি তা'র প্রতিকার ক'চ্ছি! প্রিয়তমে! ভার্য্যার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুখ দুঃখের কথা ক'ইতেও ঈশ্বর আমাদের বঞ্চিৎ ক'রেছেন, অতএব মনোদুঃখ প্রকাশ ক'রে সত্বরে এখান হ'তে প্রস্থান কর, কেউ জাস্তে পা'লে বড় বিপদ; তুমিতো জান, আমাদের অজ্ঞাত বাস প্রকাশ হ'লে প্রতিজ্ঞানুসারে পুনঃরায় দ্বাদশবৎসর বনবাসি হ'তে হবে?

দ্রৌপদী। (সরোদন) প্রাণবল্লভ! আমার দুঃখের কথাকি তুমি কিছুই জাননা? ভার্য্যার দুঃখ যদি ভর্ত্তা অনুভব ক'র্ত্তে না পারেন, তবে আর বিরাট রাজা কিম্বা সুদেষ্ণা রাণী কেমন ক'রে

অনুভব ক'রবে? নাথ! পত্নীর দুঃখে যদি পতির মন্ না কাঁদে, তবে আর এজগতে কা'রজন্যে কা'র মন কাঁদ্‌বে?" আর শাস্ত্রেযে বলে সতী পতির অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী, তা হ'লে এ কথাটিও তো মিথ্যা হয়? প্রাণেশ্বর! দুর্ম্মতি জয়দ্রথ যে বনবাসের সময়ে আমায় কত যন্ত্রণা দিলে, তাকি আমার দুঃখ নয়? পাপাত্মা কীচক যে সেদিন আমার সতীত্ব হরণ কর্‌বার মানসে আমায় কত কটু কথা ব'ল্লে—পরপুরুষ হ'য়ে আমার হস্ত ধারণ ক'ল্লে—ও সভার মাঝে তোমাদের সাক্ষাতে আমায় পদাঘাত ক'ল্লে—তাকি আমার দুঃখের বিষয় নয়?—ও তাঁতে কি তোমাদের অপমান বোধ হয় না? হায়! আমি কি কেবল কীচকের লাথি খা'বার জন্যে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে ছিলাম? আমি কি এইরূপ পথে পথে কেঁদে কেঁদে বে'ড়াব ব'লে, আমার পিতা মাতা তোমাদের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন? না তোমাদের জীবদ্দশায় দাস্যবৃত্তি ক'রবো ব'লে, তোমাদের জন্যে এতকাল শিবপূজা ক'রেছিলেম? তাও হ'ক্! কপালক্রমে দাসী হ'য়ে না হয় সুদেষ্ণার দাস্যবৃত্তি ক'চ্ছি! কিন্তু প্রাণনাথ! এখনও অনাথিনীতো হ'ই নাই, যে অন্য পুরুষে আমায় কামনা করে? প্রাণেশ্বর! আমি অপমানিতা ও কলঙ্কিতা হ'লে কি তোমাদের পৌরুষ হবে? আমিতো পদে পদেই দুঃখ ভোগ ক'চ্ছি! যে দিকে চাই দুঃখ বই আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনা। হায়! যে যুধিষ্ঠিরের শত শত রাজা করদ্বিত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল—যে মহাত্মার শত শত দাসী অতিথি সৎকারে নিযুক্ত ছিল—যিনি অন্ধ, অনাথ ও আতুরের একমাত্র সম্বল—দয়া, ক্ষমা, সত্য ও বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণ যাঁ'র শরীরে নিয়ত বিরাজিত ও যিনি ধার্ম্মিক ব'লে জন-সমাজে পরিচিত? সেই ধর্ম্মাত্মা যে আ'জ্ কঙ্কনাম ধারণ ক'রে বিরাটের অন্নে প্রতিপালিত হ'চ্ছেন! এওকি দ্রৌপদীর প্রাণেসয়? নাথ! তুমি বল্লব নাম ধারণ ক'রে বিরাটের সূপকার ব'লে পরিচিত হ'য়েছ, তুমি যখন তাঁ'র উপাসনার জন্যে সভায় যাও; আর

যখন রাজা তোমাকে হস্তীগণ সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োজিত করেন, তখন আর আর রমণীগণ তোমায় দেখে হাস্য করে, কিন্তু প্রাণনাথ! যা'র দুঃখ সেই জানে, আমার দুঃখে যে বুক্ ফেটে যায়? হায়! যিনি একরথে দেব ও মনুষ্যগণকে পরাজয় ক'রেছিলেন—যিনি স্বীয় বীর্য্যবলে খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে সন্তোষ ক'রেছিলেন।—যাঁ'র প্রতাপে শত্রুগণ সর্ব্বদা সশঙ্ক থা'কতো—যিনি সমস্ত দৈবাস্ত্র ও সমুদায় বিদ্যার আধার—হায়! সেই অর্জ্জুন কিনা আ'জ ক্লীব বেশ ধারণ ক'রে বৃহন্নলা নামে খ্যাত হ'য়ে কুমারী উত্তরাকে নৃত্য গীতাদি শিক্ষা দিচ্ছেন? প্রাণনাথ! এতপেক্ষা দ্রৌপদীর আর কি মনের কষ্ট বা কিদুঃখ আছে? পুত্রবৎসলা পূজনীয়া আর্য্যা কুন্তী যে সহদেবকে এপর্য্যন্ত নিজহস্তে ভোজন ক'রাতেন, যাঁরে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসতেন, সেই সহদেব যে আ'জ্ গোপ বেশে নিতান্ত দুঃখীর মত কালযাপন ক'চ্ছেন?—এই ভে'বেই আমি বিবর্ণা হ'য়েছি। নাথ! সহদেবের দুঃখ মনে হ'লে আর আমার জীবন ধারণ ক'র্ত্তে ইচ্ছা হয় না। হায়! যাঁ'তে রূপ, মেধা ও অস্ত্র বিদ্যা তুল্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে?—সেই নকুল কিনা একমুঠ অন্নের জন্যে আ'জ বিরাট রাজার অশ্বগণকে বেগ শিক্ষা দিচ্ছেন? প্রাণেশ্বর! আমার মত অভাগিনী রমণী আর কে জন্মগ্রহণ ক'রেছে? আমার মত কোন্ রমণী স্বামি সমক্ষে পরপুরুষের দ্বারা এত লাঞ্ছিতা হ'য়েছে? আমার মত কোন্ রমণী পরমগুরু পতির এমন শোচনীয় অবস্থা দেখে জীবন ধারণ ক'রে? তোমরা পুনঃরায় রাজা হ'য়ে রাজ্যভোগ ক'রবে সত্য! কিন্তু নাথ! তোমাদের ভার্য্যার এই সকল কলঙ্ক ও অপবাদ জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। প্রাণেশ্বর! পথের পথিক আমার দুঃখে দুঃখী হয়, কিন্তু তুমি পতি হ'য়ে যদি আমার এসকল দুঃখ দেখ্‌তে না পাও—হায়! তবে আর আমি কা'র্ কাছে দাঁড়াব?

ভীম। (সবিষাদে) উঃ! প্রিয়ে! তোমার দুঃখে আমি নিতান্ত

অভিভূত হ'য়েছি। প্রাণেশ্বরি! ভার্য্যার এরূপ অবস্থা দেখে কোন কাপুরুষ নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে? কিন্তু কি ক'রবো, কেবল অভ্যুদয়ের কাল প্রতীক্ষা ক'রে কিছুই ক'র্ত্তে পা'চ্ছিনা। নতুবা পাপাত্মা কীচক তোমার সতীত্ব হরণ ক'র্ত্তে এসে সেকি এখনও জীবিত থাকে? সেকি জানেনা জ্বলন্ত অনলে হস্ত নিক্ষেপ ক'লে তা'র কি দশা হয়? হায়! আমার বাহুবলে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্! দুরাচার যখন সভাস্থলে তোমায় পদাঘাত ক'রেছিল— আমি তখনি তা'রে সমন সদন পাঠাতাম! কিন্তু কেবল আর্য্যের কটাক্ষে নিরস্ত হ'য়েছি। প্রাণেশ্বরি! এসময়ে ক্রোধ সম্বরণ ক'রে, ধর্ম্মের সেই সুন্দর মুর্ত্তিখানি ধ্যানকর। পতির জন্যে সতীগণের দুঃখ ভোগ করাও পুণ্য সঞ্চয়ের একটি প্রধান উপায়। সাধ্বী রমণীগণ পতির মুখাপেক্ষায় দুর্ব্বিসহ ক্লেশ সহ্য ক'রে, পরিণামে পতিলোক প্রাপ্ত হন। হায় প্রিয়ে! তুমি বা কি কষ্টভোগ ক'রেছ—পতিপ্রাণা প্রমদারা পতির জন্যে যে কত দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছেন, তা আর বলা যায় না। আহা, দেখ দেখি! লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবী পতিসঙ্গিনী হ'য়ে, বনে বনে কত কষ্ট সহ্য ক'রেছেন। তারপর দেখ, তিনি লঙ্কেশ্বর রাবণের দ্বারা অপহৃতা হ'য়ে, কি কষ্ট না ভোগ ক'রেছেন? চেড়ীগণের বেত্রাঘাতে তাঁ'র শরীর জর্ জর্ হ'য়েছে ও অশোক কাননে শোক হুতাশনে তিনি নিয়তই দগ্ধা হ'য়েছেন; আবার তিনিই দেখ, সময়েতে রাজ্যেশ্বরী হ'য়ে পরম সুখে কালযাপন ক'রেছেন। অতএব প্রিয়ে! সুখান্তে দুঃখের উদয় ও দুঃখান্তে সুখের উদয়। তুমি অশেষ গুণবতী হ'য়েও কেন সামান্যা রমণীর মত এত বিলাপ ক'চ্ছ? দুঃখ রবিও প্রায় অস্তোন্মুখ হ'য়েছেন, আর অর্দ্ধমাস মাত্র অপেক্ষা কর, ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হ'লেই তুমি রাজমহিষী হ'বে।

দ্রৌপদী। (সরোদনে) প্রাণেশ্বর! পতিসঙ্গিনী হ'য়ে বন-

বাসিনী হওয়াও সতীগণের পক্ষে রাজ্যভোগ ও স্বর্গভোগ বটে—কিন্তু আমার এই বড় দুঃখ হয়, যে, পাপাত্মা কীচক যখন আমায় বারম্বার তা'রে ভজনা ক'র্ত্তে ব'লে, তখন প্রথমে আমি তা'রে কত মিনতি ক'রে ব'ল্লাম, তা'তে সে গ্রাহ্যও ক'ল্লেনা,—তা'রপর তা'রে কত ভয় দেখায়ে ব'ল্লাম, তা'তে সে উত্তর ক'ল্লে "হে প্রিয়তমে! হে চারুহাসিনি! আমি গন্ধর্ব্বকে ভয় করিনা, শত শত গন্ধর্ব্বকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনাশ ক'র্ত্তে পারি।" প্রাণেশ্বর! তোমাদের মত বীরপুরুষদের পত্নী হ'য়ে, আমার সে কথাকি কখন সহ্য হয়? তোমরা যদিও ধর্ম্ম পালন জন্যে এত কষ্টভোগ ক'চ্ছ! কিন্তু প্রাণনাথ! তোমাদের এই হতভাগিনী ভার্য্যার যদি প্রাণ বিনষ্ট হয়, তা'তেকি তোমাদের অধর্ম্মানুষ্ঠান করা হ'বেনা? পত্নীর দুঃখ মোচন করাকি পতির ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছে শুনেছি, যে, শত্রু দমন ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের নিত্য ধর্ম্ম আর কিছুই নাই; কিন্তু নাথ! অজ্ঞাত বাস অনুরোধে যদি তুমি পরম শত্রু কীচককে উচিত শাস্তি না দাও, তবে তোমাদের সম্যকরূপে ধর্ম্মপালন ক'রাই কই হ'লো? অতএব হে প্রাণেশ্বর! হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমার চরণে ধরি, (চরণে পতিতা) তুমি যেমন সেই ভয়ানক জটাসুর হস্তে আমায় পরিত্রাণ ক'রেছিলে, সেইরূপ আজ পরম শত্রু দুর্ব্বৃত্ত কীচক বিনাশ ক'রে আমায় রক্ষা কর; আর যদি তা না কর, তবে আর তোমার এই অভাগিনী ভার্য্যা কখনই জীবন ধারণ ক'রবেনা।

ভীম। (সবিষাদে) প্রিয়ে! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আর রোদন ক'রোনা? তোমার ক্রন্দনে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হ'চ্ছে! ওঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি সেই পাপাত্মাকে প্রভাতেই সবংশে বিনাশ ক'রবো, তজ্জন্যে তুমি কিছুমাত্র চিন্তা ক'রোনা? কিন্তু প্রিয়ে! আমরা যেমন প্রচ্ছন্ন বেশে কালাতিপাত ক'চ্ছি! তেমনি পাপাত্মাকে কৌশলে বিনাশ কর্ত্তে হবে, অতএব দুরাত্মা যখন

কামান্ধ হ'য়ে পুনরায় তোমায় সম্ভাষণ ক'র্‌বে?—তখন তুমি তার প্রতি প্রেমানুরাগ প্রদর্শন ক'রে ব'ল্‌বে, যে, "সেনাপতি! আমি নিতান্তই আপনার প্রেমাভিলাষিণী হ'য়েছি, রাজার নাট্যশালা অতি গোপন ও রমণীয় স্থান, ঘোর অন্ধকার সময়ে তথায় গমন ক'রো, তা হ'লে সেই স্থানেই আমাদের উভয়ের মনোরথ পূর্ণ হবে।" কিন্তু প্রাণেশ্বরি! মনকে যেমন অনায়াসেই কুপথে লওয়ান যায়, সাধ্বী রমণীগণকে সেইরূপ অনায়াসেই কলঙ্কিত ক'র্ত্তে পারা যায়। অতএব সাবধান, দেখো যেন পাপাত্মার সঙ্গে কথোপকথন কালে কেউ জা'ন্তে না পারে।

দ্রৌপদী। প্রাণবল্লভ! তজ্জন্যে তোমার চিন্তা কি? লোকের কাছে যখন দাসী ব'লে পরিচিতা হ'য়েছি, তখন আর দুরাত্মার সঙ্গে কথা ক'ইলে কে আর আমার সতীত্ব পক্ষে দৃষ্টিপাত ক'র্‌বে—আর কে বা আমায় কলঙ্কিত কর্‌বে? যাইহ'ক্, তোমার কথা মত আমি নির্জ্জনেই তা'র সঙ্গে সমস্ত কথা বার্ত্তা স্থির ক'রবো। কিন্তু নাথ! (চরণ ধারণ পূর্ব্বক) আমার মাথা খাও, দাসীর এই মিনতিটি রেখো, দেখো যেন সত্য ভঙ্গ না হয়, দেখো যেন চিরকালই বনে বনে বেড়াতে না হয়; গুপ্ত ভাবে যাতে তার প্রাণ বধ হয়—তাই ক'রো।

ভীম। প্রিয়ে! আমি তোমার মন মত কার্য্যই ক'র্‌বো, তজ্জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। কাল্ সন্ধ্যা হ'লেই নাট্যশালায় গিয়ে সেই পাপাত্মার প্রাণ বধ ক'রবো। এখন তুমি অন্তঃপুরে গমন কর।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

ভীম। (সক্রোধে স্বগত) উঃ! প্রাণাধিকা দ্রৌপদীর দুঃখ তো আর প্রাণে সহ্য হয় না? কি! ভীম বর্ত্তমান থাকতে কিনা দুর্ব্বৃত্ত কীচক তার সতীত্ব নষ্ট কর্ত্তে উদ্যত হয়? ওঃ! ভার্য্যার

এরূপ অবস্থা কি ভর্ত্তার কখন সহ্য হয়? প্রস্তরে কলসী নিক্ষেপ ক'ল্লে যেমন চূর্ণ হয়—হস্তী যেরূপ বিল্বফল চূর্ণ করে, আমিও কা'ল সেই পাপাত্মাকে নাট্যশালায় সেইরূপ চূর্ণ কর্‌বো।

ভীমের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ।

দ্রৌপদী উপস্থিত।

কীচকের প্রবেশ।

কীচক। দেখ সৈরিন্ধ্রি! আমি যে তোমায় সেদিন সভামধ্যে পদাঘাত ক'ল্লাম—যারপর নাই তোমায় কষ্ট দিলাম—তাতে কি রাজা আমার কিছু কর্ত্তে পারলেন? দেখ! আমিই এ রাজ্যের রাজা, বিরাট রাজা কেবল নাম মাত্র বৈত নয়?—আমি যা' ক'রি তা'ই হয়, আমার শাসনেই সমস্ত রাজ্য চ'ল্‌ছে। আমি রাজার সেনাপতি, কতশত সৈন্য আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, আমার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। অতএব প্রিয়তমে! আর কেন কষ্ট দিচ্ছ?—দুঃখ দিলেই দুঃখ পে'তে হয়, তাকি তুমি জান না? তুমি আমার প্রণয়িনী হ'য়ে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ কর। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অবোধ ব'লেই কি নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত এখনও এত কষ্ট সহ্য ক'চ্ছ?

সৈরি। (ব্যঙ্গভাবে) দেখুন সেনাপতি! আপনি যথার্থ এরাজ্যের রাজাই বটেন, আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, তাও আমি বেশ জানি,—আপনার প্রেয়সী হ'য়ে, সুখে কালযাপন করাও আমার ভাগ্য বটে; কিন্তু বোবার যেমন গান করা নিতান্ত অসম্ভব, তেমনি দাসীর কপালে রাজরাণী হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব মনে ক'রে ক্ষান্ত ছিলাম; নইলে সাধ্‌ ক'রে কে আর দুঃখ ভোগ করে?—

আর তাই যদি না হ'বে, তবে পঞ্চ গন্ধর্ব্বপতি বর্ত্তমান থাকৃতে কেন আমি পথের কাঙ্গালিনী হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ক'চ্ছি?—য' হ'ক, আপনি যখন একান্তই আমার প্রেমাভিলাষী হ'য়েছেন, তখন আমিও নিতান্তই আপনার প্রেমে বিমুগ্ধা হ'য়েছি, এখন যাতে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তার উপায় করুন। আমি ব'লি রাজার নাট্যশালা অতি গোপন ও রমণীয় স্থান, সন্ধ্যার সময়, অথবা বেশ গা ঢাকা হ'লে, তথায় গমন ক'রবেন, তা হ'লে সেই স্থানেই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হবে; কিন্তু সেনাপতি! খুব্ সাবধানে গমন ক'রবেন? দেখ্‌বেন, যেন আমার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব পতি জান্তে না পারেন, তাঁরা জান্তে পা'লে আর আমার পরিত্রাণ নাই।

কীচক। (সহাস্যে) প্রিয়তমে! ভানু কি কখন কমলিনীর অনিষ্ট কামনা করে? তোমার যাতে বিপদ হবে, তা' কি তোমার এই প্রণয়াবদ্ধ চিরদাস কীচক কখন ক'র্ত্তে পারে?—তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি এমন গুপ্ত ভাবে নাট্যশালায় গমন ক'রবো, যে কেউই তা জান্তে পা'রবে না।

[ সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

কীচক। (সাহ্লাদে স্বগত) চেষ্টার অসাধ্য কি কোন কর্ম্ম আছে? চেষ্টা ক'লে জগতে কি না হয়?—কিন্তু কালের এম্‌নি গতি, সহজে কারেও পাওয়া যায় না। যখন সৈরিন্ধ্রী দেখ্‌লে যে, কীচক ভিন্ন আর এ রাজ্যের গতি নাই, তখন কীচক ভজনা ক'র্ত্তে সম্মত হ'লো। যা' হ'ক, স্ত্রীজাতি কি মায়াবিনী, ক্রোধান্ধ হ'য়ে সভাস্থলে পদাঘাত ক'রে অবধি আর মনোমধ্যে সুখ নাই। আহা! সেই কথা এখনও মনে হ'রে আমার বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হ'চ্ছে!—কিন্তু প্রিয়েও আমাকে অনেক মন্দ কথা ব'লেছেন—তত্রাচ পারিজাত পুষ্পকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্যা ক'লে যেমন তার সৌন্দর্য্যের ও সৌগন্ধের হ্রাস হয় না,—তেম্‌নি আমার চিত্ত সরোজিনীও

প্রিয়ার কটু সম্ভাষণে কখন ম্লানা হয় না। শুনেছি উভয়ের মন উভয় পক্ষে তুল্য রূপে প্রতষ্ঠিত না হ'লে বিশুদ্ধ প্রণয় জন্মে না—কিন্তু সৈরিন্ধ্রী আমার প্রতি যেরূপ নৃশংসাচরণ ক'রেছে, তা'তে তা'র প্রতি আমার এরূপ প্রেমানুরাগ কখনই সম্ভব নয়; তবে আমার মন যখন নিরন্তর তার উপাসনা ক'চ্চে, তখন প্রিয়ার চিত্তও আমাতে সেইরূপ আকৃষ্ট আছে সন্দেহ নাই; তবে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা ব'লে, বোধ হয় মনের ভাব এতদিন ব্যক্ত ক'র্ত্তে পারে নাই। যা হ'ক্, পুনরায় সাক্ষাৎ হ'লে প্রেমালাপনে প্রিয়ার তুষ্টি সম্পাদন ক'রবো। কিন্তু হায়! আমি কতক্ষণে সেই নিরুপমা রূপবতী কামিনীর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ ক'র্বো? আমি কতক্ষণে সেই মৃগনয়নার বদন শশীর আলোকে আমার বিরহ তিমিরকে দূরীভূত ক'র্বো ও প্রেমালাপ পীযূষ পানে আমার বিরহানলকে নির্ব্বাণ ক'রবো? আমার যে আর বিলম্ব সয়না?—ওঃ! সময়েতেই সব করে—সময়গুণে দিনও আজ্ কা'ল্ এমনি বড় হয়েছে—যে যেতে চায় না। সন্ধ্যা হ'লে যে বাঁচি—প্রিয়ার চন্দ্রানন নিরী-ক্ষণ ক'রে প্রাণ যুড়াই। (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে) তাইতো! সময়টাই বা কি রূপে কাটান যায়? মনটাও যেরূপ প্রফুল্ল হয়েছে, তাতে আর কোন কাজই এখন ভাল লাগ্‌বেনা। চিত্ত প্রফুল্ল হ'লে সঙ্গীত অনেকটা ভাল লাগে, তবে ততক্ষণ একটা গীতই গাওয়া যাক্।

গীত।

রাগিণী ভায়রো—তাল তেতালা।

আমার প্রেম সাগর এত দিনে উথলিল।<br>
মধুর ভাবে মিলন আশে, আশাপবন বাহিল॥<br>
তরুণী তরণি পর,<br>
আরোহিয়ে সমাদরে,<br>
যাব এ সাগর পারে, বিধি হলে অনুকুল॥

অনঙ্গ তরঙ্গ ভয়,
মন রঙ্গে করি জয়,
পার হব সুনিশ্চয়, এ গভীর জল—
রস হাল সুকৌশলে,
ধরিয়া অগাধ জলে,
সুখের পাল দিব তুলে, এই আশা প্রবল॥

কীচক। (সহাস্যে স্বগত) দিনমণিতো অস্তাচলে গমন ক'চ্চেন! বিহঙ্গমগণও নিজ নিজ কুলায় গমন ক'চ্চে!—আর বেলা নাই, সন্ধ্যাও হ'লো। কথায় বলে কাল্‌রাত্রি—কিন্তু আমার যে আজ্‌ কি শুভ রাত্রি, তা আমিই জানি! আহা! আ'জ্‌ আমি সৈরিন্ধ্রী-প্রণয় পীযূষ পান ক'রে জীবনের চরিতার্থতা লাভ ক'র্‌বো। হে রজনি! আজ্‌ তোমার শুভাগমনে যে কি পর্য্যন্ত উল্লাসিত হলেম, তা আর বল্‌বার নয়। নিশাচরগণ যেমন তোমার আগমন না হ'লে জঠরানল তৃপ্তি কর্ত্তে পারে না—আমিও তেম্‌নি সৈরিন্ধ্রী-প্রণয় পিপাসার শান্তি লাভে অসক্ত ছিলাম। সে যা' হ'ক্‌ এখন সহকারিণী হ'য়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তবে যাই শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। প্রিয়ে বোধ হয় এতক্ষণ আমার আগমন প্রতীক্ষা ক'চ্চেন, এক্ষণে উত্তমরূপে সুসজ্জিত হ'য়ে ও সুগন্ধি পুষ্প সম্ভার ল'য়ে প্রিয়ার নিকট গমন করি। নারীর মন্‌ ভুলাতে একটু বেশ্‌ভূষার আবশ্যক করে, তায় শুনেছি তার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামী আছে, এস্থানে একটু বিশেষ বেশের আবশ্যক। (শ্মশ্রু উত্তোলন) কিন্তু আমার মত সুপুরুষের সঙ্গে একদিন প্রেমালাপ ক'লে গন্ধর্ব্বই হ'ন্‌—আর যিনিই হ'ন্‌, বোধ করি আর কেউই কখন স্থান পাবেন না।—স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।

কীচকের প্রস্থান।

পটক্ষেপন।

---

# পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নাট্যশালা।

ভীম। (সৈরিন্ধ্রী বেশে শয়ন পূর্ব্বক স্বগত) কৈ! পাপাত্মা যে এখনও আস্‌ছে না। তবে কি প্রিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয় নাই? তবে কি প্রেয়সী তারে তাঁর মনের কথা ব'ল্‌তে সুযোগ পান নাই? না, তাও বোধ হয় না। চুম্বক প্রস্তরে যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, রতিও তেমনি কামদেবকে আকর্ষণ করে। এতেই স্পষ্ট বোধ হ'চ্ছে,—পাপাত্মা সমস্ত দিন প্রিয়াকে না দেখে কখনই স্থির থাকতে পারে নাই। অবশ্যই সমস্ত কথা বার্ত্তা স্থির হ'য়েছে। যা হক্, আজ্ আমার কি আনন্দ! মাংস লোলুপ শার্দ্দূল যেমন মৃগ স্বীকার ক'রে সন্তুষ্ট হয়, আমিও আ'জ্ তেমনি সন্তুষ্ট হ'ব। কিন্তু আর কতক্ষণই বা অপেক্ষা করি? ঐ যে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে! তবে নিশ্চয়ই সেই পাপাত্মা আস্‌ছে। আহা! বিহঙ্গমগণ যেমন সামান্য খাদ্য লোভে ব্যাধ-জালে পতিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে,—আজ্ সেই পাপাত্মাও তেমনি সৈরিন্ধ্রী প্রণয় পীযূষ পান লোভে, এই অভেদ্য ভীমপাশে আবদ্ধ হ'য়ে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌বে!

কীচকের প্রবেশ।

কীচক। (ভীমের গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক আহ্লাদে) প্রিয়ে! তুমি এখানে কতক্ষণ শুভাগমন করেছ? আহা! আমার জন্যে কত কষ্টই

ভোগ ক'রেছ—আমি তা জা'ন্তে পাচ্ছি, কারণ আমার মন্‌টাও ছট্‌ফট্‌ ক'চ্ছিল। যা'হ'ক্, এখন প্রেমালাপে সকল দুঃখ দূর করি'এস। প্রিয়ে! ওকি, ঘোম্‌টা খোল, এখনও কি তোমার লজ্জা ভাঙ্গ্‌লোনা? কেন আমার সঙ্গেতো এই প্রথম কথা ক'চ্ছনা—তবে আর এত লজ্জা কি? হেসে দুট কথা বও। তোমার চন্দ্রবদন দেখে আমি নয়ন সার্থক করি।

ভীম। নাথ! তা' কদাচ পা'র্‌বো না। লজ্জাই অবলাগণের অলঙ্কার। কথায় বলে—অবলাজাতির বুক্ ফাটেতো মুখ ফোটেনা। আপনি তো জানেন, স্ত্রীলোকের লজ্জাই প্রেমালাপের একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক —

কীচক। প্রিয়ে! তা' আমি বিলক্ষণ জানি, নইলে তোমায় লাভ ক'র্ত্তে আমার এত বিলম্ব ও এত কষ্টই বা হ'বে কেন? যা'ক্, এখন আর ও সব কথা নিয়ে সময় অতিপাত করা ভাল হ'চ্ছে না। এখন লজ্জা ত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কও। তোমার হাস্যবদন দেখে আমার প্রাণ যুড়াক্।

ভীম। দেখুন! আমি এখানে অনেকক্ষণ এসেছি। আপনার প্রেমে নিতান্ত বিমুগ্ধা হ'য়েছি ব'লে, আর আপনাকে ভুল্‌তে পাচ্ছি না। আহা! আপনার সুরসিকতায় ও মধুর প্রেমালাপনে আমার হৃদয় একবারে গ'লে গেছে, কিন্তু আপনি যে আমায় সভাস্থলে পদাঘাত ক'রেছেন, তা'ই মনে হ'লে আর আমার জীবন ধারণ কর্ত্তে ইচ্ছা হ'য় না। মনে হয় বিষ পান ক'রে, কিম্বা উদ্বন্ধনে এখনি প্রাণ পরিত্যাগ করি।

কীচক। প্রিয়ে! তুমি আর ও কথা ম'নে ক'রে দুঃখ ক'রো না। তোমার দুঃখ দেখে মনে বড় ব্যথা পাই। সত্য ব'ল্‌ছি, তোমায় পদাঘাত ক'রে অবধি আমার আর অনুতাপের শেষ নাই! আমি তোমায় অন্তরের সহিত ভালবাসি। ক্রোধান্ধ হ'য়ে তোমায় এক্ লাথি মেরেছিলাম, তুমি না হয় তা'র প্রতিফল স্বরূপ আমায়

তিন লাথি মেরে আমার প্রতি প্রসন্না হও, ও আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

[ভীমের পদাঘাত।

কীচক। উঃ! প্রিয়ে, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আর যে বাঁচিনা? প্রাণ বুঝি বিয়োগ হ'লো। ওঃ! এতো লাথি নয়!—যেন ভীমের মুষলাঘাত। বুঝ্‌লাম স্ত্রীলোকের সহবাসই সুখ, কিন্তু পদাঘাতে প্রাণ বিয়োগও অসম্ভব নয়। যেমন ইক্ষুরস পানে রসনা তৃপ্তি-লাভ করে, কিন্তু ইক্ষু দণ্ডাঘাতে দেহ চূর্ণ হ'য়ে যায়, আমার প্রিয়ার অধর সুধা পান ও পদাঘাত ঠিক্ তেম্‌নি! কিন্তু ভাগ্যক্রমে সুধা পান ক'র্ত্তে না ক'র্ত্তেই পদাঘাতের যন্ত্রণায় যে প্রাণ অস্থির হ'লো।

ভীম। (নিজ মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক সক্রোধে)—রে পাপাত্মণ্!—রে মূঢ়! কামান্ধ হ'য়ে সেই মহাবীর্য্য গন্ধর্ব্ব গণের পত্নী সৈরিন্ধ্রীর সতীত্ব নষ্ট ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছিস্? পামর! শৃগাল হ'য়ে কেশরী কামিনীর আশা ক'রেছিস্? তুই জানিস্‌না, পিপীলিকার পাখা কেবল মৃত্যুরই কারণ? সিংহ যেরূপ গজরাজকে আক্রমণ করে—আজ্ আমিও তোরে তদ্রূপ আক্রমণ ক'রবো? দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে সংহার করেছিলেন—আজ্ আমিও তোরে তদ্রূপ সংহার ক'রবো?

কীচক। (স্বগত) এরেতো গন্ধর্ব্ব ব'লেই বোধ হ'চ্ছে! নইলে এত দর্প কখনই হ'তোনা। ইস!—বড় ঠকনটাই ঠ'কেছি? তবু ভাগ্যে কেউ দেখে নাই—তা হ'লে বড় অপ্রতিভ হতে হ'তো। যা হ'ক্, প্রভাত্ তো হ'ক্—হতভাগিনীর প্রাণ সংহার ক'রে তবে জল গ্রহণ করবো। (প্রকাশ্যে ও সদর্পে) কি পাপাত্মা! কীচক কি তোর্ দর্পে ভয় করে?—দেখ্ পামর! এই কীচকের বাহু বলে ত্রিগর্ত্ত রাজা কত বার সসৈন্যে পরাজিত হ'য়েছে। দেখ্ বর্ব্বর!

এই কীচক ভয়ে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত সম শত্রুগণ, বিরাট রাজ্যে এ পর্য্যন্ত কেউ কখন প্রবেশ ক'র্ত্তে পারে নাই। রে পাপাত্মা! বিদ্যুৎ যে রূপ বৃক্ষে পতিত মাত্রেই বৃক্ষ নাশ করে—আমিও তোরে আ'জ্ সেই রূপ বিনাশ ক'রবো। তোর মত শত শত গন্ধর্ব্বকে এক্ মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনাশ ক'র্ত্তে পারি। আ'জ তোর প্রাণ সংহার না ক'রে আমিও বিরাট সভায় মুখ্ দেখাবো না।

[উভয়ের মল্ল যুদ্ধ ও ভীমের পুনঃ তিরস্কার।

ভীম। (সক্রোধে)—রে দুর্ম্মতে! তুই যে এখনি ব'ল্‌ছিলি, আমার মত শত শত গন্ধর্ব্বকে এক্ মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনাশ ক'র্ত্তে পারিস?—এখন তোর সে বীর্য্য কোথায় রইল? আর পামর, এখন একজন গন্ধর্ব্বকে বিনাশ কর্।—

[পুনঃরায় উভয়ের ঘোরতর মল্ল যুদ্ধ, কীচক মূর্চ্ছাপন্ন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত।

[ দ্রৌপদীর প্রবেশ। ]

ভীম। (সহর্ষে) প্রিয়ে এসেছ? দেখ! এক্ষণে পাপাত্মা কীচকের কি দশা করেছি। হায়! তোমার কণ্টক বিনাশ ক'রে আ'জ আমি ধর্ম্মের নিকট অঋণী হ'লেম। এক্ষণে আর তোমার কোন ভয় নাই,—নির্ভয়ে বিরাট ভবনে বাস কর। আমি এখন আসি।

ভীমের প্রস্থান।

(নেপথ্যে—হাহাকার শব্দ।)

[ একজন রক্ষকের প্রবেশ।]

রক্ষক। (শশব্যস্তে) সৈরিন্ধ্রি! এখানে এত কিসের গোল মাল হ'চ্ছে?

সৈরি। (বিগত সন্তাপে) দেখ রক্ষক! তোমাদের কামার্ত্ত কীচকের আ'জ কি দশা হ'য়েছে। দুর্ম্মতি কামান্ধ হ'য়ে আমার সতীত্ব হরণ ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছিল ব'লে, আমার গন্ধর্ব্ব স্বামীগণ তা'র প্রাণবিনষ্ট ক'রেছেন।

রক্ষক। (কীচকের মৃত দেহ দর্শণ পূর্ব্বক সবিষাদে) আঁ্যা! সেকি? আমাদের সেনাপতি ম'শাইকে গন্ধর্ব্বে মেরে ফেলেছে? সৈরিন্ধ্রি! বল কি? হায়! এ অশুভ সংবাদ মহারাজারেই বা কি ক'রে জানাবো?—তিনি যে সেনাপতি ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। মহারাণী সুদেষ্ণাকেই বা কি ব'লবো? হয়তো তিনি ভেয়ের শোকে প্রাণ ত্যাগ ক'রবেন। হায়! হায়! এখন করি কি? এখন উপকীচক গণকে সংবাদ দেওয়া উচিত হ'চ্ছে!—ঐ যে তাঁরাও বুঝি গোলমাল শুনে এদিকে আস্ছেন।

[উপকীচকগণের প্রবেশ ]

রক্ষক। (সবিষাদে) ম'শাই! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—আমাদের সেনাপতি ম'শাইকে গন্ধর্ব্বে মেরে ফেলেছে, এই দেখুন তিনিপিণ্ডাকৃতি হয়ে প'ড়ে রয়েছেন। সৈরিন্ধ্রী ব'ল্লে, আমাদের সেনাপতি তার সতীত্ব নষ্ট ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছিলেন ব'লে, তার গন্ধর্ব্বস্বামিগণ সেনাপতিকে মেরে ফেলেছে।

উপকী। (কীচকের মৃতদেহ দর্শন পূর্ব্বক পরস্পর সরোদনে) ওঃ! কি সর্ব্বনাশ! হায়! হায়! আজ্ আমাদের কি হ'লো? মহাবল্ কীচক কিনা আ'জ্ গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিহত হ'লো? হায়! এত দিনে মৎস্য রাজ্য বীর শুন্য হলো? হায়! মহারাজও

এত দিনে হতবীর্য্য হ'লেন? দেখ ভাই! ঐ যে পাপীয়সী দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হতভাগিনীই এর মূল; দাস্য বৃত্তি ক'র্ত্তে এসে কিনা বীর্য্যবন্ত কীচকের প্রাণ নাশ করে? এস ভাই, এখন ঐ রাক্ষসীকে বন্ধন করে, ওরে কীচক সঙ্গিনী করি।

[রক্ষকের প্রস্থান।

[রাজার প্রবেশ।]

উপকী। (সরোদনে) মহারাজ! দুঃখের কথা ব'ল্‌তে আমাদের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হ'চ্ছে!—ওঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আপনার সেই শৌর্য্যশালী সেনাপতি গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিহত হ'য়েছেন, ও পিণ্ডাকৃতি হ'য়ে প'ড়ে আছেন। সৈরিন্ধ্রীই এর মূল, সে ব'ল্লে, "আমাদের সেনাপতি তা'র সতীত্ব নষ্ট ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছিলেন ব'লে, তা'র গন্ধর্ব্ব স্বামিগণ সেনাপতিকে বিনষ্ট ক'রেছেন।" মহারাজ! মহামান্য সেনাপতি যে দাসীর প্রেমাভিলাষী হ'য়েছিলেন, এও নিতান্তই অসম্ভব; সকলি ঐ রাক্ষসীর প্রতারণা। আরও দেখুন, দাস্য বৃত্তি ক'রে যে দিনপাত করে, ত'ার আবার সতীত্ব কোথায়? মহারাজ! কীচক বিচ্ছেদানলে আমাদের প্রাণ যায়, অতএব আপনি অনুমতি করুন, আম্‌রা ঐ হতভাগিনীকে কীচক সহগামিনী ক'রে—আমাদের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ মনাগুণ নির্ব্বাণ করি।

রাজা। (কীচকের মৃত দেহ দর্শন পূর্ব্বক সবিষাদে) ওঃ! কি! আমার সেই সমর দুর্জ্জয় সেনাপতি কীচক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক হত হ'য়েছেন? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি হ'লো! দেখ উপকীচকগণ! সৈরিন্ধ্রীই যদি এর মূল কারণ ব'লে তোমাদের বিশ্বাস হয়,—তবে তা'রে কীচকের সঙ্গে দাহ কর।—

উপকী। যে আজ্ঞে।

[রাজার প্রস্থান।

উপকী। (সৈরিন্ধ্রীর দিকে চাহিয়া সক্রোধে) পাপীয়সি! তুই জানিস্‌না, যে এখনও উপকীচকগণ বর্ত্তমান আছে? ম'নে ক'রেছিস্, কীচক বধ্ হ'য়েছে ব'লে নির্ব্বিঘ্নে বিরাট ভবনে বাস ক'র্‌বি?—দেখ্ সাপিনি! কীচক বিচ্ছেদানলে যেমন আমাদের প্রাণ জ্ব'লছে, তেম্‌নি তোরে আ'জ কীচক সঙ্গিনী ক'রে আমাদের মনাগুণ নির্ব্বাণ ক'রবো।

সৈরি। (সরোদনে) দেখ উপকীচকগণ! আমার কোন দোষ নাই। নির্দ্দোষী ও দুঃখিনী সৈরিন্ধ্রীর প্রাণ বধ্ ক'রে কেন আপনাদিগকে কলঙ্কিত ক'রবে? শাস্ত্রে বলে যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল।—তা পাপাত্মা যেমন কার্য্য করেছে,—তেম্‌নি ফলও পেয়েছে। রাবণ রাজা যেমন সীতা দেবিকে হরণ করে সবংশে নির্ব্বংশ হ'য়েছিল, তেম্‌নি পাপাত্মা কীচক এই দুঃখিনীর সতীত্ব নষ্ট ক'র্ত্তে এসে হত হ'য়েছে।

উপকী। (সক্রোধে) হতভাগিনি! তোর আবার সতীত্ব কোথায়? আম্‌রা তোরে কখনই ক্ষমা কর্‌বো না। তোরে এখনি বিনাশ কর্‌বো? তোর মায়া কান্নায় উপকীচকগণ ভোলে না। আর সাপিনি! এখন তোরে বন্ধন করি! (সৌরিন্ধ্রীকে বন্ধন)

সৈরি। (সরোদনে স্বগত) হা বিধাত! তোমার ম'নে কি এই ছিল? দয়াময়! অভাগিনী দ্রৌপদীর কি আর দুঃখের অবসান হ'লোনা? দুঃখ হ'লে তা'র শেষও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু নাথ! পাণ্ডবদের দুঃখ মোচন কি দ্রৌপদীর প্রাণ নাশের অপেক্ষায় ছিল? হায়! আমার মনে বড় সাধ্ ছিল, যে আর্য্যপুত্রেরা পুনরায় রাজেশ্বর হ'লে, তাঁদের সেবা শুশ্রুষা ক'রে জীবন সার্থক ক'র্‌বো. কিন্তু দয়াময়! সে আশায় আমার একে বারেই ছাই পড়লো?—মরি তা'তেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ঠাকুর! ধর্ম্ম পত্নী হ'য়ে কোন মহাপাপে আ'জ আমার অপমৃত্যু হয়? হে বিশ্বপতে! কোথায় যুধিষ্ঠিরের শ্রীচরণ দর্শন ক'রে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রবো,—

তা না হ'য়ে কোথায় আ'জ কীচক চিতায় পুড়ে ম'র্ত্তে হ'লো? হায়! একি সামান্য দুঃখ! একি সামান্য মন বেদনা! আমার জীবিতেশ্বরেরা কি ব'লে জন সমাজে মুখ্ দেখাবেন্? তাঁ'রা কি ক'রে ব'ল্‌বেন, যে, তাঁ'দের সমক্ষে তাঁ'দের প্রিয়তমা ভার্য্যাকে সামান্য উপকীচকগণ সংহার ক'রেছে? হায়! আমার কপালে কি এই ছিল?—আমার জীবনে ধিক্—আমি এত কি পাপ্ ক'রে ছিলেম, যে বীর্য্যবন্ত পঞ্চম স্বামী নিকটে থ'াকতে নিতান্ত অনাথিনীর মত আ'জ্ উপকীচকগণ হস্তে প্রাণ বিনিষ্ট হয়? ম'নে ক'রেছিলাম কীচক ধ্বংশ হ'লো, এখন নিষ্কণ্টকে বিরাট ভবনে রাস ব'র্‌বো। কিন্তু দয়াময়! দাসী হ'য়ে দিনপাত ক'চ্ছিলাম, এতেও কি তোমার মন বাঞ্ছা পূর্ণ হ'লো না?—পতি বিহীনা রমণীগণ অনায়াসেই বহু ক্লেশ সহ্য করেন, কিন্তু প্রভো! পঞ্চস্বামী বর্ত্তমান্ থা'ক্‌তে, এত অশেষ যন্ত্রণা এই অভাগিনী ভিন্ন আর এজগতে কে ভোগ ক'রেছে? বিধাত! এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা কি এই হতভাগিনীর জন্যই স্মৃষ্টি ক'রেছিলে? হা পাণ্ডব সখাদ্বারকানাথ! তুমি যে পাণ্ডবদের মহা মহা বিপদে পরিত্রাণ ক'রেছ? ঠাকুর! আ'জ একবার মুখতুলে চে'য়ে দেখ, তোমার সেই প্রিয়সখী দ্রৌপদীর উপকীচকগণ হস্তে প্রাণ যায়। নাথ! কোন্ মহাপাপে এত কষ্ট দিচ্ছ? হা মাত! তুমি এমন সময় কোথায় রইলে? তোমার কত আদরের কন্যা কৃষ্ণার আ'জ্ একবার দুর্গতি দেখে যাও। হা মাত বসুন্ধরে! তুমি কি ক'রে এখনও এত অধর্ম্মের ভার বহন ক'চ্ছ? মা! একবার হস্ত প্রসারিত কর, আমি তোমার ক্রোড়ে শয়ন ক'রে এই ঘোর বিপদে মুক্তিলাভ করি। হা আর্য্যপুত্র! হা নাথ! হা প্রাণেশ্বর! তোমার ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে আ'জ অধর্ম্মের করালগ্রাসে পতিত হ'য়েছি, একবার এসে এসময়ে রক্ষা কর।

উপকী। পাপীয়সি! আর কাঁদ্‌তে হবেনা? তুই কি ম'নে ক'রেছিস কাঁদ্‌লে আমরা তোরে ছেড়ে দোব? চল্ শাপিনি! এখন তোরে কীচক সঙ্গে দগ্ধ করি। (হস্ত ধারণ ও কীচকের মৃত দেহোপরি সংস্থাপন)।

সৈরি। (উচ্চৈঃস্বরে সরোদনে) হে দীননাথ! হে অগতির গতি! হে ভক্তবৎসল! আ'জ আমায় রক্ষা কর। ঠাকুর! দুঃখিনী সৈরিন্ধ্রীর যদি নিরপরাধে প্রাণ যায়?—তা হ'লে তোমারই কলঙ্ক! হা জয়! হা জয়ন্ত! হা বিজয়! হা জয়ৎসেন! হা জয়দ্বল! তোমরা এমন সময় কোথা রইলে? তোমাদের ভার্য্যাকে এই ঘোর বিপদে রক্ষা কর। হায়! যার জন্যে কীচক বধ ক'ল্লে, তারেই আ'জ কীচক সঙ্গিনী হ'তে হ'লো?

উপকী। (পরস্পরে) ওহে ভাই! আর দেরি ক'রে কাজ নাই, বেঁধে ফেল, বেঁধে ফেল, খুব ক'সে বাঁধতে হবে—ও বেটীকে বিশ্বাস নাই!

[সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের মৃতদেহ সঙ্গে বন্ধন ও উপকীচকগণের শ্মশানাভিমুখে গমন।]

উপকী। হরি বোল্! হরি বোল্!

(পটক্ষেপন)

## (নেপথ্যে—রোদনস্বরে গীত।)

### রাগিণী সরফরদা—তাল ঢিমে তেতালা।

রক্ষ রক্ষ আজ নারায়ণ।
এ বিপদে কর পরিত্রাণ॥
শুন ওহে দয়াময়, তুমি বিপন্ন আশ্রয়,
সকলি ঘটিছে হরি, তোমারি মায়ায়—
কোন্ মহাপাপে নাথ, কর এত বিড়ম্বন॥
তব নাম উচ্চারণ,
করে বিপদে যে জন,
তাহার মঙ্গল হয়, বেদের বচন—
মরি তাতে ক্ষতি নাই, হাঁসাওনা শত্রুগণ॥
কোথা হবো রাজ্যেশ্বরী,
কোথা সুদেষ্ণা কিঙ্করী,

হইয়ে দুঃখেতে কাঁদি, দিবস সর্ব্বরি,—
তবু তব মন বাঞ্ছা হ'লোনা কি পূরণ ॥
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির,
কোথা বীর বৃকোদর,
আসিয়ে দেখ হে তব, দুর্গতি পত্নীর—
মৃত্যু কালে বড় সাধ, দেখি পতি শ্রীচরণ ॥

(নেপথ্যে—সৈরিন্ধ্রি ! তুমি আর কেঁদোনা—তোমার কোন ভয় নাই—তোমার গন্ধর্ব্ব স্বামী তোমায় রক্ষা ক'রবার জন্যে এসেছে।)

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বিরাট নগরের রাজপথ।

উদর পরায়ণ ভট্টাচার্য্য আসীন।

উদর। (স্বগত) তাইতো! এখন করিই বা কি? যাইবা কোথা? ব্রাহ্মণীর যেরূপ তাড়না, তাতে অম্‌নি অম্‌নি বাড়ী ফিরে গেলে যে এক মুঠ খেতে দেবে, তাও ভরসা নাই। হয় তো এমন খাওয়ান খাওয়াবে, যে তাতে খাবী খেতে হবে। মুখেও তো আর কিছু রোচেনা— অন্ন ব্যঞ্জন তো আর ভালই লাগেনা। (শরীরের দিকে লক্ষ করিয়া) এম্‌নি কৃশ হ'য়েছি, যে একমাস পূর্ব্বে যারা আমায় দেখেছে, তারা বোধ হয় এখন আর আমায় চিন্তেও পারেনা। আজ্ ফলার ফলার মন্‌টা ক'চ্ছে! কিন্তু ইচ্ছা হ'লে কি হবে? কালে কালে বাপ মার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত লোপাপত্তি পাচ্ছে। পূর্ব্বে ষষ্ঠী, মাকাল পূজাতে যে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যেতো—এখন দুর্গোৎসবেও সে সব পাওয়া যায় না। লুচি সন্দেশের তো আকৃতি পর্য্যন্ত ভুলে গেলাম, ক্ষীর ছানার তো নামও স্মরণ হয় না। রাস্তায় ময়রার দোকান পানে তাকালেই তো মুখে জল সরে— আর আত্মা-পুরুষ যেন পেটের ভিতর হ'তে বেরিয়ে আসে। যা খেতে ইচ্ছা হয়, তা কতক পরিমাণেও খাওয়া উচিত; কিন্তু পাই কোথা? ওহো! ভাল মনে প'ড়েছে! একটা ফলার হ'লেও হ'তে পারে। রাজার সেনাপতি কীচক তো ম'রে গেছে—তার শ্রাদ্ধে কি কিছু হবেনা? এ খপরটাই বা কার কাছে নিই? ঐ যে স্বার্থ পরতন্ত্র স্মায়রত্ন মহাশয় আস্‌ছেন, ওঁরেই জিজ্ঞাসা করি।

[স্বার্থের প্রবেশ।]

উদর। বলি ন্যায়রত্ন মহাশয় কোথা থেকে?

স্বার্থ। কেহে উদর যে, ভাল আছতো? এখানে দাঁড়্য়ে কেন?

উদর। আজ্ঞে—আপনি আস্‌ছেন দেখেই দাঁড়্য়েছি।

স্বার্থ। কেনহে? কোন বরাত আছে নাকি?

উদর। আজ্ঞে—তেমন বরাত কিছুই নাই—তবে একটা রাজ-বাড়ীর খপর জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তাম।

স্বার্থ। কি খপর হে?

উদর। আজ্ঞে—আপনি তো রাজার সভাপণ্ডিত, বড়লোক। পত্রাপত্র প্রায় কামাই নাই, সংসারেরও কিছুই অপ্রতুল নাই, লুচি, মণ্ডা, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি তো বাড়ীতে ছড়াছড়ি-গড়া গড়ি। কিন্তু মহাশয়, আমার দুঃখের কথা আর ব'লবো কি? পেট্ তো কুকুরের নাড়ি হ'য়েছে—এক ফোঁটা ঘৃত, দুগ্ধতো প্রায় পড়েনা। আর আমারমত ব্রাহ্মণের অবস্থা তো সমস্তই জানেন? তাতে আবার ব্রাহ্মণী সসত্ত্বা, ভাল মন্দটা খেতে চায়। তাই ব'ল্‌ছিলাম বলি, সেনাপতি কীচকের কি শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ কিছুই হবেনা? ওটা নিশ্চয় জান্তে পাল্লেও তবু মন্‌টাকে কতকটা ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারি।

স্বার্থ। হবেনা কিহে? সেনাপতি তো দ্বিতীয় রাজা ছিলেন ব'ল্লেই হয়—তা তাঁর শ্রাদ্ধে কিছু হবেনা, এ কেমন কথা?

উদর। আজ্ঞে হাঁ তাইতো বলি, কিন্তু পাছে আবার খোসামুদে বেটারা রাজাকে আর কোন রকম পরামর্শ দেয়? তা হ'লে তিলো-কাঞ্চন ক'রেও তো হ'তে পারে?

স্বার্থ। তিলোকাঞ্চন কিহে? একি তোমার আমার কথা, যে শবদাহ ক'র্ত্তে খরচ যোটেনা? রাজা রাজ্‌ড়ার কাণ্ড—ওকি যেমন তেমন হ'তে পারে?

উদর। কি জানেন, দাতা দান করে—বকিলের যে বুক্ ফাটে।

স্বার্থ। না, তা কি হ'তে পারে—তা হ'লে রাজার যে নিন্দা হবে?

উদর। আজ্ঞে—তবে এরমধ্যে আর একটি কথা আছে। কীচকের তো অপমৃত্যু হ'য়েছে, ত্রিরাত্রা শৌচ। তাই বলি শ্রাদ্ধটা তো চতুর্থতে হবে.?

স্বার্থ। হাঁ, এই কথাটির একটু গোলমাল আছে। দিনও তো আর নাই। তা একান্ত চতুর্থর শ্রাদ্ধ না হয়—কৃষ্ণ একাদশী কিম্বা অমাবস্যাতেই হবে? তোমার কোন চিন্তা নাই,—নিমন্ত্রণ পত্র পাবে। লুচি মণ্ডার তো কথাই নাই—এ সওয়ায় বিদায় আদায়ও বিলক্ষণ মত পাবে। হাঁহে উদর! তুমি যে চিরকালটা উদরের জন্যই ব্যস্ত। নামেতেও উদর, আর কাজেতেও তাই?

উদর। আজ্ঞে, সংসারে আর আছে কি? পিতা মাতা যেনে শুনেই নাম রেখেছেন। তা আপনার নিজের বিষয়টা একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন না কেন?

স্বার্থ। আমার নিজের বিষয় আবার কি বিবেচনা ক'রবো?

উদর। আজ্ঞে না, আর ও সব কথায় কাজনাই—তা হ'লে আবার সবদিক্ যাবে?

স্বার্থ। না, না, তোমার কোন ভয় নাই—বলনা?

উদর। আজ্ঞে না, ক্ষমা ক'রুণ।

[ কোদাল কাঁদে ও পাজালি হস্তে দ্রুত পদে মেনো পোদের প্রবেশ। ]

মেনো। (কাঁপিতে কাঁপিতে) ও হো হো! ও হো হো! ও হোহো! ঠাউর ম'শাই গড় করি গো!

স্বার্থ। জয়স্তু! কেরে মেনো? অমন ক'চ্ছিস কেন?

মেনো। (কাঁপিতে কাঁপিতে) ও হো হো! ও হো হো! এজ্ঞে,

মনের মদ্দি এট্টা বড্ডি ভয় পেয়েছি গো ঠাউরমশাই! ও হো হো! ও হো হো! (কম্পিত)

স্বার্থ। আরে, এখন তো প্রাতঃকাল, আর প্রাতঃকালই বা কি, চার ছ দণ্ড বেলা হ'লো, এখন আবার ভয় কিরে?

মেনো। ও হো হো! ও হো হো! ও হো হো। (কম্পিত)

স্বার্থ। আরে কি ভয় পেয়েছিস, বল্‌না?

মেনো। ও হো হো! ও হো হো! এজ্ঞে—এজ্ঞে—ও হো হো! (কম্পিত)

স্বার্থ। আরে বেটা কি হ'য়েছে বল্‌না? কেঁপে কেঁপেই মলি যে?

মেনো। ও হো হো! ঠাউর মশাই, এট্টু ডাঁড়াও গো! মোর বুকের মদ্দি গুড় গুড় কচ্ছে, এট্টু সেম্‌লে নেই।

স্বার্থ। আরে বেটা তোর জন্যে আর কতক্ষণ দাঁড়য়ে থাক্‌বো বল দেখি? এখন স্নান ক'রে পূজা আহ্নিকের সময় হ'লো, আর কি অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারি? কি হ'য়েছে শীঘ্র বল্।

মেনো। ও হো হো! ও হো হো! বলি ঠাউর মশাই, বলি।

স্বার্থ। (সক্রোধে) আরে বেটা ব'ল্‌বি তো বল, নইলে আমি চ'ল্লেম্।

মেনো। এজ্ঞে, যাবেন না, যাবেন না, ঠাউর মশাই! মোর দিব্বি লাগে। এই বার বলছি? ও হো হো! বল্‌তে মোর গা কেঁপে কেঁপে ওঠ্‌ছে। এজ্ঞে. বেয়ান বেলায় মুই মাঠে কাজ্‌ ক'ত্তি গিছলাম, তা সম্মাই বলা-বলি কচ্ছে—সেনাপতি ম'শাই কে নাকি গন্দকে মেরে ফেলেছে। (ও! গাটা মোর কাঁটা দে ওঠ্‌ছে) তিনি তত বড় যোয়ান মরদ ছিলেন, তা তাঁকে যখন মেরে ফেলেছে, তা মোরা তো কোথায় থাকি! মাঠের মদ্দি যত চাশা ভুষো ছিল, সব্বাই ভয়ে পেল্‌য়ে গেছে, আর পরামর্শ করেছে, যে বাড়ীতে যত দ্যাশালাই আছে সব পুড়্‌য়ে

ফ্যালবে, মুই তাই তাড়া তাড়ি ঘর যাচ্ছি। ও হো হো! ও হো হো! (কাম্পিত)

স্বার্থ। (সহাস্যে) হা! হা! হা! দূর বেটা? চাশা ভুষোর বুদ্ধিই কি এক সতন্ত্র? ওরে বেটা গন্দক নয়? গন্দক নয়? গন্ধর্ব্ব!

মেনো। এজ্ঞে না? ও হো হো! হো হো! (কম্পিত)

স্বার্থ। (সক্রোধে) না কিরে বেটা? তুই কি আমা চেয়ে পণ্ডিত? আমি রাজার সভা পণ্ডিত; দু বেলা রাজ বাড়ী আনা গোনা ক'চ্ছি, তুই কি আমা চেয়ে বেশী জানিস? আরে ম'লো!

মেনো। এজ্ঞে, তবে যে সম্মাই বলা বলি কচ্ছে।

স্বার্থ। আরে বেটা তোর মত জানোয়ার যারা তারাই বলা বলি ক'চ্ছে, মানুষে কি আর ব'ল্‌ছে?

মোনো। এজ্ঞে মোর জাত সম্মাই তো বল্‌ছে? ও হো হো! ও হো হো! (কম্পিত)

স্বার্থ। ও রে বেটা, তারা কি আর মানুষ, তারা গরু।

মেনো। এজ্ঞে, ঠাউর মশাই! 'গন্ধর্ব্ব' কেমন? আর সেনাপতি ম'শাইকে মেরে ফেলেছে কেন?

স্বার্থ। ওরে, 'গন্ধর্ব্ব' দেবতা! সেনাপতি গন্ধর্ব্বের অপরাধ করেছিলেন তাই মেরেছে।

মেনো। এজ্ঞে, তবে মোর কিছু ভয় টয় নেই ঠাউর মশাই?

স্বার্থ। আরে না, না, তোর কোন ভয় নাই, তুই স্বচ্ছন্দে বাড়ী যা?

মেনো। যে এজ্ঞে, ঠাউর মশাই! তুমি মোরে বাঁচালে? তোমার পার ধুল মোর মাথায় দ্যাও। (পদধূলি গ্রহণ ও প্রস্থান)

স্বার্থ। কি আপদ! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে? কি জ্বালা! ওহে উদর, বেলাতো ঢের হ'য়েছে, এখন প্রস্থান করা যাক্।

উদর। আজ্ঞে হা, আপনিও আশুন, আমিও আসি।

[স্বার্থের প্রস্থান।

উদর। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! যে খানে বাঘের ভয়, সেই খানেই সন্ধ্যা হয়। ঐ যে বাঘিনী বাহ্মণীর মত কে আস্‌ছে? সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—লুকাবারও কোথাও স্থান নাই যে লুকাবো।

(শতমুখি হস্তে ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) বলি ও পোঁড়া কপালে! বলি ও ছার কপালে! বলি ও পোড়ার মুখি! তোর কি কাণ্ড জ্ঞান নেই? চাল নেই—ডাল নেই—কাট্ নেই ব'লে কোন্ সকালে তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছি—আর এই রাস্তায় দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে গপ্প মাচ্ছ? গপ্প ক'ল্লে কি পেট ভর্‌বে? আজ্ আকার ছাই কেড়ে দেবো—খেয়ো? মরণ আর কি! এমন আঁট্‌কুড়ির বেটার হাতে প'ড়েছি, যে চির কাল্টা নেই নেই ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে প্রাণ গেল। (ঝাঁটা উত্তোলন ও দণ্ড কিড়িমিড়ি) এই ঝাঁটার বাড়ি বিষ ঝেড়ে দিতে পারি—তবে এ রাগ যায়।

উদর। আঃ! মেয়ে মানুষ বোঝনা সোঝনা এত রাগই কর কেন? তোমার জন্য আমার মান সম্ভ্রম সব গেল। আমি যে এখানে কেন দাঁড়্‌য়ে আছি, তাকি তুমি জান? তুমি গর্ভবতী আছ, ভাল সামগ্রী নইলে খেতে পার না—তাই লুচি মণ্ডার ফিকিরে বেড়াচ্ছি! আর তুমি যে কলা খেতে চেয়েছিলে, তাই এখানে হা—কলা—যো কলা ক'চ্চি! আজ্ আর কিছু খেতে পাও না পাও, আজ্ তোমায় পেট্‌টা ভরে কলা খাওয়াব।

ব্রাহ্মণী। মরণ আর কি! পোড়ার মুখো! এখন কি তোমার তামাসা কর্‌বার সময় হলো? এখন যাতে আজ্ ডান্ হাতের ধোগাড় হয়, তার উপায় দেখগে।

উদর। তামাসা কি? তুমি সত্য ক'রে এই রাস্তার মাঝে বল দেখি, তুমি কলা খেতে চাওনি? এ আর মন্দ কথা কি? তুমি

গরীবের মেয়ে—তোমার দুই একটাতে চলে—রোজ না হ'লেও চলে, কিন্তু বড় মানুষের মেয়েদের রোজ গ'ণ্ড গ'ণ্ডা নইলে চলেনা।

ব্রাহ্মণী। দাঁড়াতো পোড়ার মুখ! (ঝাঁটা উত্তোলন) তোমার ফষ্টি নষ্টি বার্ ক'চ্ছি।

উদর। (দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক) মা, মা, মেরোনা, মেরোনা, এই চ'ল্লাম।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ। )

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনাপুর।

রাজা দুর্য্যোধনের সভা।

মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, ভীষ্ম, কর্ণ, সুশর্ম্মা ও দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ পরিবৃত্ত মহারাজ দুর্য্যোধনের উপবেশন।

[দূতের প্রবেশ।]

দূত। (গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলি পুটে) মহারাজ! আম্‌রা নানাদেশ, নানা বন ও উপবন তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'ল্লাম, কিন্তু পাণ্ডবদের কোথাও কিছু সন্ধান ক'র্ত্তে পা'ল্লেম না। বোধ হয় তাঁরা জীবিত নাই, কারণ জীবিত থা'ক্‌লে অবশ্যই কোন না কোন স্থানে সন্ধান পেতাম। মহারাজ! একটি শুভ সংবাদ শুনে এলাম, বিরাট রাজার সারথি কীচক, ও উপকীচকগণকে রাত্রিকালে গন্ধর্ব্বে মেরে ফেলেছে।

দুর্য্যোধন। (ক্ষণেক চিন্তান্তে) দেখ অমাত্যবর্গ! পাণ্ডবদের তো কোথাও কিছু সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা—এক্ষণে উপায় কি? তাদের এই অজ্ঞাত বাসের বৎসর, এরও অধিকাংশ সময় গত হ'য়েছে, আর অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই সময় গত হ'লে, তা'রা প্রতিজ্ঞা পাশে মুক্ত হ'য়ে সাক্ষাৎ কাল্‌সর্পের ন্যায় কুরু-কুল দংশনের জন্যে বিশেষ চেষ্টিত হ'বে সন্দেহ নাই। অতএব পাণ্ডবেরা য'াতে পুনঃরায় বনবাসী হয়, এমন কোন উপায় বিধান কর। [দূতের প্রস্থান।

কর্ণ। মহারাজ! আমার বিবেচনায় কতকগুলি সুবুদ্ধি চর সমৃদ্ধিশালী নগরী, সমস্ত তীর্থস্থান, ও নিবিড়ারণ্যে গিয়া প্রচ্ছন্ন বেশে পাণ্ডবদের অন্বেষণ ক'রুক, .তা হ'লে যদি তা'রা জীবিত থাকে, অবশ্যই সন্ধান পাওয়া যাবে।

দুঃশাসন। মহারাজ! মহাবীর কর্ণ যা ব'ল্লেন, তা যুক্তি সঙ্গত বটে। কিন্তু আমার বোধ হয়, পাণ্ডবেরা মহারণ্যে বিচরণ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে ভীষণ হিংস্র-জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হ'য়েছে। মহারাজ! তা'রা জীবিত নাই, আপনি সে জন্য কিছু-মাত্র চিন্তিত বা ভীত হ'বেন না, উৎসাহ সহকারে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন ক'রুন।

দ্রোণ। বৎস! আমি দিব্য চক্ষে নিরীক্ষণ ক'চ্ছি! সেই শূর, কৃত-বিদ্য, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হ'ন নাই। তাঁ'রা ধর্ম্মের প্রভাবে সকল বিপদ অতিক্রম ক'রে শুভ-কালের প্রতীক্ষা ক'চ্ছেন। বৎস! সামান্য চরে কি সেই সাধুপুরুষ-গণকে অনুসন্ধান ক'র্ত্তে পারে? অতএব কতকগুলি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চর প্রেরণ কর।

ভীষ্ম। বৎস! বিচক্ষণ আচার্য্য মহাশয় যা ব'ল্লেন, তা যুক্তি সঙ্গত ও হেতু সমন্বিত। আমি ঐ বাক্যে অনুমোদন করি, কারণ সেই মহাপরাক্রমশালী, সাধুব্রত পরায়ণ, ক্ষত্র-ধর্ম্মনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা কখনই বিনাশের উপযুক্ত নন্। রাজা যুধিষ্ঠির যথায় অবস্থিতি করেন, তথায় সতত ধর্ম্ম বিরাজমান, তথাকার জনপদ বাসীরা সত্যব্রত ও ধর্ম্ম-পরায়ণ, তথায় অধর্ম্ম কি অমঙ্গল কোন প্রকারে অবস্থিতি ক'র্ত্তে পারে না। বৎস! সত্য, ধর্ম্ম, বিনয়, দান, দয়া—ও মহানুভবতা যাঁ'র শরীরে নিয়ত বিরাজিত,—যাঁ'রে দ্বিজাতিগণও ধ্যানে দর্শন পান্‌না,—সেই ধীমান্ মহাত্মাকে কি সামান্য চরে অনুসন্ধান ক'র্ত্তে পারে? আমি পাণ্ডব পক্ষ হ'য়ে ব'ল্‌ছিনা, কিম্বা পক্ষপাত ক'চ্ছিনা, তবে মানবের সতত সত্য কথা বলা উচিত। অতএব বৎস! আমার বাক্য যদি তোমার মনোনীত হয়, তবে

বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক যা হিতকর হয়, তা'ই অবিলম্বে সম্পাদন কর।

কৃপ। বৎস! সর্ব্ব ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ কুরু পিতামহ ভীষ্ম যা' ব'ল্লেন, তা ধর্ম্ম সঙ্গত ও সাধুসম্মত। সেই সমর বিশারদ পাণ্ডবদের কথা দূরে থা'ক্, সামান্য হীনবল শত্রুকেও অবজ্ঞা করা প্রাজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নয়। অতএব এক্ষণে নিজের সৈন্য বল দেখ, ও পাণ্ডবদের অন্বেষণার্থ পুনরায় কতকগুলি বিশ্বাসী চর প্রেরণ কর।

সুশর্ম্মা। ( কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি ) মহারাজ! বিরাট রাজ তাঁ'র সেনাপতি কীচকের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ আমার রাজ্য আক্রমণ ক'রে আমায় পরাজয় ক'রেছিল; এক্ষণে সেই পাপাত্মা কীচক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিহত হওয়াতে মৎস্য রাজও অবশ্যই হীনবীর্য্য হ'য়েছেন। অতএব আমাদের সেই মৎস্য রাজ্য আক্রমণ ক'র্‌বার এই এক উপযুক্ত সময়। এক্ষণে যদি আপনাদের অভিমত হয়, তবে মৎস্য রাজ্য আক্রমণ করা যাক্।

কর্ণ। মহারাজ! সুশর্ম্মা আমাদের হিতকর বাক্যই ব'ল্‌ছেন! সর্ব্বতত্ত্ববিৎ পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও আপনি যেরূপ মন্ত্রণা ক'র্‌বেন, আমরা সেইরূপই যাত্রা ক'রবো। সেই হীনবল পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হ'য়েছে, অতএব তা'দের অনুসন্ধানে আমাদের প্রয়োজন কি?

দুর্য্যোধন। ভাই দুঃশাসন! তুমি এক্ষণে মহাত্মা পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরব সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে সৈন্য সংগ্রহ কর। মহারথ সুশর্ম্মাও তদীয় ত্রিগর্ত্ত সৈন্যের সহিত মৎস্য রাজ্যে যাত্রা করুন, আমরা পশ্চাতে সসৈন্যে গমন ক'চ্ছি!

সুশর্ম্মা। মহারাজ! আমি তবে এক্ষণে সসৈন্যে সমর সজ্জা করি, আপনারা পশ্চাতে আগমন করুন।

[ সকলের প্রস্থান। ]

( পটক্ষেপণ। )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিরাট রাজার সভা।

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ, মন্ত্রী শতানীক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ পরিবৃত
মহারাজ বিরাটের উপবেশন।

[ গোপের প্রবেশ। ]

গোপ। ( সাশ্রুনয়নে কৃতাঞ্জলি পুটে ) মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে? ত্রিগর্ত্ত রাজ সুশর্ম্মা রাজ্যে প্রবেশ ক'রে আপনার দক্ষিণ গোগৃহের সমস্ত গোধন হরণ ক'রে ল'য়ে যাচ্ছে! এক্ষণে আপনি শীঘ্র সমর সজ্জা ক'রুণ ও যা'তে আপনার রাজ্য রক্ষা হয়, তার উপায় ক'রুন্।

রাজা। ( জনান্তিকে ) ভাই শতানীক! বড় বিপদ উপস্থিত। এক্ষণে উপায় কি? আহা! আ'জ্ যদি মহাবীর্য্য কীচক জীবিত থাক্‌তো,—তাহ'লে কি আর কিছু ভাব্‌না ছিল? ভাই! আমার বোধ হয় কঙ্ক, বল্লব, তন্ত্রিপাল ও দামগ্রন্থি এঁরা সকলেও আমাদের মত যোদ্ধা হ'বেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে এঁদের সকলকে বিবিধ আয়ুধ প্রদান ও সুখসেব্য বর্ম্মের দ্বারা সুসজ্জিত কর, ও সমস্ত সৈন্য যোজনা পূর্ব্বক সত্বরে সমর সজ্জা কর। আমি অগ্রেই গমন করি।

শতানীক! যে আজ্ঞে।

( সবেগে রাজার প্রস্থান। )

শতানীক। দেখ কঙ্ক! ত্রিগর্ত্তরাজ গুপ্ত-ভাবে এসে আমাদের রাজ্য আক্রমণ ক'রে, বহুবিধ রত্ন ও গো সমুদয় হরণ ক'রে ল'য়ে যা'চ্ছে! তজ্জন্য রাজাজ্ঞা আছে, আপনাদের সকলকেও যুদ্ধ সজ্জা ক'র্ত্তে হ'বে।

কঙ্ক। শতানীক! তোমার মুখে এই কথা শুনে আমি পরম পুলকিত হ'লাম। আহা! যাঁ'র প্রসাদে আমরা এই সংবৎসরকাল পরম সুখে কালযাপন ক'চ্ছি,—তাঁ'র বিপদ হ'লে কি কখন নিরস্ত থাক্‌তে পারি? শতানীক! তুমি অগ্রে গিয়ে মহারাজকে বল, তাঁর কোন চিন্তা নাই, আমরা এখনি সমর-সজ্জা ক'রে অরাতিগণ নিপাত ক'চ্ছি!

[ সকলের প্রস্থান।

( পটক্ষেপণ )

---
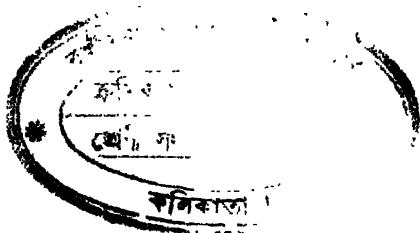
## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

### দক্ষিণগোগৃহ।

ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা সসৈন্যে উপস্থিত।

( বিরাট রাজার প্রবেশ। )
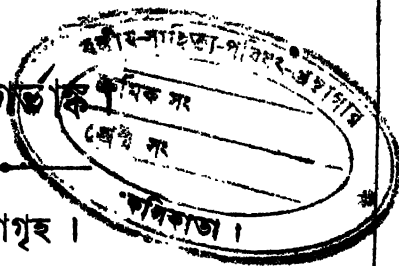
সুশর্ম্মা। ( সক্রোধে )—রে মূঢ়!—রে দুরাচার বিরাট!—কীচকের সাহায্যে তুই পুনঃ পুনঃ আমার রাজ্য আক্রমণ ক'রেছিলি ব'লে এখনও সেই গর্ব্ব ক'রিস্? পাপাত্মা! তুই জানিস না, সুশর্ম্মা আ'জ্ সময় পেয়ে তোরে আক্রমণ ক'রেছে? আ'জ্ আর তোর নিস্তার নাই। আয় পামর! এখনি তোরে সমন সদন পাঠাই?

(উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম—বিরাটের পরাজয়—ও তাঁহাকে আক্রমণ)

( নেপথ্যে—জয়! মহারাজ সুশর্ম্মার জয়!—জয়! মহারাজ সুশর্ম্মার জয়! )

[ কঙ্ক ও বল্লবের প্রবেশ। ]

কঙ্ক। ( জনান্তিকে ) বল্লব! সুশর্ম্মা, মৎস্য রাজকে পরাজয় ক'রে ল'য়ে যায়, অতএব তুমি ওঁরে মোচন কর। আমরা বর্ত্তমান থাক্‌তে উনি যেন শত্রু হস্তে নিপতিত না হ'ন্। ওঁর প্রসাদে আমরা পরম সুখে কালযাপন ক'রে আমাদের সকল কামনা পূর্ণ ক'রেছি, এক্ষণে ওঁরে শত্রু হস্ত হ'তে উদ্ধার ক'রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কর।

বল্লব। আর্য্য! আপনার কোন চিন্তা নাই? ( সরোষে ) কি! বল্লব বর্ত্তমান থাক্‌তে সুশর্ম্মা বিরাট রাজকে পরাজয় ক'র্‌বে?

তা কখনই পারবে না। আমি এখনি সমস্ত অরাতিকুল ধ্বংস ক'চ্ছি।—আপনি স্থির হ'ন্।

[ কঙ্কের প্রস্থান। ]

বল্লব। ( উচ্চৈঃস্বরে ও সক্রোধে )—রে পাপাত্মা সুশর্ম্মা! মৎস্য রাজকে পরাজয় ক'র্‌বি ম'নে ক'রেছিস? কীচক জীবিত নাই ভে'বে উপযুক্ত অবসর পেয়ে বিরাট রাজ্য ধ্বংস ক'র্ত্তে এসেছিস? দুরাচার! মাতঙ্গ যেরূপ বিল্ব ফল চূর্ণ করে—আ'জ্ আমিও তোরে রণস্থলে সেই রূপ চূর্ণ ক'র্‌বো?

( উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম ও সুশর্ম্মা পলায়নোদ্যত। )

( নেপথ্যে—জয়! মহারাজ বিরাটের জয়! জয়! মহারাজ বিরাটের জয়! )

বল্লব। ( সক্রোধে )—রে পামর! যুদ্ধ ক'র্ত্তে এসে কোন্ লজ্জায় পলায়ন ক'চ্ছিস? সমরে পরাঙ্মুখ হওয়া কি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম? দুরা-চার! রাজকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে কোন্ লজ্জায় গো হরণ ক'র্ত্তে এসেছিস্? পাপাত্মা! এ অপেক্ষা দস্যুবৃত্তি ক'রে দিনপাত কর্।

[ পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম—সুশর্ম্মার মূর্চ্ছা ও
ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যের পলায়ন ]

( নেপথ্যে—রণবাদ্য—ঘোর যুদ্ধ-কোলাহল—জয়! মহারাজ
বিরাটের জয়!—জয়! মহারাজ বিরাটের জয়!— )

[ কঙ্কের প্রবেশ। ]

বল্লব। আর্য্য! এই দেখুন, পাপাত্মাকে পরাভব ক'রেছি, ও আমাদের পরম পুজ্য মৎস্য রাজকে উদ্ধার ক'রেছি। এক্ষণে অনুমতি করুণ, আমি দুরাচারকে এখনি বিনাশ ক'রে আমার ব্যথিত হৃদয় পরিতৃপ্ত ক'রি।

কঙ্ক। দেখ বল্লব! সমরে শত্রু বশীভূত করাই বীরের কার্য্য; আর অধীনস্থ ব্যক্তিদের জীবন রক্ষা করাই বীরত্ব ও মহত্বের কার্য্য।

অতএব সুশর্ম্মাকে ক্ষমা কর, ওরে যে রূপ শাস্তি দেওয়া হ'য়েছে, তা রাজপুত্রের পক্ষে অনেক হ'য়েছে।

বল্লব। ( সক্রোধে )—রে পামর! তোর্ যদি জীবিত থাক্‌বার আশা থাকে, তবে আ'জ্ বিরাট রাজার দাস্ ব'লে পরিচয় দিতে হবে?—নতুবা আমি তোর এখনি প্রাণ সংহার ক'রবো? যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির বিজেতার দাসত্ব স্বীকার করাই বিধেয়।

কঙ্ক। বল্লব! আর কেন্, ছেড়ে দাও। ওয়ে যখন বন্ধন ক'রেছ,—আর এত দুর্দ্দশাপন্ন ক'রেছ, তখন আর ওর দাসত্ব স্বীকারের বাকী কি আছে?

কঙ্ক। ( সুশর্ম্মার দিকে চাহিয়া ) দেখ সুশর্ম্মা! সমরে পরাজিত হ'য়ে জীবন লাভ করাও পরম সৌভাগ্য। তুমি শুভাদৃষ্ট বলে আ'জ্ জীবন প্রাপ্ত হ'লে, এক্ষণে পলায়ন কর, এমন কর্ম্ম আর কখন ক'রোনা?

[ সুশর্ম্মার পলায়ন। ]

বিরাট। ( সবিনয়ে কঙ্কের প্রতি ) হে মহাত্মন্! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে শুষ্ক প্রায় বল্লরী যেমন বারি বরিষণে সজীব হয়,—আমিও তেম্‌নি আ'জ্ আপনার অনুকম্পায় ও বল্লবের বিক্রম প্রভায় শত্রু হস্তে জীবন লাভ্ ক'র্‌লাম! এক্ষণে আমার প্রার্থনা, আপনি আমার রাজ্যের অধীশ্বর হ'য়ে, পরম সুখে সমস্ত রাজ্য উপভোগ করুণ; আমি আপনাকে রাজ্যেশ্বর ক'রে আমার মনোভিলাষ পুর্ণ করি।

কঙ্ক। রাজন! আপনি কেন এত কুণ্ঠিত হ'চ্ছেন? আপনার প্রসাদে ও আপনার কৃপায় আমরা অদ্য এক্ বৎসর কাল্ পরম সুখে অতিপাত ক'চ্ছি!—নররাজ! আমাদের আপনার সুখেই সুখ, ও আপনার দুঃখেই দুঃখ। আপনি বিপদে প'ড়্‌লে আমাদের জীবন দেওয়া কর্ত্তব্য, তাতে আপনাকে এই সামান্য বিপদে উদ্ধার ক'রে যে আম্‌রা বিশেষ প্রশংসার কার্য্য করেছি—তা নয়, তবে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'রেছি। মৎস্যনাথ! আমাদের

নিকট আপনার কি এরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত? আমাদের প্রতি আপনি যে রূপ দয়া প্রকাশ ক'রেছেন, তা'ই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। রাজন! আপনার এই সুধামাখা বাক্যতেই আমি পরম পুলকিত হলেম। প্রার্থনা করি, আপনি সমস্ত প্রজা পুঞ্জের প্রতি এই রূপ সদয় থাকবেন, তা হ'লে আপনার কখন কোন বিপদ্ ঘটবে না। এক্ষণে নিবেদন, দূতগণকে অনুমতি ক'রুণ, তা'রা নগরী মধ্যে আপনার জয় ঘোষণা ক'রুক।

রাজা। যে আজ্ঞে।

[ সকলের প্রস্থান। ]

( পটক্ষেপণ। )

---

# চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

উত্তর ও সৈরিন্ধ্রী উপবিষ্ট।

[ একজন গোপের প্রবেশ। ]

গোপ। ( গলবস্ত্রে-কৃতাঞ্জলিপুটে ) কুমার ! দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহা-যোদ্ধা কৌরবগণ, হঠাৎ রাজ্য মধ্যে প্রবেশ ক'রে, আমাদের অত্যন্ত প্রহার ক'রেছে, ও আপনার উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করেছে। মহারাজ তো ত্রিগর্ত্ত সমরে গেছেন, এখন আপনি সমর সজ্জা করে যাতে রাজ্য থাকে, সত্বরে তার উপায় ক'রুন্।

উত্তর। ( আস্ফালন পূর্ব্বক সদর্পে ) কি ! কৌরবগণ আমার রাজ্য আক্রমণ ক'রে গোধন হরণ ক'রে ল'য়ে যাচ্ছে ? হায় ! কি ব'লবো ! আমি যদি একজন ভাল সারথি পাই, তা হ'লে এই দণ্ডেই সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা কৌরবগণকে বিনাশ কর্ত্তে পারি ! কিন্তু কি করি, আমার সারথিতো ইতি পূর্ব্বে হত হ'য়েছে, আর অন্যান্য সেনা সামন্তও পিতার সঙ্গে ত্রিগর্ত্ত সমরে গমন ক'রেছে। ওঃ ! এক্ষণে আমার সারথ্য কার্য্যে ব্রতী হয়, এমন ব্যক্তিতো দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছে না ? আমি তথায় উপস্থিত থাকলে কি পাপাত্মারা এমন কার্য্য কখন ক'র্ত্তে পারে ? সাধ্য কি ! দেখ গোপ ! তোমরা একজন ভাল সারথি অন্বেষণ কর দেখি। আমি এই মুহূর্ত্তেই সেই দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি পাপাত্মগণকে বিনাশ ক'চ্ছি !

[ গোপের প্রস্থান।

সৈরিন্ধ্রী। (সলজ্জভাবে) রাজপুত্র! সারথির জন্য আপনি কেন এত চিন্তিত হ'চ্ছেন? আপনার বাড়ীতে যে বৃহন্নলা আছেন, তাঁ'রে সারথি ক'রে সমর সজ্জা ক'রুন? কুমার! আমি যখন পাণ্ডবদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন তিনিও পাণ্ডবদের নিকটে ছিলেন। অর্জ্জুন বৃহন্নলাকে সারথি করে মহামহা যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন।— কুমার! আমি যথার্থই ব'ল্‌ছি, বৃহন্নলার সঙ্গে সমর সজ্জা ক'ল্লে, আপনার জয় লাভের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

উত্তর। (আশ্চর্য্য হইয়া) সৈরিন্ধ্রি! এওকি কখন সম্ভব? শিশু সন্তানের ধর্ম্ম জ্ঞান—হিমালয়ের শীত বোধ—দিবাকরের উষ্ণ জ্ঞান—ও বোবার বাক্যালাপ যেমন নিতান্ত অসম্ভব?—বৃহন্নলার সারথ্য কর্ম্ম ও তেম্‌নি অসম্ভব। সৈরিন্ধ্রি! বৃহন্নলা অবলা, সে যুদ্ধের বা সারথ্য কর্ম্মের কি জানে?

সৈরিন্ধ্রী। কুমার! আমি কি আপনাকে পরিহাস ক'চ্ছি? আমার এ কথা যদি আপনার বিদ্রুপ ব'লে বোধ হয়, তবে আর আমি কি ক'র্‌বো? যা ভাল বোঝেন্‌ তাই ক'রুন্‌।

উত্তর। সৈরিন্ধ্রি! তবে আমি বৃহন্নলাকে স্বয়ং কি ক'রে ব'ল্‌বো?

সৈরিন্ধ্রী। কুমার! বৃহন্নলা আপনার ভগিনী উত্তরার কথা কখনই অমান্য ক'র্ত্তে পা'রবেন না? তা আমি ব'লি, আপনার ভগিনীকে তাঁ'র নিকট পাঠিয়ে দিন। ঐ বুঝি রাজকুমারীও এ দিকে আসছেন।

[ সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

[ উত্তরার প্রবেশ ]

উত্তর। ভগ্নি! সৈরিন্ধ্রী মুখে শুন্‌লাম, বৃহন্নলা অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন, অতএব তিনি যাতে আমার সারথি হ'ন,—তার উপায় কর।

উত্তরা। ভাই! তবে আর ভাবনা কি? আমি এখনি বৃহন্নলাকে ব'লছি।

[ উত্তরের প্রস্থান। ]

[ বৃহন্নলার প্রবেশ। ]

উত্তরা। দেখ বৃহন্নলে! সময় পেয়ে কৌরবেরা আমাদের রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে,—কিন্তু আমার ধনুর্দ্ধর ভাই উত্তর কেবল সারথির জন্য সমর সজ্জা ক'র্ত্তে পাঁচ্ছেন না! সৈরিন্ধ্রী ব'ল্লে, অর্জ্জুন তোমার সাহায্যে পৃথিবী জয় ক'রেছিলেন,—তাই বলি বৃহন্নলে, তুমি আ'জ্ আমার ভায়ের সারথি হ'য়ে সেই কৌরব গণকে পরাভব কর। তুমি যদি আমার এ কথা রক্ষা না কর, তবে আমি এখনি প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌বো।

বৃহন্নলা। রাজকুমারি! এ যে তোমার অন্যায় অভিমান? আমার যদি ততদূর ক্ষমতা না হয়, তবে আমি কিরূপে তোমার বাক্য রক্ষা ক'র্‌বো?—স্ত্রীজাতীর যত ক্ষমতা তাতো তুমি বেশ্ জান— তবে তুমি আমায় এত ক'রে অনুরোধ ক'চ্ছ কেন?

উত্তরা। দেখ বৃহন্নলে! সৈরিন্ধ্রী কখন মিথ্যা কথা বলে না, তুমি আমার মাথা খাও, আর দেরি ক'রো না? শীঘ্র আমার ভায়ের নিকটে চল, আর কৌরবেরা পরাজিত হ'লে, আমার পুতুলের জন্য তা'দের বেশ ভাল কাপড় নে এসো?

বৃহন্নলা। (সহাস্য) রাজ-কুমারি! যদি তোমার ভ্রাতা সমরে জয়লাভ ক'র্ত্তে পারেন,—তবেই তো নে আস্‌বো?

[ উত্তরার প্রস্থান।

[ উত্তরের প্রবেশ ]

উত্তর। বৃহন্নলে! আমি শু'ন্লাম্, তুমি মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রিয়তম সারথি ছিলে, তিনি তোমার সাহায্যে খাণ্ডবারণ্যে অগ্নির তৃপ্তি সাধন ক'রে ছিলেন, ও তোমার বলে সসাগরা সাশন ক'রে-

ছিলেন। অতএব বৃহন্নলে! তুমি আ'জ্ এক্ষণে আমার সারথি হ'য়ে সেই সমর বিশারদ কৌরবগণকে পরাভব কর।

বৃহন্নলা। (সহাস্যে) কুমার! আপনার এযে অসম্ভব কথা! আমি অবলা. আমার সারথ্য কার্য্যে কি রূপে নিপুণতা থাক্‌বে? আমি একজন সামান্যা রমণী হ'য়ে. কি রূপে সেই অজেয় কৌরব সমরে জয় লাভ ক'রবো?—কুমার! স্ত্রীজাতি পরাজিতা ভিন্ন কে কোথায় কা'রে পরাভব ক'রেছে? নৃত্য গীতাদি ক'র্ত্তে বলেন তা অনায়াসেই পারি, কিন্তু সারথ্য কার্য্য কি আমার কার্য্য?

উত্তর। বৃহন্নলে! তুমি আর আমায় প্রতারণা ক'রোনা, আমি সৈরিন্ধ্রী মুখে তোমার গুণাগুণ সমস্তই শুনেছি। কৌরবেরা এতক্ষণ সমস্ত গোধন হরণ ক'রে ল'য়ে যাচ্ছে,—অতএব বৃহন্নলে, আর আমায় ব্যঙ্গ ক'রো না, সত্বরে আমার সারথ্য ভার গ্রহণ কর।

বৃহন্নলা। যে আজ্ঞে তবে চলুন।

উত্তর। দেখ বৃহন্নলে! সমরে গমনের পূর্ব্বে জনক জননীর শ্রীচরণ দর্শন, ও তাঁদের অনুমতি লওয়া উচিত। পিতাতো যুদ্ধ যাত্রা ক'রেছেন, অতএব এখন চল, এক্‌বার জননীর অনুমতি ল'য়ে গমন করি। ঐ যে মাও বুঝি এ'দিকে আস্‌ছেন।

[ রাণীর প্রবেশ ]

উত্তর। (প্রণিপাত পূর্ব্বক) মা! কৌরবেরা আমাদের রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে,—অনুমতি ক'রুণ আমি কৌরব সমরে যাত্রা করি।

রাণী। (সবিষাদে) বৎস! চিরজীবী হও! বাবা! আমি তোমায় প্রাণ থাক্‌তে সেই অজেয় কৌরব সমরে কোন মতেই বিদায় দিতে পারবো না। আমি রাজ্য ভ্রষ্টা হ'লেও, তোমার চাঁদ মুখ দেখে সকল শোক্ পাসর্‌তে পারবো.—কিন্তু বাবা! তোমা হেন অমূল্য নিধি ছাড়া হ'লে, আমার ছার রাজ্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য কাজ্ কি? সন্তান যে কি পদার্থ, তা মা বই আর কেউ জানে না! বাবা! সমরে গমনের কথা আর আমায় ব'লো না!

উত্তর। মা! আপনি যে নিতান্তই অধৈর্য্যা হ'লেন! দেখুন, পিতা দক্ষিণ গোগৃহে গমন ক'রেছেন,—আমি যদি এখন রণে প্রতিনিবৃত্ত হই, তা হ'লে অচিরেই রাজ্য ভ্রষ্ট হ'ব। মা! যুদ্ধে প্রাণ বিনষ্ট হওয়াওতো ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম? পিতা মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্লেও অমঙ্গল ঘটনের সম্ভব;—অতএব আপনি যদি এখন প্রফুল্লান্তকরণে বিদায় না দেন, তা হ'লে মা সর্ব্বনাশ হয়।

রাণী। (সরোদনে) বাবা! আমি তোমায় সমরে পাঠিয়ে দিয়ে কোন্ প্রাণে জীবন ধারণ ক'র্বো? দেখ তোমার পিতা ত্রিগর্ত্ত সমরে গমন ক'রেছেন, জানি না অভাগিনীর কপালে কি আছে; আবার তোমাধনে বিদায় দিয়ে আমি তো প্রাণে বাঁচ্‌বো না! বাবা উত্তর! একে ভ্রাতৃ শোকে শরীর জ্বর জ্বর হ'য়েছে, আবার কেন তোমার শোকাতুরা জননীকে অকুল শোক সাগরে ভাসিয়ে যাবে? বাবা! মাতৃ বিয়োগ অপেক্ষা কি তোমার রাজ্য লাভই বেশী হ'লো?

উত্তর। মা ক্ষত্রকুলোদ্ভব হ'য়ে, আমি কি ব'লে নিরস্ত থাকি? আপনিই কেন দেখুন না, কোন্ ক্ষত্রিয় ছার জীবনের মায়া ক'রে সমরে সঙ্কুচিত হয়? তাতে তো আমি আমার নিজের রাজ্য রক্ষা ক'র্ত্তেই যা'চ্ছি। মা! স্বরাজ্য রক্ষা করাই তো ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আর আমি তো সেই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিপালন ক'র্ত্তেই সমরে গমন ক'চ্ছি—তবে আপনি কেন এত কাতরা হ'চ্ছেন? মা! ধর্ম্ম পথে গমন ক'র্ত্তে যদি বিপদ ঘটে, তবে আর উপায় কি আছে? আর তাও বলি মা, বীর মাতা ও বীর পত্নী হ'য়ে, আপনার কি এত মায়ায় মুগ্ধা হওয়া উচিত হয়? কি ক'র্বে মা! ক্ষত্রিয় কুল প্রথাই এই।—

রাণী। বাবা! তুমি যা ব'ল্‌ছো তা সকলি সত্য বটে;—ক্ষত্রিয় সন্তান তেজস্বী সাহসী, ও সমর বিশারদ হওয়াই উচিত; কিন্তু বাবা! তা ব'লে ক্ষত্রিয় অপত্য স্নেহ তো আর বিভিন্ন নয়?—ক্ষত্রিয় পিতা

মাতার মনতো আর পাষাণে নির্ম্মিত নয়? বাবা উত্তর! আমি যে এত ব্যাকুল হ'চ্ছি, শোক্ দুঃখে আমার শরীর যে জ্বর জ্বর হ'চ্চে, কিন্তু বাবা! তোমার মাকে এরূপ শোকাতুরা দেখে তোমার মন কি কিছুমাত্র কাঁদ্‌ছে না?

উত্তর। মা! আপনিই কেন বিবেচনা ক'রে দেখুননা, সামান্য মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, আমার কি এসময়ে ঘরে ব'সে থাকা উচিত হয়? আমি এখানে আপনার কাছে ব'সে থাক্‌বো, আর বিপক্ষেরা রাজ্যে প্রবেশ ক'রে প্রজাপুঞ্জের প্রতি পীড়ন ক'র্‌বে—দেব দেবীর উপর অত্যাচর ক'র্‌বে—মণি মুক্তাদি সকল হরণ ক'র্‌বে—আপনাদের সকলকে কারারুদ্ধ ক'র্‌বে, ও কত কটু, কত অসহনীয়, মন্দ বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌বে—আর আমি উপযুক্ত সন্তান হ'য়ে কি ক'রে মা আপনাদের সেই রূপ শোচনীয় অবস্থা চক্ষে দেখবো?—তা চেয়ে মা রণ করাই তো শ্লাঘনীয়? মা! আপনি কেন এত শোক বিহ্বলা হ'চ্ছেন? শ্রীপদে যদি মতি থাকে, তবে এখনি আমি শত্রুগণকে নিপাত ক'রে আপনার শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌বো।

বৃহন্নলা। রাণি! আপনি কেন এত চিন্তিতা হ'চ্ছেন? বৃহন্নলা যা'র সারথি, তার' রণে কোন ভয় নাই।

রাণী। বৃহন্নলে! তোমার মুখে একথা শুনেও আমার অনেক চিন্তা নিবারণ হ'লো! এখন তোমার হাতে হাতে কুমারকে সঁপে দিচ্ছি!—তুমিই আমার জীবন ধনকে রক্ষা ক'রো। দেখো বৃহন্নলে, যেন আমি পুত্র হারা হই না! আর আশীর্ব্বাদ করি, মা মঙ্গলা তোমাদের মঙ্গল ক'রুন্। খাণ্ডব দাহন কালে তোমার সারথি করে অর্জ্জুনের যেরূপ মঙ্গল লাভ হ'য়েছিল, ভগবতী করু'ণ আমার জীবনধন উত্তরের যেন আ'জ কৌরব সমরে সেইরূপ মঙ্গল লাভ হয়।

উত্তর। (প্রণিপাত পূর্ব্বক) মা! তবে আমরা এখন আসি?

রাণী। (মুখচুম্বন পূর্ব্বক) বাবা! আর কি ব'লবো! মা হওয়া যে বিষম দায়! সন্তানে যদি একান্তই মার কথা না শোনে,—তবে

মাকে যে অনেক ভেবে সন্তানের বশে চ'লতে হয়? বাবা! তুমি যখন একান্তই যুদ্ধে যাবে, তখন আমি তোমায় বার্ বার্ বাধা দিলে পাছে তোমার অমঙ্গল হয়, এই ভেবেই যে আমায় বুক্‌কে পাষাণ দে বাঁধ্‌তে হ'চ্চে। যাত্রাকালে মার চক্ষের জল প'ড়লে ছেলের অমঙ্গল হয়, এই ভয়েই যে আমার অশ্রুজলকে অন্তরের শোক আগুণে শুখাতে হ'চ্চে—নইলে বাবা! যে সন্তান মার প্রাণ—যাঁ'রে চক্ষের আড়াল ক'ল্লে মার প্রাণ উচ্চাটন হয়—যাঁর্ সামান্য অসুখ হ'লে মার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হয়, ও কত খানা মনে হ'য়ে মার শরীর জ্বরজ্বর করে—যে সন্তান মার শোকদুঃখ নিবারণের স্থল, ও জলপিণ্ডের আশা,—সেই অমূল্য নিধিকে কি সমরে পাঠিয়ে দে, মার প্রাণ কখন স্থির থাকে?—কিন্তু বাবা, কি ক'রবো,—আমার যে উভয় সঙ্কট-আর তুমি, ও যে কৃত সঙ্কল্প হ'য়েছ—এখন যদি একান্তই সমরে আসবে গিয়ে—তবে এক কর্ম্ম কর; যাত্রাকালে ভক্তিচিত্তে মা ভগবতীকে প্রণাম ক'রে তাঁর শ্রীচরণ স্মরণ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে এসগে। (ঊর্দ্ধমুখে) মা দুর্গে! শুনেছি যাত্রাকালে যে জন তোমার নাম স্মরণ ক'রে কোথাও যাত্রা করে,—তা'র কখন কোন বিপদ ঘটেনা, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিশুল হস্তে তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তা'রে রক্ষা করেন,—তা দেখো মা! এই দুঃখিনীর ধনকে আ'জ্ সেই সাক্ষাৎ কৃতান্ত সম কৌরব হস্তে রক্ষা ক'রো?

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত ]

( পটক্ষেপণ। )

( নেপথ্যে——রোদনস্বরে গীত। )

রাগিণী ললীত—তাল আড়া।

দুর্গতি নাশীনি দুর্গে দুর্গমে তারমা শিবে।
দেখো যেন এ অধিনী, ভাসেনা শোক অর্ণবে॥

পতি পুত্র ঘোর রণে,
ব্রতী স্বরাজ্য রক্ষণে,
দাসী যে মা মরে প্রাণে,
অমঙ্গল ভেবে ভেবে॥

পতি সতীর ভুষণ,
সন্তান মায়ের প্রাণ,
সে ধনে হারালে কিসে,
রবে মা পরাণ?—

তুমি মা মঙ্গল দাত্রী,
বিপন্ন তারণ কর্ত্রী,
শরণাপন্ন গতি,
জানি প্রচার আছে মা ভবে॥

# পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সমরভূমি সন্নিহিত বিজন মাঠ।

রথোপরি বৃহন্নলা ও উত্তর উপস্থিত।

উত্তর। (সবিস্ময়ে) বৃহন্নলে! এ কোথায় এলে? কোথায় কৌরব সমরে গমন ক'র্‌বে, তা না হ'য়ে কোথায় সমুদ্র তীরে উপনীত হ'লে। উঃ! কি মহাশব্দ! তুমি যেমন অর্জ্জুনের সারথি ছিলে, তা'রও বিশেষ পরিচয় পেলাম, আর তোমার সাহায্যে যত জয় লাভ ক'রবো, তাও দেখ্‌তে পা'চ্ছি!

বৃহন্নলা। কুমার! আপনি যা মহাসমুদ্র ব'লে বোধ ক'চ্ছেন, ও তা' নয়। বহুসংখ্যক কুরুসৈন্য উত্তমরূপ সুসজ্জিত হ'য়ে বিচরণ ক'চ্ছে ব'লে, উহা সমুদ্রের জলের ন্যায় বোধ হ'চ্ছে! আর ধ্বজা পতাকা সকল বায়ুবেগে সঞ্চালিত হওয়াতে সমুদ্রের তরঙ্গ ব'লে বোধ হ'চ্ছে! আর যা মহাশব্দ শুন্‌ছেন, ওটা কৌরব সৈন্যের কোলাহল।

উত্তর। (ভয় বিহ্বল হৃদয়ে) অ্যাঁ! ও সকল কুরুসৈন্য দল? বৃহন্নলে! তবে আমি কখনই ঐ সমর বিশারদ দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বহুবীর পূর্ণ দেবদুরাসদ বীর পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ত্তে পারবো না! হায়! আমার এই সকল ভেবেই শরীর রোমাঞ্চ হচ্ছে!—বৃহন্নলে! যুদ্ধ করা দূরে থাক্, সৈন্য দল দেখেই আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে! হা পিত! আপনার সঙ্গে বুঝি এই দেখাই শেষ দেখা হ'লো—হা মাত! তুমি যে আমায় কত নিবারণ ক'রেছিলে; মা! বারম্বার মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করার ফল বুঝি এই বার ফ'ল্লো! (সকম্পিতে) বৃহন্নলে! তোমায় মিনতি ক'রি, তুমি রথ ফিরাও।

বৃহন্নলা। (উৎসাহিত বচনে) কুমার! সমরে প্রবেশ ক'র্ত্তে না ক'র্ত্তেই এত ভীত হ'চ্ছেন কেন? যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া তো ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নয়। যাত্রা কালে স্ত্রীগণের নিকট কত দম্ভ ক'রে ব'লেছিলেন, শত্রুগণকে পরাজয় ক'রবেন,—কিন্তু এখন্ আপনি প্রত্যাগমন ক'রে, কি ব'লে তাঁ'দের নিকট মুখ দেখাবেন? সৈরিন্ধ্রী সর্ব্ব সমক্ষে অমার সারথ্য কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা ক'রেছেন,—আমিই বা কি ব'লে সকলের নিকট মুখ দেখাবো? ওঃ! তা কখনই পার্‌বো না! কুমার! মিনতি করি, মনকে উৎসাহ প্রদান ক'রে সমরে প্রবৃত্ত হ'ন।

উত্তর। (সভয়ে) বৃহন্নলে! পুরবাসীগণ সকলে হাস্যই ক'রুক—পিতা আমায় তিরস্কারই করুন—কৌরবগণ আমার রাজ্যই জয় ক'রুক—আমি কখনই সেই সমর বিশারদ বীরগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'র্ত্তে পারবো না।

বৃহন্নলা। কুমার! এইতো আপনার মাকে কত বুঝ্য়ে এলেন, তবে এখন এত ভয় ক'চ্ছেন কেন? যুদ্ধ ক'র্ত্তে এসে ভয় করা কি বীরের ধর্ম্ম? সংগ্রামে পলায়ন অপেক্ষা জীবন দেওয়াই বীরের কার্য্য। আপনিতো জানেন, দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য ক্ষত্রিয়ের সমরে জীবন দেওয়াই প্রধান ধর্ম্ম।

উত্তর। (সভয়ে) বৃহন্নলে! তা ব'লে বিষধর ফণি মুখে ইচ্ছা পূর্ব্বক কে হস্ত নিক্ষেপ করে? মহাসমুদ্র কি কখন তৃণ ভেলায় পার হওয়া যায়? কৌরবদের চিরদাস হ'য়ে থাকি সেও ভাল, তত্রাচ আমি কখনই অমূল্য ধন জীবন বিসর্জ্জন ক'র্ত্তে পারবো না। (রথ হইতে অবতরণ ও পলায়ন)।

বৃহন্নলা। (উচ্চৈঃস্বরে) কুমার! ওকি? স্থির হ'ন্, স্থির হ'ন্! লোকে ব'ল্‌বে কি? পালাবেন্ না, পালাবেন না।

(পশ্চাদ্ধাবন)

(পটক্ষেপণ)

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

### কৌরব শিবির।

মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য কৌরবগণ প্রভৃতি উপস্থিত।

কৃপ। (দূর হইতে অর্জ্জুনকে দেখিয়া সভয়ে) মেঘাচ্ছাদিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এ ব্যক্তি কে? এরে নপুংসক ব'লেই বোধ হ'চ্ছে, কিন্তু ঠিক্ যেন সেই অরিন্দম অর্জ্জুনের মত অবয়ব লক্ষ হ'চ্ছে। বোধ হয় ইনি অর্জ্জুনই হবেন। তা'ই বা কেমন ক'রে বলা যায়; সেই মহাত্মাই বা এখানে কি জন্যে আগমন ক'র্‌বেন? কিন্তু অর্জ্জুন ব্যতীত এই অজেয় কৌরব সমরে একাকী যুদ্ধ ক'র্ত্তেই বা কে সাহসী হবে? বোধ হয় তিনি মৎস্য রাজ্যে প্রচ্ছন্ন বেশে অবস্থিতি ক'চ্ছিলেন।

দ্রোণ। (সভয়ে) দেখ বীরগণ! অদ্য নানা প্রকার অমঙ্গলের চিহ্ন নিরীক্ষণ ক'চ্ছি! না জানি কি মহা-ভয়ঙ্কর ব্যাপারই উপস্থিত হবে। দেখ! বায়ু অগ্নিবৎ প্রবাহিত হ'চ্ছে! নভোমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন হ'চ্ছে! শিবা সকল উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'চ্ছে! অশ্বগণ ক্রন্দন ক'চ্ছে! আরও নানা প্রকার অশুভ লক্ষণ দেখ্‌ছি! বলা যায় না, আ'জ্ অদৃষ্টে কি আছে। দেখ বীরগণ! এক্ষণে তোমরা আত্ম রক্ষায় যত্নবান্ হও। (ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) ভীষ্ম! ক্লীব বেশ ধারী সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ ঐ মহাত্মাই অর্জ্জুন হ'বেন, তা'র আর সন্দেহ নাই; উনিই বাসবের নিকট অস্ত্র শিক্ষা ক'রেছিলেন, ঐ মহাত্মাই সমর নৈপুণ্যগুণে ভগবান্ পশুপতির সন্তোষ সাধন ক'রেছিলেন। ওঁর সঙ্গে যুদ্ধ

করে এমন বীর পুরুষতো আমাদের কেউ নাই? আ'জ জীবন রক্ষা সন্দেহ দেখ্‌ছি।

কর্ণ। (সদর্পে) মহাশয়! আপনি সর্ব্বদাই পার্থের গুণগান ও আমাদের নিন্দা ক'রে থাকেন, আপনি মনে করেন, অর্জ্জুনই কেবল একজন যোদ্ধা এই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন? আপনি মনে করেন, বসুন্ধরা কেবল ঐ এক মাত্র বীর প্রসব ক'রেছেন? কিন্তু আপনি জানেন, পার্থ কর্ণের ও মহাত্মা দুর্য্যোধনের ষোড়শাংশের একাংশ হ'বে না! অতএব কেন আপনি এত চিন্তিত হ'চ্ছেন?

দুর্য্যোধন। কর্ণ! যদি ঐ ক্লীব বেশ ধারী যথার্থই পার্থ হয়, তবে আমাদেরও মন বাঞ্ছা পূর্ণ হবে? এখনি আবার দ্বাদশ বৎসর ব'নে পাঠাব! কারণ এখনো পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাস শেষ হয় নাই; আর যদি পার্থ না হয়, তা হ'লে এই দণ্ডেই তা'র প্রাণ সংহার ক'র্‌বো।

[ সকলের প্রস্থান।

( পটক্ষেপণ )

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান শমী বৃক্ষ।

রথোপরি বৃহন্নলা ও উত্তর আসীন।

উত্তর। (ভয়বিহ্বল হৃদয়ে) বৃহন্নলে! মিনতি করি, তুমি আমায় ছেড়ে দাও! কৌরব সমরে লয়ে গিয়ে কেন আমার প্রাণ বিনাশ কর্‌বে? আমি তোমায় স্বুবর্ণ নির্ম্মিত বহুমূল্য অলঙ্কার, মণি মুক্তাদি খচিত কিরীট, বসন, ও উত্তম শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত রথ, আরও তুমি যা চাবে আমি তোমায় তাই দিব, তুমি রথ ফিরাও।

বৃহন্নলা। (উৎসাহিত বচনে) কুমার! আপনি যে পাগল হ'লেন দেখ্‌ছি! যদি আপনার একান্তই যুদ্ধ ক'র্ত্তে সাহস না হয়—তবে আপনি আমার সারথ্য ভার গ্রহণ করুন, আমিই একাকী সমস্ত কৌরবগণকে পরাজয় ক'রে, আপনার গোধন মোচন ক'রবো?

উত্তর। বৃহন্নলে! তুমি ব'ল্‌ছো বটে, কিন্তু আমার কিছুতেই সাহস হ'চ্ছে না। যা'হ'ক্ আমি তোমার সারথ্য ভার গ্রহণ ক'চ্ছি—কিন্তু তেমন্ তেমন্ দেখিতো পলায়ন ক'র্‌বো।

বৃহন্নলা। কুমার! তবে এই যে শমী বৃক্ষ দেখছো, (অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ) এতে মহাত্মা পাণ্ডবগণের ধনুর্ব্বাণ, দিব্য কবচ, ও গাণ্ডীব ধনু সংস্থাপিত আছে; অতএব বৃক্ষে আরোহণ ক'রে ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আনয়ন কর।

উত্তর। বৃহন্নলে! ওতো অস্ত্রাদি নয়! শুনেছি ওটা একটা মৃত শরীর, তবে আমি উহা কিরূপে স্পর্শ ক'রবো? মৃত দেহ স্পর্শ ক'ল্লে শাস্ত্রানুসারে অশুচি হয়, আমি অশুচি হ'লে তুমিই বা আমায় কিরূপে স্পর্শ ক'রবে?

বৃহন্নলা। কুমার! আপনি রাজ পুত্র, বিশেষতঃ মহাত্মা বিরাটের জীবনধন, বাস্তবিক যদি উহা শব হ'তো,—তাহ'লে কি কখন আপনাকে স্পর্শ ক'র্ত্তে ব'লতে পারি? আপনি যাকে শব দেহ মনে ক'চ্ছেন, উহা কার্ম্মুক, শব নয়, অতএব আপনি অসন্দিগ্ধ চিত্তে বৃক্ষে আরোহণ করুন।

[ উত্তরের বৃক্ষে আরোহণ ও অস্ত্র শস্ত্র আনয়ন। ]

উত্তর। (সবিস্ময়ে) বৃহন্নলে! মহাত্মা পাণ্ডবগণের স্বুবর্ণ নির্ম্মিত সমুজ্জ্বল শস্ত্র সকল এখনও দেদীপ্যমান র'য়েছে, কিন্তু তাঁ'রা এক্ষণে কোথায়? শুনেছিলাম তাঁ'রা দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত হ'য়ে, পতিপ্রাণা দ্রৌপদীর সঙ্গে যে কোথায় গেছেন, তা কেউ ব'লতে পারে না?

বৃহন্নলা। কুমার! সেই পাণ্ডবগণ এক্ষণে আপনাদের আশ্রয়েই বাস ক'চ্ছেন। (সহাস্যে) আমিই সেই অর্জ্জুন! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কঙ্ক নাম ধারণ ক'রে আপনার পিতার সভ্য পদে অধিরূঢ় হ'য়েছেন, ভীমসেন বল্লব নামক পাচক, নকুল অশ্বপাল, ও সহদেব গোপাল ব'লে পরিচিত আছেন, আর পতিপ্রাণা কৃষ্ণা আপনার জননীর সৈরিন্ধ্রী নাম্নী পরিচারিকা হ'য়ে কালযাপন ক'চ্ছেন।

উত্তর। ( সবিস্ময়ে ) অ্যাঁ! কি ব'ল্লে, তাকি কখন সম্ভব?—না তা কখন হ'তে পারে? আচ্ছা বৃহন্নলে! তুমিই যদি অর্জ্জুন, তবে অর্জ্জুনের দশ্‌টী নাম বল দেখি?

বৃহন্নলা। (সহাস্যে) অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎস, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী, ও ধনঞ্জয়।

উত্তর। বৃহন্নলে! অর্জ্জুন কি জন্যে এই দশ্‌টী নাম ধারণ ক'রেছিলেন, তা যদি তুমি ব'লতে পার, তা হ'লে আমি তোমার কথায় বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি।

বৃহন্নলা। কুমার! আমি যে জন্য সেই দশটী নাম ধারণ ক'রেছি, তা শোন। আমার বর্ণের ব্যক্তি অতি দুর্লভ ব'লে, আমার নাম অর্জ্জুন;

উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে আমার জন্ম হ'য়েছে, এজন্য আমার নাম ফাল্গুনী ; অজেয় ও দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে দমন ক'রে থাকি, এই জন্যে আমার নাম জিষ্ণু; মহাপরাক্রমশালী দানবগণের সঙ্গে সংগ্রামে সুররাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হ'য়ে আমার মস্তকে সূর্য্য সন্নিভ কিরীট প্রদান ক'রিয়াছিলেন, এই জন্য আমার নাম কিরীটী ; সমরে আমার রথে শ্বেতাশ্ব সংযোজিত হয় ব'লে, আমার নাম শ্বেতবাহন ; আমি সংগ্রামে কখন বীভৎস কর্ম্ম করি নাই, সেই জন্য বীভৎস নামে খ্যাত হ'য়েছি; আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে সমরবিশারদ বীর গণকে পরাজয় না ক'রে গৃহে প্রত্যাগমন করি না, এজন্য আমার নাম বিজয় ; কৃষ্ণ বর্ণ বালক সচরাচর লোকের প্রীতি ভাজন হয় ব'লে, আমার নাম কৃষ্ণ ; আমি উভয় হস্তেই গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ ক'র্ত্তে পারি, এই জন্যে আমার নাম সব্যসাচী ; আর আমি সকল রাষ্ট্র জয় ক'রে অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি, এজন্য আমার নাম ধনঞ্জয়।

উত্তর। (গলবস্ত্রে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে) হে বীরবর! হে অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা! আমায় রক্ষা করুন। দেব! আমি অজ্ঞানকৃত আপনাকে কত তুচ্ছ তাচ্ছল্য ও কত কটু কথা ব'লেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দেব! আমি ঐ শ্রীপদে স্মরণাগত হ'লাম, আমার প্রতি প্রসন্ন হ'ন্।

অর্জ্জুন। (সহাস্যে) কুমার! অজ্ঞানকৃত অপরাধ কেউ কি কখন গ্রহণ করেন? আমি তোমার প্রতি প্রসন্নই আছি, তজ্জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি এক্ষণে আমার সারথ্য ভার গ্রহণ ক'রে সমরে চল। আমি এখনি শত্রুগণকে পরাজয় ক'রে তোমার সমস্ত গোধন মোচন ক'র্‌বো।

উত্তর। দেব! আমি আর শত্রুগণকে কিছু মাত্র ভয় করিনা। আপনার প্রসাদে নিশ্চই জয় লাভ ক'র্‌বো, আপনি রণস্থলে কেশব বা দেবরাজ তুল্য হ'বেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রভু! আপনি কোন্ কর্ম্মফলে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছেন?

অর্জ্জুন। কুমার! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে এক বৎসরের জন্যে আমি এই ব্রতানুষ্ঠান ক'রেছি, নতুবা আমি বাস্তবিক ক্লীব নই।

উত্তর। দেব! আর আমার কিছু মাত্র ভয় নাই। কৌরবগণের কথা দূরে থাক্, এক্ষণে অমর কিম্বা অসুরগণের সঙ্গেও সংগ্রাম ক'র্ত্তে পারি। প্রভু! এক্ষণে আপনি যা অনুমতি ক'রবেন, আমি তাই ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছি; কিন্তু বীরবর! আপনি সহায় সম্পত্তি বিহীন হ'য়ে, একাকী কিরূপে সেই মহাবীরগণকে পরাভব ক'র্‌বেন, আমি তা'ই ভেবিই বিমুগ্ধ হ'চ্ছি।

অর্জ্জুন। (উৎসাহিত বচনে) কুমার! তুমি কিছু মাত্র চিন্তিত হ'ও না। আমি যখন ঘোষযাত্রা কালে বীর্য্যবন্ত গন্ধর্ব্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলাম, তখন আমার কে সাহায্য ক'রেছিল?—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে যখন বহুসংখ্যক ভূপতিগণকে পরাভব ক'রেছিলাম, তখন আমায় কে সাহায্য ক'রেছিল?—যখন দেবাসুর পরিবৃত ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম, তখন আমায় কে সাহায্য ক'রেছিল? সেই সকল ঘোরতর সংগ্রামে যখন জয় লাভ ক'রেছি, তখন আর এই সামান্য কৌরব সমরে কেনই বা জয় লাভ ক'র্ত্তে পারবো না? কুমার! তোমার কোন ভয় নাই, নিঃশঙ্কচিত্তে রথ চালনা কর, আমি শঙ্খ ধ্বনি করি। ( শঙ্খ ধ্বনি )

উত্তর। [ভয় ব্যাকুল হৃদয়ে] উঃ! প্রভু! আপনার পায় ধরি, আপনি ক্ষান্ত হ'ন্।

অর্জ্জুন। (উৎসাহিত বচনে) কুমার! আবার কেন এত ভীত হ'চ্ছ? তুমি কি কখন শঙ্খ ধ্বনি, ভেরীরব, কিম্বা রণ মাতঙ্গ বৃংহিত শোন নাই? তবে কি জন্যে এত ম্লান ও বিষণ্ণ হ'চ্ছ? রণস্থলে ভীত হ'য়ে, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কলুষিত ক'রো না।

উত্তর। দেব! আমি নানা প্রকার ভেরীরব, শঙ্খ ধ্বনি, ও রণমাতঙ্গ বৃংহিত শুনেছি বটে, কিন্তু এমন ভয়াবহ গভীর গর্জ্জন কখন শুনি

নাই। দেব! এই সকল ভয়ঙ্কর শব্দ শুনেই আমি সাতিশয় ভীত হ'য়েছি।

অর্জ্জুন। কুমার! তোমার কোন ভয় নাই। তুমি রথরশ্মি দৃঢ়তর রূপে ধারণ ক'রে রথ চালনা কর, আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি ক'র্‌বো।

[ পুনরায় শঙ্খধ্বনি ও সমরাভিমুখে গমন ]

( পটক্ষেপণ )

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

## কৌরবশিবির।

মহাত্মা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও অন্যান্য কৌরবগণ উপস্থিত।

দ্রোণ। ( সভয়ে ) মেঘগর্জ্জনের মত যেরূপ রথনির্ঘোষ ও শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে!—এতো নিশ্চয়ই অর্জ্জুন হবেন; কারণ দেবদত্ত বিনা এমন ভয়াবহ শব্দ কখন শুনি নাই। কি আশ্চর্য্য! শব্দ শুনিবামাত্রই যোদ্ধৃবর্গের মুখ ম্লান, ও চিত্ত অভিভূত হ'চ্ছে!—ঐ দেখ, আমাদের অস্ত্র শস্ত্র সকল ক্রমশঃই নিষ্প্রভ হ'চ্ছে!—সমুজ্জ্বল বস্ত্র সকলও দীপ্তিশূন্য হ'চ্ছে! মৃগগণ ঘোর নিনাদ ক'চ্ছে! শিবাগণ ক্রন্দন ক'চ্ছে! শকুনিগণ আমাদের দক্ষিণ ভাগ আশ্রয় ক'রে, নানারূপ বিভীষিকা প্রদর্শন ক'চ্ছে! হায়! আজ আর নিস্তার নাই। অদ্য রণে অসংখ্য বীরপুরুষ পতন হ'বে, সন্দেহ নাই। দেখ বীরগণ! এক্ষণে ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

দুর্য্যোধন। ( রোষকষায়িত লোচনে ) দেব! বিপদকালে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির ক'র্ত্তে পারেন না। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তার ভ্রমকূপে নিপতিত হ'ন্; কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হ'লে, সর্ব্বদাই তা'তে সংশয় উপস্থিত হয়; অতএব আপনি কেন এত ভীত হ'চ্ছেন? অদ্যকার রণে যিনিই আসুন, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এলেও তাঁ'র সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবো কৃতসংকল্প হ'য়েছি। [ ভীষ্মের প্রতি ] পিতামহ! গুরু সর্ব্বদাই ধনঞ্জয়ের প্রশংসা করেন, নতুবা অশ্বের হ্রেষারব

ও শঙ্খধ্বনি শুনে কে আর যোদ্ধার প্রশংসা করে? আমি বেশ জানি উনি নিতান্তই পাণ্ডবকুলের অনুকূল।

কর্ণ। (সদর্পে) ধনঞ্জয়ই আসুন, আর যিনিই আসুন, আমি অবশ্যই তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বো! যেমন উল্কাদ্বারা মহাগজকে নিপীড়িত করে,—সর্প যেমন ভেকগণকে আক্রমণ করে—আমিও তেম্‌নি আ'জ্ সেই পাপাত্মাকে আক্রমণ ক'রে তা'র প্রাণ সংহার ক'র্‌বো! অর্জ্জুনও জগদ্বিখ্যাত বীর বটে, কিন্তু আমিও উহাপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নই! আমিও ঋষিশ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষা ক'রেছি, সেই সমস্ত অস্ত্রও স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে অমরগণের সঙ্গেও যুদ্ধ ক'র্ত্তে পারি,—তা কি ছার ধনঞ্জয়!—আ'জ্ বিপক্ষেরা আমারও বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ ক'রুক!

দ্রোণ। কর্ণ! তোমার বল বিক্রমতো আমার কিছুই অবিদিত নাই! ঘরে ব'সে রাজার মাকে সকলেই ডা'ন্ ব'লে থাকে। মুখের কথায় যদি কাজ্ হ'তো,—তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি? তুমি মৃগ হ'য়ে সিংহের সঙ্গে কি রূপে যুদ্ধ ক'র্ত্তে সাহসিক হ'য়েছ?—তুমি বিহঙ্গম হ'য়ে কি রূপে ব্যাধের অনিষ্টকামনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছ?—তুমি পতঙ্গ হ'য়ে কি রূপে মাতঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ কামনা ক'রেছ?

কর্ণ। (সক্রোধে) মহাশয়! আপনার কি এই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম? সামান্য কার্য্যে নিরুৎসাহ ক'র্লেও কেউ কখন সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন্ না। কোথায় যোদ্ধৃবর্গকে উৎসাহ প্রদান ক'র্‌বেন, তা না ক'রে নিয়তই তাদের নিরুৎসাহিত ক'চ্ছেন! আপনিই তো সমস্ত সেনা সামন্তকে ভয় প্রদর্শন ক'রেছেন? আপনি জানেন, কর্ণ কখন সংগ্রামে ভীত হয় না? আপনারাই পার্থকে ভয় করেন, কিন্তু কর্ণ তা'রে তৃণবৎ জ্ঞান করে।

কৃপ। দেখ কর্ণ! মহাত্মা অর্জ্জুন একাকী শূলপাণির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাঁ'রে সন্তুষ্ট ক'রেছিলেন,—ঐ বীর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে একাকী সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় ক'রেছিলেন,—ঐ মহাত্মা

একাকী সংগ্রামে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ও কালকঞ্জ দানবদলকে সংহার ক'রেছিলেন,—ঐ মহাত্মা একাকী সুভদ্রাকে হরণ ক'রে দ্বৈরথ যুদ্ধ ক'র্‌বার মানসে কৃষ্ণকে আহ্বান ক'রেছিলেন,—কিন্তু তুমি একাকী কোন্ কালে কোন্ মহৎকার্য্য সম্পাদন ক'রেছ?—তবে তোমার এত দর্প কেন? তুমি কি হস্তপদাদি বন্ধন ক'রে সমুদ্রে সন্তরণ ক'র্‌বার অভিলাষী হয়েছ?—তুমি কি কূপোদক মিশ্রিত ক'রে সুরধুনীকে কলুষিত ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছ?

অশ্বত্থামা। (সক্রোধে) কর্ণ! তুমি কিজন্য এত আত্মশ্লাঘা ক'চ্ছ? মহাপরাক্রমশালী বীরপুরুষগণও ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে, ও প্রচুর অর্থ সংগ্রহ ক'রে. কখন অহঙ্কার প্রকাশ করেন না, পৃথিবী মৌনভাবেই সমস্ত ভার বহন করেন, দিবাকর বিনানুরোধেই তাঁ'র প্রভা বিস্তার করেন, তবে তুমি কিজন্যে এত গর্ব্ব প্রকাশ ক'চ্ছ? দেখ, নৃশংস দুর্য্যোধনের মত কোন্ ব্যক্তি কপটদ্যূতে রাজ্যলাভ ক'রে সন্তুষ্ট থাকে?—কোন্ ব্যক্তি ছলনা, প্রতারণা ও অধর্ম্মদ্বারা অর্থ সংগ্রহ ক'রে অহঙ্কার প্রকাশ করে?—একবস্ত্র-পরিধানা রজস্বলা দ্রৌপদীকে জয় ক'রে. সভায় আনয়ন করাই তোমা-দের এক মাত্র কার্য্য, দর্প ও বীরত্ব!—সেই কর্ম্মের ফলাফলও আ'জ্ ভোগ কর্ত্তে হবে'

ভীষ্ম। (দ্রোণ ও অশ্বত্থামার প্রতি) দেখুন, দেশ-কাল পরিজ্ঞাত হ'য়েই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য! কর্ণ যোদ্ধৃবর্গকে উৎসাহিত ক'র্‌বার জন্যই সমরবাসনা ক'চ্ছেন! অর্জ্জুনও আগতপ্রায়, এক্ষণে আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়—সকলে সমবেত হ'য়ে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ।

অশ্বত্থামা। (সক্রোধে) দেখুন দেখি, মহাশয়! কি অন্যায়! কি! নরাধম আমার সাক্ষাতে পরমার্চ্চনীয় পিতার নিন্দা করে? গুরুজনের নিন্দা কি কখন সহ্য হয়? যদি কখন পাপপুণ্যের বিচার থাকে,—যদি কখন ধর্ম্মের জয় হয়,—তবে মহাত্মা অর্জ্জুন আ'জ্ নিশ্চয়ই সমরে জয়লাভ ক'র্‌বেন! পিতা তো আমার কিছুই অন্যায্য কথা

বলেন নাই! পণ্ডিতেরা গুণীর গুণ ও দোষীর দোষ উল্লেখ ক'র্ত্তে কখনই পরাঙ্মুখ হ'ন না, তাঁরা প্রযত্নসহকারে পুত্রকে ও শিষ্যকে সদুপদেশ দিয়া থাকেন।

দুর্য্যোধন। (করযোড়ে দ্রোণ ও দ্রৌণির প্রতি) প্রভু! ক্ষান্ত হ'ন, আমায় ক্ষমা ক'রুন, আপনারা ক্রুদ্ধ হ'লে কখনই আমাদের মঙ্গল-আশা নাই।

দুর্য্যোধন। (ভীষ্মের দিকে চাহিয়া) পিতামহ! পাণ্ডবদের তো প্রতিজ্ঞাত সময় এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই, তবে অর্জ্জুন আ'জ্ কিরূপে সমরে বহির্ভূত হ'য়েছে?

ভীষ্ম। বৎস! আমি অনেকক্ষণ গণনা ক'রে দেখেছি, পাণ্ডবদের ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হ'য়ে পঞ্চমাস ও ছয়দিবস অধিক হ'য়েছে। বৎস! পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক, তাঁ'রা অবলীলাক্রমে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্ত্তে পারেন, তত্রাচ অধর্ম্মপথে কদাচ পাদবিক্ষেপ ক'র্ত্তে পারেন না। তাঁ'দের সময় অতিক্রান্ত না হ'লে, আ'জ্ অর্জ্জুন রণস্থলে কখনই আবির্ভূত হতেন না। বৎস! কাম ও ক্রোধ এই দুটী রিপু বড় ভয়ানক; দেখ, অত্যন্ত ক্রোধ কেবল অমঙ্গলের কারণই হ'য়ে থাকে, ও পদে পদে বিপদাশঙ্কা হয়। অতীব ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিরা কখনই সুখী হ'ন্ না, ও অত্যন্ত কামপরতন্ত্র ব্যক্তিরা কখনই প্রতিপত্তিলাভে সমর্থ হ'ন্ না। এই অনিষ্টকর রিপু দুটীকে প্রশ্রয় দিলে মনুষ্যেরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও হিতাহিত বিবেকশূন্য হ'ন,—এই জন্যই বুধগণ সহিষ্ণুতা-বাণদ্বারা সতত এদের পরাজয় ক'রে থাকেন। বৎস! ধর্ম্মই পৃথিবীর সার পদার্থ, সেই ধর্ম্মোপার্জ্জন ক'র্ত্তে হ'লে, এদুটী রিপুকে অগ্রে দমন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অধর্ম্মের জয় কখনই হয় না! অতএব বৎস, আমার বিবেচনায় উপস্থিত রণে জয় আশা না ক'রে অগ্রে এই দুটী রিপুকে পরাজয় কর। তুমি যদি এখনও ক্ষান্ত হও, তা হ'লে, আমি মীমাংসার চেষ্টা করি।

দুর্য্যোধন। (সক্রোধে) পিতামহ! আমি তা কখনই পারবো না!

কারণ অন্যের সহিত যুদ্ধ ক'র্ত্তে যদি পাণ্ডবেরা তাদের সাহায্য করে, তা হ'লে কি আমাদের ক্ষমা করা উচিত?—অতএব আপনি যুদ্ধের উদ্যোগ করুন।

ভীষ্ম। ( চিন্তিতান্তঃকরণে ) বৎস! তবে আর আমি কি ব'ল্‌বো? এক্ষণে সৈন্য সুসজ্জিত করে সত্বরে রণস্থলে চল।

দুর্য্যো। যে আজ্ঞে।

[ সকলের প্রস্থান।

( পটক্ষেপণ )

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উত্তর গোগৃহ।

রণস্থল।

একদিকে রথোপরি রণসাজে অর্জ্জুন ও উত্তর আসীন এবং

অপরদিকে রথোপরি রণসাজে কর্ণ উপস্থিত।

অর্জ্জুন। ( সদর্পে ও সক্রোধে )—রে পাপাত্মন্!—রে অধর্ম্মচারি কর্ণ! তুই যে তোর মত বীর নাই ব'লে আত্মশ্লাঘা ক'রিস্, এক্ষণে অদ্য রণস্থলে তোর্ সেই বাক্য রক্ষাকর্! পামর! দুরাচার দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হ'য়ে কেবল অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছিস্? কুলাঙ্গার! মনে ক'রেছিস, পাণ্ডবগণকে চিরনির্ব্বাসন ক'রে দুর্য্যোধনকে ল'য়ে সুখে রাজ্য ভোগ ক'র্‌বি? নরাধম! তুই জানিস্, পাণ্ডবেরা কেবল ধর্ম্ম প্রতিপালনজন্যে নিরস্ত ছিলেন, নতুবা তোরে ও তোর দুর্য্যোধনকে এতদিন কোন্ কালে শমনসদনে প্রেরণ ক'র্ত্তেন? দুরাচার! অধর্ম্মকে আলিঙ্গন ক'রে একবারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিলি? আয় নরাধম! আ'জ্ তোরে দেখাবো ধর্ম্মের জয়, কি অধর্ম্মের জয়! পাপাত্মন্! তুই জানিস না, ধনঞ্জয় কেবল তোদের দর্প চূর্ণ ক'র্‌বার জন্যেই আ'জ্ রণক্ষেত্রে আগমন ক'রেছে? অনিল যেরূপ বসন্তকালে বৃক্ষপত্র নিপাতিত ক'রে,—মেঘ যেরূপ সূর্য্যের প্রখর রশ্মি ধ্বংস করে,—আজ্ আমিও তোরে সেইরূপ রণস্থলে ধ্বংস ক'র্‌বো? পাপাত্মন্! তুই জানিস্, আমি রণে প্রবৃত্ত হ'লে সমরদুর্জ্জয় বীরগণকে পরাজয় না ক'রে গৃহে প্রত্যাগমন

ক'রি না ব'লে, লোকে আমার নাম বিজয় ব'লে পরিচিত আছে? পামর! আ'জ্‌ তোরে শমনসদনে প্রেরণ না ক'রে সমরে প্রতিনিবৃত্ত হ'বো না।

কর্ণ। (সক্রোধে)—রে পাপাত্মন্ পার্থ! তোর্ যে রূপ বাগাড়ম্বর দেখছি,—কার্য্যে তা'তো কিছুই দেখি না? মূঢ় লোকেরা সহায়-সম্পত্তিবিহীন হ'লে যেমন ধর্ম্মজ্ঞানী হয়—তো'রাও তেমনি ধর্ম্ম-জ্ঞানী। পাপাত্মন্! তো'রা হীনবীর্য্য হ'য়ে এক্ষণে বড় ধর্ম্মজ্ঞানী হ'য়েছিস্?—রে বর্ব্বর! হীনবলের কাছে তোর বীরত্বের বড় দর্প ক'রিস্—কিন্তু কর্ণ আ'জ্ তোর্ সেই দর্প চূর্ণ ক'র্‌বে?—দেখ্ পামর! গরুড় যেমন পন্নগগণকে আক্রমণ করে,—রাহু যেমন শশীকে আক্রমণ করে,—আ'জ্ আমিও তোরে রণস্থলে সেই রূপ আক্রমণ ক'রে বিনাশ ক'র্‌বো! স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এসে যদি তো'র জন্যে যুদ্ধ করেন—তত্রাচ তো'র্ আ'জ্ নিস্তার নাই।

অর্জ্জুন। (সদর্পে)—কি পামর! ধনঞ্জয় কি তো'র বীরত্বে ভয় করে? মূর্খ! হিমালয় কি কখন শীতে ভীত হয়?—বৃক্ষ কি কখন ফলভরে উৎপাটিত হয়?—না পৃথিবী কখন ভারবহনে ক্লান্তা হয়? তুই জানিস্, এই অর্জ্জুন একাকী খাণ্ডব দাহন ক'রে অগ্নির তৃপ্তি সাধন ক'রেছিল?—তুই জানিস্, এই অর্জ্জুন একাকী নিখিল অরাতিকুল পরাভব ক'রে কুরুকুলের যশোরাশি বিস্তার করেছিল? পামর! আর বাক্ বিতণ্ডার প্রয়োজন কি?—যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ কর্।

[ উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম ও কর্ণের পলায়ন। ]

( নেপথ্যে—জয়! কুমার উত্তরের জয়! জয়! কুমার উত্তরের জয়! )

[ দ্রুতবেগে রথোপরি দ্রোণের প্রবেশ। ]

অর্জ্জুন। (প্রণিপাতপূর্ব্বক) হে মহাভাগ! হে সমরদুর্জ্জয়! আপনি এখানে, কেন? গুরুদেব! আপনি পরম ধার্ম্মিক,—আপনি কি ব'লে এই অধর্ম্ম ও অসমতুল্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন?—প্রভু!

শিক্ষাদাতা যদি সতত অধর্ম্মপথে বিচরণ করেন, তবে তাঁর ছাত্রগণ কি রূপে ধর্ম্মাবলম্বী হবে? দেব! পাপাত্মা দুর্য্যোধন অধর্ম্মাচারী, প্রতারক ও পরস্বাপহারক বটে, স্বীকার করি!—কিন্তু ধার্ম্মিকবর! আপনি কি ব'লে সেই অধর্ম্মানলে আহুতি প্রদান ক'চ্ছেন? ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সতত সত্যব্রত ও ধর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে মহামহা কষ্ট ভোগ ক'চ্ছেন ব'লেই কি আপনি ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রেছেন? হীনবল নৃপতিগণকে অরাতিগণের হস্ত হ'তে রক্ষা করাই পরম ধর্ম্ম, তা না ক'রে আপনি কি ব'লে তাদের উৎসন্ন ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছেন? এ কি গর্হিত কার্য্য নয়?—এ কি মহাপাতক নয়?

দ্রোণ। (সস্নেহ বচনে) বৎস! তুমি চিরজীবী হও! তোমার মঙ্গল হ'ক্। তোমার মুখে এই সকল কথা শুনে আমি পরম প্রীতি লাভ ক'ল্লাম। বৎস! তোমাদের নির্ব্বাসন অবধি রাজ্যে আর ধর্ম্ম নাই; পাপাত্মা দুর্য্যোধনের পীড়নে লোকে নিয়তই অধর্ম্মানুষ্ঠান ক'চ্ছে! শাস্ত্রানুসারে রাজা প্রকৃতি পুঞ্জের পাপ পুণ্যের ফলভাগী হন, পাপাত্মা এই রূপে পাপভরে শীঘ্র ধ্বংস হবে, আর তোমরা ধর্ম্মের প্রভাবে রাজ্যেশ্বর হ'য়ে রাজ্য ভোগ ক'র্বে, এই আমার অভিলাষ, ও এই জন্যেই আ'জ্ রণক্ষেত্রে আগমন ক'রেছি। বৎস! তুমি যে আ'জ্ কুরুকুল ধ্বংস ক'র্বে,—তা তোমার রথনির্ঘোষে ও শঙ্খধ্বনিতে বিলক্ষণ অবগত আছি।

অর্জ্জুন। (যোড়করে) প্রভু! শাস্ত্রে বলে গুরু নিন্দা ক'ল্লে নিরন্তর নিদারুণ নিরয় নিলয়ে নিবসতি ক'র্ত্তে হয়—তবে আমার গতি কি হ'বে? দেব! আমি আপনার পদে ধরি আমায় ক্ষমা করুন। আপনি ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হ'লে, আমার কখনই মঙ্গল আশা নাই।

দ্রোণ। (সহাস্যে) বৎস! পিতার অন্যায় আচরণ দেখ্‌লে, পুত্রেরও বল্‌বার অধিকার আছে, আর তাতে অধর্ম্মও নাই। গুরু শিষ্যকে নিয়তই অপত্যনির্ব্বিশেষে যত্ন ও শ্রদ্ধা ক'রে থাকেন,

আচার্য্যের শিষ্য ও পুত্র উভয়েই তুল্য; অতএব তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি তোমার প্রতি চিরকালই প্রসন্ন আছি।

অর্জ্জুন। দেব! এক্ষণে নিবেদন, আপনি যেমন মৎস্যরাজ্য জয় লাভেচ্ছায় আগমন ক'রেছেন—আমিও তেম্‌নি ওরে রক্ষা করবার জন্যে এসেছি। অতএব আমি এক্ষণে ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে আপনার সঙ্গে সমর বাসনা করি, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা আছে, আপনি অগ্রে প্রহার না ক'ল্লে, আমি কখনই আপনাকে শরাঘাত ক'র্‌বো না।

দ্রোণ। ( ক্ষণেক চিন্তান্তে ) বৎস! এস, আমিই তোমায় অগ্রে প্রহার ক'রি!

[ উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম ও দ্রোণের পলায়ন। ]

[ দ্রুত বেগে রথোপরি ভীষ্মের প্রবেশ। ]

অর্জ্জুন। ( প্রণিপাতপূর্ব্বক ) পিতামহ! আপনি কি জন্যে এ বিরাট রাজ্যে আগমন ক'রেছেন? আপনার কি এই বৃদ্ধ বয়সে এ কার্য্য শোভা পায়? দেব! আপনিই আমাদের বাল্য কালে শিক্ষা দিয়াছেন, হীনবল শত্রুকে হঠাৎ আক্রমণ করা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নয়, তবে আপনি কি ব'লে গুপ্ত ভাবে আ'জ্ বিরাট রাজাকে উৎসন্ন ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছেন?—একি পাপকার্য্য নয়?—এতে কি অধর্ম্মানুষ্ঠান করা হবে না? পিতামহ! বরুণের সহায়তা ভিন্ন যেমন নদ নদী কখন বর্দ্ধিত হয় না,—পবনের সহায়তা ভিন্ন যেমন অনিল কখন প্রজ্বলিত হয় না,—ভানুর প্রভা ভিন্ন যেমন পৃথিবী কখন উষ্ণতাময় হয় না,—তেমনি সদুপদেশ ভিন্ন সন্তান সন্ততি কখন সৎপথাবলম্বী হয় না। আপনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ—আপনি তো সকলি জানেন? দেব! আপনি পরম বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হ'য়ে যদি অসৎ কার্য্যের আদর্শ হন্,—তবে সেই অধর্ম্মাচারী ও কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন কি রূপে ধর্ম্মাবলম্বী হবে?

ভীষ্ম। (আনন্দাশ্রু নয়নে) কে অর্জ্জুন! বৎস! তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে? সব মঙ্গল তো? ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল,

সহদেব ও পতিপ্রাণা লক্ষ্মীরূপিণী কৃষ্ণাই বা এক্ষণে কোথায়? হায়! যাঁরা অন্তঃপুরান্তর হ'লে তপনতাপে তাপিত হ'তেন,—রাজভোগ যাঁদের তৃপ্তিকর হ'তো না,—দুগ্ধফেণনিভ পর্য্যঙ্কে শয়ন ক'রেও যাঁদের কষ্টকর হ'তো,—কিঙ্করীগণ সতত যাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থা'ক্‌তো,—সেই জীবনধনেরা যে আ'জ্ ত্রয়োদশ বর্ষ বল্কল পরিধান ক'রে, বন্য ফল আহার ক'রে ও ধরাসন শয্যা ক'রে দিনপাত ক'চ্ছেন, এও কি প্রাণে সয়? হায়! যে পাঞ্চালী কখন অন্তঃপুরান্তর হন্ নাই, যিনি অসূর্য্যম্পশ্যা, গগনচারী বিহঙ্গমকুলও যে ভরতকুলবধূর মুখ-বিধু কখন দর্শন ক'র্ত্তে পায় নাই, শত শত দাসী যাঁর পরিচর্য্যায় সতত নিযুক্ত থাক্‌তো, সেই পাঞ্চালী যে আজ্ ভিখারিণীর বেশে বনে বনে, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ক'চ্ছেন, এও কি প্রাণে সয়? হা ঈশ্বর! তুমি সকলি ক'র্ত্তে পার! বিধাতঃ! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তো কখন কারুর মন্দ করেন নাই—তবে কোন্ পাপে তাঁরে এত কষ্ট দিচ্ছ? অর্জ্জুন! তুমি কি মনে ক'রেছ, আমি মৎস্য রাজার গো হরণ ক'র্ত্তে এসেছি—তা নয়? তোমরা কখন কারুর অন্যায় অত্যাচার দেখ্‌তে পার না—এই অন্যায় যুদ্ধে যদি তোমরা আবির্ভূত হও, তা হ'লে তোমাদের চাঁদমুখ দেখে আমার তাপিত প্রাণ শীতল ক'রবো,—সেই আশাতেই এখানে এসেছি। নতুবা বৎস! তোমাদের হারা হ'য়ে আমার ইন্দ্রত্বও সুখপ্রদ হয় না। তোমাদের জন্য আমার যত মন কাঁদে—তত কি তোমাদের হয়?—তা কখনই নয়। স্নেহ স্বভাবতঃ নীচগামী। বৎস! সন্তান সন্ততির জন্য পিতা মাতার মনে যত হয়—তত যদি সন্তানের হ'তো,—তা হ'লে এ জগতে কোন পিতা মাতারই কখন কোন কষ্ট থাক্‌তো না? তোমাদের নির্ব্বাসন অবধি যে কি মনঃকষ্টে কাল যাপন ক'চ্ছি, তা ঈশ্বরই জানেন! বৎস! তোমাদের অপেক্ষা কি দুর্য্যোধন আমার বেশী স্নেহের পাত্র—তা নয়! তবে কি ক'র্‌বো, "কুপুত্র যদি হয়, কুমাতা কখন নয়," এই ভেবেই নিরস্ত আছি।

অর্জ্জুন। (সবিনয়ে) পিতামহ! আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে

আমাদের সমস্তই মঙ্গল ! আপনার প্রসাদে আমরা এই ত্রয়োদশ বর্ষ অরণ্যে মহামহাবিপদে পরিত্রাণ লাভ ক'রেছি। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এক্ষণে ভ্রাতৃগণ ও পত্নী সহিতে এই রাজ্যেই অবস্থিতি কচ্ছেন। দেব ! এক্ষণে নিবেদন, মৎস্য রাজা অত্যন্ত বিপদাপন্ন দেখে, আমি কুরুকুল নির্ম্মূল ক'র্‌বার জন্যেই এসেছি। যথার্থ পক্ষে আপনিও এক্ষণে আমার শত্রুপক্ষ, তজ্জন্য আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করি, আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন আমার জয় লাভ হয়।

ভীষ্ম। (সবিষাদে স্বগত) হায় ! বৃক্ষ শাখাচ্ছেদন ক'ল্লে যে বৃক্ষ সমেত আঘাতিত হয়,—আমি কিরূপে তোমার গাত্রে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌বো ?—তোমার শরীর আঘাতিত হ'লে যে আমার শরীরও আঘাতিত হ'বে ? (প্রকাশ্যে) বৎস ! তোমার মঙ্গল হ'ক্, তুমি যখন একান্তই আমার সঙ্গে সমর বাসনা ক'চ্ছ, তখন তাই স্বীকার !

[ উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম ও ভীষ্মের পলায়ন। ]

[ দ্রুত বেগে রথোপরি দুর্য্যোধনের প্রবেশ। ]

দুর্য্যোধন। (সক্রোধে) কি নরাধম ! বনবাসজনিত এত কষ্ট ও এত অপমান সহ্য ক'রেও কি তোর দর্প চূর্ণ হয় নাই ? পামর ! তোর্ লজ্জা নাই ?—বিরাট রাজার দাস হ'য়ে তাঁর রাজ্য রক্ষা ক'র্‌বার জন্যে সমরে বহির্ভূত হ'য়েছিস ? তোর জীবনে ধিক্—পরান্নে প্রতিপালিত হ'য়ে তোর এত দর্প কেন ? পাপাত্মন্ ! প্রচণ্ড অনিল যে রূপ প্রকাণ্ড মহীরূহ উৎপাটন ক'রে,—আ'জ্ আমিও তোরে সেই রূপ রণস্থলে নির্ম্মূল ক'র্‌বো ? দুরাচার্ ! পাণ্ডুকুল নির্ম্মূল ক'র্‌বার জন্যেই আমি নিরন্তর তোদের সন্ধান ক'চ্ছিলাম, তা তুই জানিস্ না ? আয় পামর ! আ'জ্ তোরেই অগ্রে বধ করি !

অর্জ্জুন। (সদর্পে)—রে পাপাত্মন্ কুরুকুলকলঙ্ক ! বিরাট রাজাকে হৃতবীর্য্য দেখে তাঁর গো হরণ ক'র্ত্তে এসেছিস্ ? পামর ! বলহীন শত্রুকে আক্রমণ করা কি বীরের ধর্ম্ম ? বর্ব্বর ! প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ক'রে রাজ্য লাভ্ ক'দিন থাকে ? পাপাত্মন্ ! কুরুকুল নির্ম্মূল ক'র্‌বার জন্যে

সমরদুর্জ্জয় পাণ্ডবেরা এখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি ক'চ্ছিলেন, তা তুই জানিস্ না? ব্যাধে যেমন বিহঙ্গম বধ করে,—আ'জ্ আমিও তোরে রণস্থলে সেই রূপ বধ ক'র্‌বো! পাপাত্মন্! আ'জ্ তোর দুর্য্যোধন নাম ঘুচা'বো!

[ উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম—দুর্য্যোধনের পরাজয়
ও সকলের মোহ প্রাপ্তি। ]

( নেপথ্যে—রণবাদ্য—ঘোরযুদ্ধকোলাহল—জয়! কুমার
উত্তরের জয়! জয়! বৃহন্নলার জয়! )

অর্জ্জুন। ( উত্তরের দিকে চাহিয়া ) কুমার! এই তো বীরপূর্ণ কৌরবগণ সকলে পরাজিত হ'লেন, এক্ষণে তোমার ভগিনী উত্তরার জন্য ওঁদের উত্তম উত্তম বসন সকল ল'য়ে এস। পরে গোধন বিমুক্ত ক'রে নগরীতে প্রতিগমন করি, চল। দেখ কুমার! পাণ্ডবগণ যে তোমাদের রাজ্যে বাস ক'চ্ছেন,—এ কথা কদাপি কারেও প্রকাশ ক'রো না! তোমার জয় ও কৌরবের পরাজয় আত্মকৃত ব'লে প্রকাশ ক'রো।

উত্তর। দেব! মৃগকর্ত্তৃক সিংহ পরাজিত কি কখন সম্ভব?—না ভেক্ কর্ত্তৃক সর্প ভক্ষিত কখন বিশ্বাসযোগ্য? আপনি সমরক্ষেত্রে যে রূপ অমানুষ ও অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন ক'রেছেন,—তা আমার আত্মকৃত কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে আপনি যত ক্ষণ না অনুমতি ক'র্‌বেন, ততক্ষণ আমি এ কথা কারেও প্রকাশ ক'রবো না।

অর্জ্জুন। কুমার! তবে এক্ষণে দূতগণকে আদেশ কর, তারা নগরীমধ্যে তোমার জয় ঘোষণা করুক—আমরা পশ্চাতে গমন করি।

উত্তর। যে আজ্ঞে।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

( পটক্ষেপণ )

---

## ষষ্ঠ অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

রাণী বিষাদিতান্তঃকরণে শয়ানা।

[ সৈরিন্ধ্রী ও উত্তরার প্রবেশ। ]

রাণী। ( সরোদনে ) হায়! হায়! আমি কি ক'ল্লাম! আমি কেন জীবনধন কুমারকে সেই সাক্ষাৎ যমসম কৌরবসমরে পাঠালাম! আমার মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না! হায়! কুমার কি আমার এখনও জীবিত আছে? আর কি আমি সে চাঁদমুখখানি দেখে আমার তাপিত প্রাণ শীতল ক'র্ত্তে পা'র্‌বো? হায়! আর কি আমার এমন দিন হবে? আমি কেন সর্ব্বস্ব ধন অমূল্য নিধিকে বৃহন্নলার কথায় মৃত্যুমুখে অর্পণ ক'ল্লাম! হা বিধি! আমার কপালে কি এই ছিল? রে নিদারুণ প্রাণ! রমণীর শিরোমণি পতিরত্নকে ত্রিগর্ত্তের সমরে পাঠ্‌য়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছ,—আবার কোন্ প্রাণে সর্ব্বস্ব ধন পুত্ররত্নকে কৌরবসমরে পাঠ্‌য়ে এখনও দেহে রয়েছ? আমার প্রাণ কি কঠিন! হায়! আমি ছার রাজ্য লোভে কি পতিপুত্রবিহীনা হ'লাম? হায়! হায়! আমার কি হ'লো! ঠাকুর! তোমার মনে কি এই ছিল?

সৈরিন্ধ্রী। দেবি! আমি তো আপনাকে কত বার ব'লেছি—আর এখনও ব'ল্‌ছি, বৃহন্নলা যখন কুমারের সঙ্গে আছেন,—তখন তাঁর কোন ভয় নাই; আর কঙ্ক ও বল্লব যখন মহারাজের সঙ্গে আছেন, তখন তাঁর জন্যও কোন চিন্তা নাই; তবে কেন আপনি

কেঁদে কেঁদে শরীরটে মাটী ক'চ্ছেন? চক্ষু একবারে ফুলে উঠেছে—অশ্রুজলে বিছানা বালিশ ভেসে গেছে—ছি! ছি! ছি! ওমা! অত উতলা হ'লে কি চলে? শোক্‌কে মন্ হ'তে দূর করুন—আমি এখনি আপনাকে শুভ সংবাদ এনে দিচ্ছি।

[ সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান। ]

উত্তরা। (সখেদে) মা! তুমি কেন এত কাঁদ্‌ছ? এত চঞ্চলা ও এত শোকাকুলা হ'লে চল্‌বে কেন? মা! তুমিই তো বল যে, "পিতা মাতা সন্তানের অমঙ্গল চিন্তা ক'ল্লেও অনিষ্ট ঘট্‌বার সম্ভব," তবে তুমি কেন ভা'য়ের এত অশুভ চিন্তা ক'চ্ছ? ভাব্‌না কি মা? ভাই আমার স্বচ্ছন্দেই সমরে জয়লাভ ক'রে আস্‌বেন। বাবার সঙ্গেও কত সেনা সামন্ত, কত লোক জন গিয়েছে—তা তাঁর জন্যেই বা ভাবনা কি মা?

রাণী। (সবিষাদে) মা উত্তরে! তুমি নিতান্ত বালিকা, তুমি কি জান্‌বে বল? সন্তানের ভাবী অনিষ্ট সংঘটনে মার প্রাণে যা হয়, তা মা বই আর কে জানে? বাছা! বৈষ্ণবে কি মাংসের স্বাদ জানে?—ভেকে কি পদ্মমধুর স্বাদ জানে?—না বন্ধ্যানারী কখন পুত্রের মায়া জানে? বাছা! তুমি যখন পতিপুত্র নিয়ে ঘর ক'র্‌বে,—তখন যে পতিপুত্র কি অমূল্য নিধি তা জান্তে পার্‌বে। বাছা! আমি সব বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু কি ক'র্‌বো—আমার মন যে কিছুতেই বোঝে না? আমার বুকের মাঝে যে কি হ'চ্ছে, তা যদি খুলে দেখাবার হ'তো, তা হ'লে এখনি তোমায় দেখাতাম! উঃ! আমি যে আর বাঁচি না মা!—

উত্তরা। (ম্লানমুখে) হেঁই মা তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও, তুমি আর কেঁদো না? তোমার কান্না দেখে আমারও যে কান্না পাচ্ছে! মা! তুমি এক্‌বার উঠে সুস্থির হ'য়ে বস। আমি ততক্ষণ সৈরিন্ধ্রী আস্‌ছে কি না বাইরে গিয়ে দেখি।

[ উত্তরার প্রস্থান। ]

[ দ্রুতপদে সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ। ]

সৈরিন্ধ্রী। (সহাস্যে) দেবি! আর কেন কাঁদ্‌ছেন? আর কেন বিষণ্ণ বদনে শুয়ে আছেন?—উঠে বসুন! আর ভাব্‌না নাই! মা মঙ্গলা আমাদের মঙ্গল ক'রেছেন! আমি শুনে এলাম, দূত এসে খবর দিলে, মহারাজ ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধে জয় লাভ ক'রে ফিরে আস্‌ছেন।

রাণী। (সবিষাদে) সৈরিন্ধ্রি! তোমার আমি আর দেখে বাঁচি না? আমি ম'চ্ছি আপনার জ্বালায়, আর তোমার কি এই তামাসা ক'র্‌বার সময়? বাছা! তুমি আর আমায় জ্বালাতন করো না? যার জ্বালা সেই জানে! আমার যা হ'য়েছে তা আমিই জানি, তুমি তার কি জান্‌বে বল?

সৈরিন্ধ্রী। (সবিষাদে স্বগত) হায়! তোমার তো কি জ্বালা! তোমাপেক্ষা আমার শত সহস্রাংশে বেশী জ্বালা! তোমার না হয় আ'জ্ দুদিনের জন্যে পতির শুভাশুভ সংবাদ ভাবনা ও পতি-বিচ্ছেদজ্বালা হ'য়েছে, কিন্তু আমার এ জ্বালা চিরদিনের জন্য ব'ল্লেও হয়! আত্মীয় স্বজনের কাছে দুঃখ প্রকাশ ক'ল্লেও অনেক নিবারণ হয়; তুমি তা প্রকাশ ক'রে অনেক নিবারণ ক'চ্ছ,—কিন্তু আমার তারও যো নাই! শোক দুঃখ উপস্থিত হ'লে, স্ত্রীলোকে কেঁদে কেঁদেও অনেক নিবারণ করে; কিন্তু আমার যে জ্বালা—কাঁদা দূরে থাক্,—মুখেও কারেও বল্‌বার যো নাই! অহো-রাত্র কেবল অন্তরেই জ্বল্‌ছি। (প্রকাশ্যে) দেবি! আমি যে আপনার কাছে কি অপরাধ ক'রেছি জানি না! হা পোড়া কপাল! ভাল ব'ল্লেও কি মন্দ হয়?

রাণী। (উপবেশনপূর্ব্বক) সৈরিন্ধ্রি! রাগ্ ক'ল্লে না কি? দেখ, দুর্ভাবনার সময় ভাল বল্লেও মন্দ হয়,—তা কি তুমি জান না?—বাছা! আমার মাথা খাও, এখন সত্য ক'রে বল দেখি, কি শুনে এলে?

সৈরিন্ধ্রী। দেবি! আমি কি আপনাকে এই দুর্ভাবনার সময় মনভোলান কথা বল্‌তে পারি? আমি যেমন রাজসভায় গেলাম, অমনি একজন দূত এসে খবর দিলে, মহারাজ ত্রিগর্ত্তদের পরাজয় ক'রে ফিরে আস্‌ছেন। তার সাক্ষী ঐ শুনুন, জয়ঢাক ও ভেরী বাজ্‌'তেছে।

রাণী। (সহাস্যে) সত্যইতো বটে, মঙ্গলঘট্ স্থাপনা হ'য়েছে?

সৈরিন্ধ্রী। হাঁা, সে সব হ'য়েছে, সে জন্যে কোন ভাবনা নাই।

রাণী। (সবিষাদে স্বগত) হায়! নারীর জন্ম কি অধর্ম্ম! পতি পুত্রের ভাব্‌না ভাব্‌তেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'লো। পতি বর্ত্তমান থাক্‌লে তাঁর মৃত্যু আশঙ্কা, না থাক্‌লে বৈধব্যযন্ত্রণা—আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে কি ক'রে জীবিত থাক্‌বে কেবল তাই ভাবনা—না হ'লে জগতে বন্ধ্যাপবাদ ও নিদারুণ সপত্নীযন্ত্রণা। বিধাতঃ! কেবল শোক দুঃখ সহ্য ক'র্ত্তেই কি নারীর সৃষ্টি ক'রেছিলে? হা পোড়া অদৃষ্ট! এম্‌নি কপাল্ ক'রে এসেছিলাম—যে রাজরাণী হ'য়েও এক্‌দিনের তরে সুখী হ'লেম না? আহা! কুমার আমার যদি বাড়ীতে থাক্‌তো, তা হ'লে আজ্ আমার কি সুখের দিনই হ'তো! মা মঙ্গলা! মঙ্গল কর মা! পতিকে যেমন ভালয় ভালয় এনে দিয়েছ, তেমনি আমার হৃদয়নিধি কুমারকে ভালয় ভালয় এনে দাও! মা! আমি তোমার ষোড়শোপচারে পূজা দোব।

সৈরিন্ধ্রী। (সহাস্যে) দেবি! ঐ বুঝি মহারাজ আস্‌ছেন।

রাণী। (সশব্যস্তে) অ্যাঁ! মহারাজ আস্‌ছেন!

[রাজার প্রবেশ।]

রাজা। প্রিয়ে! রাজ্যেতো অনেক ক্ষণ বিজয় ঘোষণা হ'য়েছে, তবে তুমি কেন এখনও বিরসবদনে ব'সে র'য়েছ? ভাব্‌নার বিষয়তো আর কিছুই নাই!

রাণী। (সখেদে) মহারাজ! স্ত্রীলোকে আর কে কোন্ কালে কোথায় সুখী হ'য়েছে? কেউ বা রাজরাণী হ'য়েও পতির জন্য বন-

চারিণী হ'য়েছেন, কেউ বা পতিপুত্রবিহীনা হ'য়ে পাগলিনী প্রায় হ'য়েছেন! তবে আর স্ত্রীজাতির সুখ কোথায়? তুমি ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধে গমন ক'লে পর, কৌরবেরা উত্তর গোগৃহের সমস্ত গোধন হরণ ক'রেছিল; কুমার আমার তাই শুনে ক্রোধান্ধ হয়ে, একমাত্র বৃহন্নলাকে সারথি ক'রে যুদ্ধে গেছে। আমি অনেক নিষেধ ক'ল্লাম, কিন্তু কুমার কিছুতেই শুন্‌লে না, কি করি কাজে কাজেই আমায় মত দিতে হ'লো। মন যখন নিতান্ত অস্থির হয়, তখন একবার মনে করি সমরে গিয়ে কুমারকে ফির্‌য়ে নে আসি, কিন্তু স্ত্রীলোকের বাড়ীর বার হ'লেই পোড়া কলঙ্ক—লজ্জা ভয়ে তাও পারি না,—এই অন্তঃপুরে ব'সে নিয়তই অন্তরে দহন হ'চ্ছি!

রাজা। (সবিষাদে) প্রিয়ে! সর্ব্বনাশ ক'রেছ? তুমি কোন্ প্রাণে কুমারকে আমার সেই অজেয় বীরপূর্ণ কৌরবসমরে পাঠিয়ে দে নিশ্চিন্ত আছ? হায়! হায়! হায়! এত দিনে জীবন সর্ব্বস্ব ধন বিহীন হ'লেম! হায়! আমি কেন ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এলাম? আমার এ অপেক্ষা যে যুদ্ধে প্রাণ বিনষ্ট হওয়া ছিল ভাল? হা বিধাতঃ! পুত্রশোকে জ্বর জ্বর হ'য়ে কালের করাল গ্রাসে পতিত হ'ব ব'লেই কি আমি ত্রিগর্ত্তসমরে জয়লাভ ক'ল্লাম! হা পুত্র! হা প্রাণপ্রতিম! আর কি তোমার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ ক'রে আমার তাপিত প্রাণ শীতল ক'র্ত্তে পার্‌বো? হায়! তোমায় একাকী সেই সমরবিশারদ কৌরবগণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ত্তে কে মন্ত্রণা দিলে? আমার ভাগ্যে কি এই ছিল!

সৈরিন্ধ্রী। দেবি! আর এখন্ ব'সে ভাব্‌লে কি হবে,—মহারাজ যাতে সুস্থির হ'ন তাই করুন্।

[ সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান ]

( পটক্ষেপণ )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### রাজসভা।

রাজা কঙ্ক, মন্ত্রী ও পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত।

কঙ্ক। মহারাজ! অকারণ কেন শোকাগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে চিত্ত দহন ক'চ্ছেন? আপনি যদি এরূপ শোকাভিভূত হ'ন—তাহ'লে মহারাণীতো কখনই জীবনধারণ ক'র্ত্তে পারবেন না। বৃহন্নলা যখন কুমারের সারথি হ'য়ে গেছেন, তখন কৌরবগণ কেন, অমর কিম্বা অসুরগণ এসে যুদ্ধ ক'ল্লেও জয়লাভ ক'র্ত্তে পা'রবে না; আপনি কোন চিন্তা ক'রবেন না।

রাজা। (সবিষাদে) কঙ্ক! আমার মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না, আমি যে নিতান্ত অধৈর্য্য হ'য়েছি! হায়! পুত্রশোক যে কেমন তাতো তুমি জান না! অপুত্র কি কখন পুত্রের মায়া জানে? দেখ কঙ্ক! রাজা দশরথ যখন পুত্রের বনগমনে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছেন, তখন আমি সেই পুত্রের সাক্ষাৎ কৃতান্ততুল্য কৌরব-সমরে গমন শুনে কি ক'রে জীবনধারণ ক'রবো? হায়! লোকে যখন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও রাজ্যেশ্বর হ'য়েও এক পুত্রাভাবে সব অন্ধকার দেখে,—তখন আমারও এই অতুল ঐশ্বর্য্য ও রাজ্য ল'য়ে কি করবো? আমি যে পৃথিবী শূন্যময় দেখ্‌ছি! রে প্রাণ! তুই কি কঠিন,—তুই এখনও কি ক'রে দেহে অবস্থিতি ক'চ্ছিস্‌!

কঙ্ক। রাজন্‌! অতিশয় পরিতাপ কেবল পাপের চিহ্ন, এই জন্যেই বিজ্ঞ লোকে শোককে মন্‌ হ'তে অপনয়ন ক'রে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন। আপনি বিচক্ষণ হ'য়ে কেন ভাবী অনিষ্ট সংঘটনে এত শোকবিমূঢ় হ'চ্ছেন? আমি নিশ্চয় ব'লছি, বৃহন্নলা যার সারথি, তার জয় ভিন্ন পরাজয় কখনই সম্ভব নয়।

[ দ্বারবানের প্রবেশ ]

দ্বার। ( গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে ) মহারাজ! রণস্থল হ'তে এক জন দূত এসে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা। ( সবিস্ময়ে ) অ্যাঁ! দূত এসেছে? সংবাদ কি? কুমার আমার জীবিত আছেন তো?

দ্বার। হুকুম হয়ত দূতকে আপনার নিকট নিয়ে আসি?

রাজা। দ্বারি! শীঘ্র নিয়ে এস। ( স্বগত ) হায়! দূতমুখে যে আ'জ্ কি সংবাদ শুন্‌বো—জানি না! ঈশ্বর! তুমিই সত্য! দেখো যেন শেষদশায় আমার ভাগ্যে পুত্রশোক না ঘটে!

[ দূতের প্রবেশ ]

দূত। ( গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে ) মহারাজ! রণক্ষেত্র হ'তে শুভ সংবাদ এনেছি,—অনুমতি হয় তো শ্রীচরণে নিবেদন করি?

রাজা। ( আগ্রহপূর্ব্বক ) বল, সত্য ব'ল্‌তে কোন ভয় নাই; শুভাশুভ সকলি অদৃষ্টের লিখন।

দূত। মহারাজ! আপনার কোন চিন্তা নাই,—কুমার সেই সমস্ত মহামহারথীকে পরাজয় ক'রে, বৃহন্নলা সঙ্গে ফিরে আস্‌ছেন।

রাজা। ( স্তম্ভিত হইয়া ) অ্যাঁ, আমি কি শুন্‌লাম! একি সত্য, না দূত আমার মনস্তুষ্টির জন্যে এরূপ ব'ল্লে!—সেই অজেয় কৌরবসমরে জয়লাভ যে, নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য!

দূত। ( সভয়ে ) মহারাজ! এ দাস কি আপনার নিকট মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে পারে? আমি যথার্থই নিবেদন ক'চ্ছি, কুমার সমরে জয় লাভ ক'রেছেন।

কঙ্ক। ( সহাস্যে ) রাজন্! এ আর বিচিত্র কি! বৃহন্নলা যখন কুমারের সারথি হ'য়ে গমন ক'রেছেন,—তখন নিশ্চয়ই তো জয় লাভ হ'বে!

[ দূতের প্রস্থান। ]

রাজা। (আহ্লাদে গদ গদ হইয়া) হা পুত্র উত্তর! তুমি যে কৌরবসমরে জয় লাভ ক'র্‌বে,—এ আমি স্বপ্নেও কখন আশা করি নাই!—বৎস! তুমিই ধন্য! তুমিই আমার যথার্থ বংশধর—বিরাট-চূড়ামণি—ও শত্রুক্ষয়রূপ শাণিত অসি! তুমিই আমার ভয়ঙ্করী অমানিশার অবসানে প্রকৃতিপুঞ্জরূপ তারাগণবেষ্টিত নবোদিত শশধর। বৎস! প্রকৃতি যেমন উষার আগমন প্রতীক্ষা করে,—বিরাটও তেম্‌নি আ'জ্‌ তোমার আগমন প্রতীক্ষা ক'চ্ছে! বৎস! তোমার অদর্শনে মন বড় ব্যাকুল হ'য়েছে—আর তোমার বিচ্ছেদ জ্বালা সহ্য হয় না, এক্‌বার এসে শীঘ্র দেখা দিয়ে বিরাটের তাপিত প্রাণ শীতল কর।

রাজা। (সাহ্লাদে মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি! আজ্‌ তো আমাদের বড় আনন্দের দিন, এমন দিন আর হবে না! অতএব তুমি রাজপথে জয়পতাকাসকল উড্ডীন ক'র্ত্তে বল, জনপদবাসিগণকে স্থানে স্থানে নৃত্য গীতাদি ক'র্ত্তে বল, বালক বালিকাগণকে উত্তম ভক্ষ দিয়ে, আনন্দধ্বনি ও আনন্দসূচক গান ক'র্ত্তে বল; নগর যেন আনন্দময় হয়! দরিদ্রগণকে বস্ত্রাদি দান ও দ্বিজাতিগণকে সুবর্ণ দান কর। উত্তম পুষ্পোপহারদ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা কর, অপ্সরীগণকে স্থানে স্থানে নৃত্য গীতাদি ক'র্ত্তে বল, প্রাণাধিকা কুমারী উত্তরাকে উত্তমরূপে অলঙ্কৃতা ও সুসজ্জিতা হ'য়ে, অন্তঃপুরে নৃত্য গীতাদি ক'র্ত্তে বল, ভাল ভাল শ্বেতাশ্ব ও মাতঙ্গ সকল কুমারকে আনয়ন জন্যে প্রেরণ কর, আর দূতগণকে অনুমতি কর, তারা রাজ্যে জয় ঘোষণা করুক।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

রাজা। (সাহ্লাদে কঙ্কের প্রতি) দেখ কঙ্ক! আ'জ্‌ আমাদের বড় উৎসবের দিন! আ'জ্‌ যে রূপ চিত্ত প্রফুল্ল হ'য়েছে—এমন বোধ হয়, আর কখনই হবে না; অতএব এস, আ'জ্‌ দুজনে একবার অক্ষ ক্রীড়া করি।

কঙ্ক। রাজন্! অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পাশক্রীড়া একবারেই নিষিদ্ধ; কারণ প্রফুল্ল চিত্ত সততই চঞ্চল হ'য়ে থাকে; আর ইহা স্থির বুদ্ধির কার্য্য। আরও দেখুন। এই খেলা বহু দোষের আকর—এতে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও দুরদৃষ্টের সঙ্গে আরও বিবিধ অনিষ্ট ঘটবার সম্ভব। আপনি যুধিষ্ঠিরের দুরবস্থার কথা কি কিছুই শোনেন নাই? তিনি এই পাশক্রীড়ায় বিশাল রাজ্যচ্যুত হ'য়ে পঞ্চভ্রাতা ও পতিপ্রাণা কৃষ্ণার সহিত দ্বাদশ বৎসর বনে বনে মহাকষ্ট ভোগ ক'রেছেন। রাজন! পাণ্ডবদের দুঃখের কথা মনে হ'লে, আর আমার অক্ষক্রীড়ায় সাহস বা অভিলাষ হয় না!

রাজা। কঙ্ক! যুধিষ্ঠির যদি রাজ্য পণ না রাখ্‌তেন, তা হ'লে তো তিনি কখনই রাজ্যভ্রষ্ট হ'তেন না। তিনি তাঁর নিজের বুদ্ধিতে কষ্ট ভোগ ক'রেছেন।

কঙ্ক। রাজন্! আমি তো আপনাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, এই পাশক্রীড়ায় লোক বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়, নতুবা যুধিষ্ঠির কেন রাজ্যই পণ রাখ্‌বেন? যা হ'ক্ আপনার যখন একান্তই অভিলাষ হ'য়েছে, তখন আসুন, এক্ হাত বসা যাক্।

[ উভয়ের ক্রীড়ারম্ভ ]

রাজা (সাহ্লাদে) দেখ কঙ্ক! আমার ঔরষে জন্মগ্রহণ ক'রে, —কুমার কেনই বা সেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহামহাবীরগণকে পরাজয় ক'র্ত্তে না পার্‌বে?

কঙ্ক। (সহাস্যে) মহারাজ! বৃহন্নলা যাঁর সহায়,—তাঁর কি কখন সমরে পরাজয় আছে?

রাজা। কঙ্ক! তুমি বারম্বার বৃহন্নলার প্রশংসাই ক'চ্ছো! সে একজন সামান্য নপুংসক! তার সাধ্য কি যে, সে সেই অসাধারণ বীর পুরুষগণকে সমরে পরাজিত ক'রে?

কঙ্ক। (সহাস্যে) রাজন্! বৃহন্নলার বল বিক্রম আপনি কিছুই

জানেন না ব'লে এরূপ ব'ল্‌ছেন! আমি বেশ ব'ল্‌তে পারি,—সেই মহাতেজা বীরকামিনী ভিন্ন কার সাধ্য সেই কুরুকুল জয় করে?

রাজা। (রোষকষায়িত লোচনে) কঙ্ক! তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নাই?—তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই বল? তুমি কিনা আমার পুত্রের সঙ্গে বৃহন্নলার তুলনা কর? যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কি দুর্য্যোধনের তুলনা কখন সম্ভব? আমি বেশ বুঝ্‌তে পা'চ্ছি, তুমি আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হ'য়েছ। যা হ'ক্ আ'জ্ তোমায় ক্ষমা ক'ল্ল'ম; কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি এরূপ বাক্য আর কখন মুখে এনো না!

কঙ্ক। (সবিনয়ে) মহারাজ! এ অধীন আপনার প্রিয় সাধনের জন্যে কখনই মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে পার্‌বে না! সত্যের জন্যে যদি জীবন বিসর্জ্জন ক'র্ত্তে হয়, তাতেও এ অধীন ক্ষুব্ধ নয়! আমি এখনও মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি যে, সেই মহাতেজা সমরবিশারদ বৃহন্নলা ভিন্ন কার সাধ্য সেই সাক্ষাৎ শমনসম কৌরবসমরে জয় লাভ করে?

রাজা। (সক্রোধে) কি মূঢ়! কি নরাধম! আমার পুত্র এত বড় বীর হ'য়ে জয়লাভ ক'র্ত্তে পাল্লে' না,—আর সেই নপুংসক জয়লাভ ক'ল্লে'? পাপাত্মন্! আমাপেক্ষা কি তুই বিচারক্ষম হ'য়েছিস? (রোষভরে কঙ্কের মুখমণ্ডলে পাশা নিক্ষেপ)

কঙ্ক। (নাসিকাদ্বয় হইতে রুধির পতন। বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রুধির ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বগত) ও! কি সৌভাগ্য!—অর্জ্জুন এখানে উপস্থিত থাকলে আজ্‌তো বিরাট রাজ্য সমূলে ধ্বংস ক'র্ত্তেন? হায়! তা হ'লে কি ক'রে আজ্ ধর্ম্মের নিকট নিষ্কৃতি পেতাম? ঈশ্বর, তুমিই ধন্য! হায়! এ শোণিতই বা কিরূপে হস্তে ধারণ করি? মৃত্তিকায় পতন হ'লেওতো আর রক্ষা নাই। এখন করিই বা কি? (প্রকাশ্যে) যদি আমায় এ সময়ে কেউ একটী পাত্র দিতে পার, তাহ'লে আমার বড়ই উপকার হয়।

[ সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ। ]

সৈরিন্ধ্রী। (সরোদনে স্বগত) হে ধর্ম্ম! সত্য ভজনার কি এই পুরস্কার! ঠাকুর! সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন ক'রে নিয়তই যদি দুঃখ ভোগ ক'র্ত্তে হয়, তবে লোকে কেন ধর্ম্মাবলম্বী হবে? বিধাতঃ! আর্য্যপুত্রের দুঃখ যে আমার আর প্রাণে সহ্য হয় না! ওঃ! (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক প্রকাশ্যে) প্রভু! এই পাত্র ল'ন্। [পাত্র প্রদান]

[ সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান ]

[ দ্বারবানের প্রবেশ ].

দ্বার। (গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ! রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলা সঙ্গে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন, কেবল আপনার অনুমতি অপেক্ষা ক'চ্ছেন।

রাজা। (সাহ্লাদে) অ্যাঁ! কুমার এসেছেন? দ্বারি! তুমি শীঘ্র কুমারকে ও বৃহন্নলাকে আমার নিকট ল'য়ে এস। কুমারকে দেখ্‌বার জন্যে মন বড় উদ্বিগ্ন হ'য়েছে।

দ্বার। যে আজ্ঞে, মহারাজ!

কঙ্ক। ওহে দ্বারবান! শুনে যাও।

দ্বার। (করযোড়ে) অনুমতি করুন।

কঙ্ক। (জনান্তিকে) দেখ! রাজাজ্ঞানুসারে কুমারকে শীঘ্র আনয়ন কর, আর বৃহন্নলাকে ব'লো 'কঙ্ক এখন আপনাকে রাজ-সভায় যেতে নিষেধ ক'রেছেন'।

দ্বার। যে আজ্ঞে।

[ দ্বারীর প্রস্থান। ]

কঙ্ক। (স্বগত) হায়! মহারাজ যে আমায় অক্ষপাটী দ্বারা প্রহার ক'রেছেন আর নাসিকাদ্বয় হ'তে যে আমার অবিরত রক্তপাৎ হ'চ্ছে, এতে আমার কোন দুঃখ নাই, মনোমধ্যে কোন ক্ষোভও নাই, আর তাতে কিছুমাত্র অপমানও জ্ঞান করি না। কিন্তু যিনি আমাদের

পরমপূজ্য ও মহোপকারী, পাছে আমার জন্য সেই পূজ্যপাদ মহাত্মা কোন বিপদাপন্ন হ'ন্, বা তাঁর কোন দৈহিক অমঙ্গল ঘটে, এই আশঙ্কা-তেই মন বড় বিকল হ'চ্ছে।

[ উত্তরের প্রবেশ ]

উত্তর। ( প্রণিপাতপূর্ব্বক সহাস্যে ) পিতঃ! আপনার ও ধর্ম্মাত্মা কঙ্কের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে কৌরবসমরে জয়লাভ হ'য়েছে!

রাজা। ( সাহ্লাদে ) বৎস! আমার পুত্র হ'য়ে কেনই বা জয় লাভ ক'র্‌বে না?

উত্তর। ( কঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সবিস্ময়ে ) পিতঃ! এ কি? এই পরমারাধ্য পূজনীয় কঙ্কের এরূপ অবস্থা কে ক'র্লে? হায়! হায়! নাসিকাদ্বয় হ'তে যে অবিরত শোণিতধারা প্রবাহিত হ'চ্ছে!—কে এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য ক'র্লে?

রাজা। বৎস! সন্তানের সুযশ শুন্‌লে পিতামাতার মনে বড়ই আনন্দ হয়;—তুমি সেই অজেয় কৌরবগণকে পরাজয় ক'রেছ, শুনে আমি পরম পুলকিত হ'য়ে যখনি তোমার প্রশংসা করি, তখনি কঙ্ক তা সহ্য ক'র্ত্তে না পেরে বারম্বারই বৃহন্নলার প্রশংসা করে, তজ্জন্য আমি ক্রোধান্ধ হ'য়ে অক্ষপাটী দ্বারা ওরে প্রহার ক'রেছি।

উত্তর। ( সভয়ে ) হায়! হায়! পিতঃ! সর্ব্বনাশ ক'রেছেন? কঙ্ক আমাদের পরম পূজ্য—উনি আমাদের আশ্রয়ে বাস ক'চ্ছেন; এ আমাদের পরম সৌভাগ্য—ওঁর দর্শন লাভ করা অনেক পুণ্যবল অপেক্ষা করে। পিতঃ! উনি একজন সামান্য ব্রাহ্মণ নন্,—এ জগতে যদি সত্য ও ধর্ম্ম থাকে,—তবে কেবল ঐ মহাত্মার শরীরে বিরাজিত আছে। কঙ্কের তুল্য ধার্ম্মিক, দয়াবান্, বিশুদ্ধস্বভাব ও সত্যব্রত মহাপুরুষ আর নাই। আপুনি ওঁরে প্রহার ক'রে নিতান্তই অন্যায় কার্য্য ক'রেছেন। আহা! ওঁর এরূপ অবস্থা দেখে আমার যে মর্ম্মান্তিক দুঃখ উপস্থিত হ'চ্ছে! পিতঃ! এক্ষণে উনি

যাতে প্রসন্ন হ'ন্—সত্বরে তার উপায় ক'রুন,—নতুবা ব্রহ্মবিষ-প্রভাবে আপনাকে সমূলে দগ্ধ হ'তে হবে !

রাজা। (স্বগত) আচ্ছা ! কঙ্ক তো সামান্য লোক ব'লেই বোধ হ'চ্ছে, কিন্তু কুমার এত সঙ্কুচিত হ'লেন কেন ? ওঃ ! বোধ হয় ব্রাহ্মণ—অভিসম্পাত ক'ল্লে অনিষ্ট ঘট্‌বার সম্ভব ; এই বিবেচনা ক'রেই পুত্র ভয় পেয়েছেন। যা হ'ক্ আমারও এটি অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হ'য়েছে ; এক্ষণে কঙ্ককে প্রসন্ন করা উচিত হ'চ্ছে ! (প্রকাশ্যে কঙ্কের প্রতি) হে মহাত্মন্ ! আমি আপনাকে প্রহার ক'রে নিতান্তই কুকার্য্য ক'রেছি ; প্রাজ্ঞ লোকও ক্রোধান্ধ হ'লে হিতাহিত-বিবেকশূন্য হন্,—অতএব আমায় ক্ষমা ক'রে আমার প্রতি প্রসন্ন হ'ন্।

কঙ্ক। (সবিনয়ে) রাজন্ ! বলবান্ লোকে ক্ষীণজীবীর প্রতি সচরাচর এই রূপই ব্যবহার ক'রে থাকেন,—এ কিছু বিচিত্র নয় ! যা হ'ক্ আপনি ক্রোধান্ধ হ'য়ে একটা গর্হিত কার্য্য ক'রেছেন ব'লেই কি আপনার প্রতিপালিত হ'য়ে আপনারই অনিষ্ট কামনা করা আমার ধর্ম্ম ? রাজন্ ! আমার শোণিত ভূমে পতন হ'লে, আপনি সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হ'তেন ! সে যা হ'ক্ তার জন্যে আর আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি আপনার প্রতি প্রসন্নই আছি।

উত্তর। পিতঃ ! দেখুন দেখি, এমন দয়ার সাগর ও ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ কি আর কেউ জগতে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন ? আহা ! এমন সুজনতা ও অমায়িকতা যাঁর হৃদয়ে সতত জাগরূক রয়েছে—আপনি যে কিরূপে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে এরূপ অন্যায়াচরণ করেছেন—জানি না।

কঙ্ক। (সস্নেহ বচনে) বৎস উত্তর ! তুমি কেন এত সঙ্কুচিত হ'চ্ছ ? তোমার কোন ভয় নাই ! এক্ষণে তুমি তোমার পিতার নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত সমস্ত সবিস্তরে বর্ণন কর।

রাজা। (সাহ্লাদে) বৎস উত্তর ! তুমি আমার যথার্থ পুত্র জন্মেছ,

তোমার সদৃশ পুত্র কখন কারো হয় নাই—হবে না! কৌরবসমরে তুমিই আমার নাম উজ্জ্বল ক'রেছ—আমিও তোমায় পেয়ে ধন্য হ'য়েছি। বিভাকরের বিভার ন্যায় তোমার কীর্ত্তিপ্রভা যে বিরাট রাজ্যে সংস্থাপিত হবে, তা আমি বিলক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি! বৎস! যিনি নিয়ত যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত বা শ্রান্ত হন্ না,—তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলে? যিনি সর্ব্বাস্ত্র-বেত্তা,—তুমি কি প্রকারে সেই দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে-ছিলে?—ভূমণ্ডলে যাঁর সদৃশ আর বীর নাই,—তুমি কি প্রকারে সেই সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ভীষ্মকে সংগ্রামে পরাজয় ক'রেছিলে?—যিনি সকল অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর দ্রৌণির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলে?—যিনি সায়ক দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ ক'র্ত্তে পারেন,—তুমি কি প্রকারে সেই মহাযোদ্ধা দুর্য্যোধনকে পরাজয় ক'রেছিলে?

উত্তর। (সবিনয়ে) পিতঃ! আমার কি সাধ্য যে আমি সেই অজেয় মহাযোদ্ধা কৌরবগণকে পরাজয় করি? আমি সেই ভীষণ-মূর্ত্তি বীরপুরুষগণকে দেখেই পলায়ন ক'চ্ছিলাম! কিন্তু কোন দেব-পুত্র আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে সেই সমস্ত সমরবিশারদ কুরুবীর-গণকে একাকী পরাজয় ক'রে গোধন সকল মোচন ক'রেছেন। অরাতিগণও কেবল তাঁর ভয়ে সকলে পলায়ন ক'রেছে। পিতঃ! তিনি মৃগকুলসংহারকারী কেশরীর ন্যায় সেই অসীম কুরুসৈন্য দল দলন ক'রেছেন। ধর্ম্মতঃ আমরা কেবল তাঁর অনুকম্পায় ও তাঁর বিক্রমপ্রভায় রাজ্য রক্ষা ক'রেছি।

রাজা। (উৎসুকচিত্তে) বৎস! সেই মহাযশাঃ সমরবিশা-রদ দেবপুত্র এক্ষণে কোথায়? আমার কি এমন ভাগ্য হবে, যে তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ ক'র্ত্তে পা'রবো? আমি তাঁর অর্চ্চনা ক'র্‌বার জন্যে সাতিশয় সমুৎসুক হ'য়েছি।

উত্তর। পিতঃ! তিনি এক্ষণে অন্তর্দ্ধান হ'য়েছেন,—বোধ হয়

সত্বরেই পুনরায় আবির্ভূত হবেন—তাঁর অর্চ্চনা ক'র্‌বার জন্য আপনি যথেষ্ট সময় পাবেন ?

রাজা (সস্নেহ বচনে) বৎস! অন্তঃপুরে তোমায় দেখ্‌বার জন্যে সকলেই সাতিশয় ব্যাকুল হ'য়েছেন—আর তুমিও নিয়ত যুদ্ধ ক'রে অত্যন্ত পরিক্লান্ত হ'য়েছ—অতএব এক্ষণে অন্তঃপুরে চল।

উত্তর। যে আজ্ঞে, চলুন।

[ পিতাপুত্রের প্রস্থান। ]

( পটক্ষেপণ )

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

### অন্তঃপুর।

সৈরিন্ধ্রী বিষাদিতান্তঃকরণে উপবিষ্টা।

[ বৃহন্নলার প্রবেশ। ]

বৃহন্নলা। (সপ্রণয়ে) প্রিয়ে! রাজকুমার উত্তরের কৌরব সমরে জয়লাভ শুনে আজ্ পুরবাসিগণ সকলেই আমোদ আহ্লাদ ক'চ্ছেন ;—আর তুমি কেন নিতান্ত অনাথিনীর মত বিরস বদনে একাকিনী এখানে ব'সে রয়েছ ?

সৈরিন্ধ্রী। (সবিষাদে) প্রাণেশ্বর! আমাকে আর তুমি কোন্ কালে সুখ স্বচ্ছন্দে বিহার ক'র্ত্তে দেখেছ? তোমাদের ভাগ্যে প'ড়ে আমি আর কোন্ কালে সুখী হ'য়েছি ?—রাজকুলে জন্মগ্রহণ কেবল আমার অপবাদ মাত্র বৈত নয়? নাথ! পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কুমুদিনীই সুখী হন্, কিন্তু সরোজিনীর তাতে কি কখন সুখ বর্দ্ধন হয় ?—বন্ধ্যানারী কি অপরের ছেলে দেখে নিজের দুঃখ কখন সম্বরণ ক'র্ত্তে পারে ?—না সপত্নীসন্তান বিবিধ গুণে ভূষিত হ'লেও কেউ কোথায় সুখী হয়? যাঁদের আমোদ, তাঁদের আমোদ—যাঁদের সুখ, তাঁদের সুখ—আমি তো সেই চিরদুঃখিনীই আছি? যাঁদের জয়, তাঁ'দের জয়—তোম্‌রা তো সেই পরাজিতই আছ? নাথ! দুরদৃষ্টের কথা আর কি ব'ল্‌বো,—মনের আগুন সতত‌ই মনে মনে নির্ব্বাণ হ'চ্ছে! দেখ! তুমি ক'ল্লে জয় লাভ, নাম হ'লো কুমারের—ভাল তাও হক্—কিন্তু সেই কথা আর্য্যপুত্র রাজসমক্ষে ব'লেছিলেন ব'লে তাঁর আর দুর্গতির সীমা নাই। প্রাণেশ্বর! সত্য ব'ল্লে যদি সত্যই প্রতিবাদী হন্—আর প্রতিনিয়তই দুঃখভোগ ক'র্ত্তে হয়,—তবে আর সত্য ভজনার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে বলে স্ত্রীলোকের পতিই ধর্ম্ম,

পতিই গতি, পতিই মুক্তি। দেখ, পতিনিন্দা শুনে সতী যখন দক্ষালয়ে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, তখন সতত সেই পরমারাধ্য পরম গুরু পতির নিন্দা শুনে ও এরূপ দুরবস্থা দেখে আমি কি ক'রে জীবনধারণ ক'র্‌বো ?

বৃহন্নলা। (সবিষাদে) প্রিয়ে! গ্রহবৈগুণ্যে সকলি সহ্য ক'র্ত্তে হয়। দেখ মহারাজ শ্রীবৎস বিশাল রাজ্যেশ্বর হ'য়েও কাঠুরিয়াদের সঙ্গে বনে বনে কাষ্ঠচ্ছেদন ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রেছিলেন। সত্য ও ধর্ম্ম পালন ক'র্ত্তে হ'লে আশু দুঃখভোগই দেখ্‌তে পাওয়া যায় ; তার সাক্ষী দেখ, তারকব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র কেবল পিতৃ সত্য পালন জন্যই বনে বনে মহাকষ্ট ভোগ ক'রেছিলেন। কিন্তু পরিণামে অবশ্যই সুফল প্রসবিত হয়। প্রিয়ে! গুণাগুণ কখন কারো অপ্রকাশ থাকে না! অনল কি কখন ভস্মাচ্ছাদিত থাকে?—দিবাকর কি মেঘাচ্ছাদিত হ'লে এক্‌বারে জ্যোতির্হীন হন্?—না শশী রাহুগ্রস্ত হ'লে এক্‌বারেই বিমলিন হন্? অতএব আমা কর্ত্তৃক জয় কখন কাহারো অবিদিত থাক্‌বে না। প্রাণেশ্বরি! সুখ দুঃখ ভোগ সকলি কর্ম্মফল। তার সাক্ষী দেখনা কেন, যে ধর্ম্মাত্মার নিকট অধর্ম্ম ও অমঙ্গল কখন অবস্থিতি ক'র্ত্তে পারে না,—যিনি জনসমাজে ধর্ম্মপুত্র ব'লে বিখ্যাত,—তুমি তাঁরই ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে কীচকের অধর্ম্ম ও অন্যায়াচরণে কত দুঃখ ভোগ ক'ল্লে। দেখ, বাসব ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা অহল্যা দেবীর সতীত্ব হরণ ক'রেছিলেন, দেবীর মনে কিছু মাত্র পাপ ছিল না, তত্রাচ দেখ, তাঁর দুরদৃষ্টবশতঃ পতিকর্ত্তৃক অভিসম্পাতিতা হ'য়ে দ্বাদশ বৎসর পাষাণী হ'য়েছিলেন। অতএব প্রিয়ে! অদৃষ্টের কথা কিছুই বলা যায় না। প্রিয়তমে! তোমার আর কোন চিন্তা নাই, শোক সম্বরণ কর, সুখরবি উদিত প্রায়,—এক্ষণে তুমি উত্তমরূপে সুসজ্জিত হওগে! প্রভাতে তোমায় ধর্ম্মাত্মার বাম পার্শ্বে বসা'য়ে বিরাট সিংহাসন অলঙ্কৃত ক'র্‌বো!

সৈরিন্ধ্রী। নাথ! রাজ্যেশ্বরী হওয়া এক্ষণে আমার কলঙ্ক মাত্র,

আমাকে আর প্রবোধবাক্যে ভোলাতে হবেনা,—আমি সব বুঝ্‌তে পারি।

বৃহন্নলা। প্রিয়ে! আমি তোমায় যথার্থই ব'ল্‌ছি—তুমি সত্বরেই রাজ্যেশ্বরী হ'বে; এক্ষণে গাত্রোত্থান ক'রে উত্তম রূপে সুসজ্জিত হওগে।

সৈরিন্ধ্রী। নাথ্! রাজ্যেশ্বরী হ'তে আর আমার কামনা নাই! দেখো যেন (চরণ ধারণপূর্ব্বক) দাসী কখন এই শ্রীচরণপ্রাপ্তিতে বঞ্চিতা না হয়, এই দাসীর মিনতি

[ সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান। ]

[ উত্তরার প্রবেশ ]

উত্তরা (শশব্যস্তে) বৃহন্নলে! তুমি যে ব'লেছিলে কৌরবগণকে পরাজয় ক'রে তাদের মণিমুক্তাদি খচিত কিরীট ও ভাল ভাল কাপড় আমার পুতুলের জন্যে নিয়ে আস্‌বে,—কৈ তবে তা আন নাই কেন?

বৃহন্নলা। (সহাস্যে) রাজকুমারি! তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে যে আমি কিছুই ল'য়ে আসি নাই? এই দেখ, তোমার পুত্তলিকার জন্যে কেমন বহুমূল্য ও মনোহর বস্ত্রাদি সব ল'য়ে এসেছি। (বস্ত্র প্রদান)

উত্তরা। (বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সাহ্লাদে) দেখ বৃহন্নলে! দাদা আমার সমরে জয় লাভ ক'রেছেন ব'লে পিতা অনুমতি ক'রেছেন, আ'জ্ উত্তম রূপে নৃত্য গীতাদি ক'র্ত্তে হবে, কিন্তু যাই হ'ক, আমি একবার মাকে এই সকল ভাল ভাল কাপড় দেখেয়ে আসি। ঐ যে মাও বুঝি আস্‌ছেন।

বৃহন্নলা। অচ্ছা, তবে তুমি নিয়মিত সময়ে নাট্যশালায় যেও, আমি এখন আসি।

[ বৃহন্নলার প্রস্থান।

[ রাণীর প্রবেশ। ]

উত্তরা। (সাহ্লাদে) মা! ওমা! দেখ! বৃহন্নলা আমার পুতুলের জন্যে সমর হ'তে কৌরবদের কেমন মনোহর বসন সকল ল'য়ে এসেছে!

রাণী। (সহাস্যে) তাই তো মা! এযে মণিরত্নাদিভূষিত বহু মূল্য বস্ত্রাদি দেখছি! আহা! রাজবসন নইলে কি এত সুন্দর ও এত মূল্য-বান্ হয়? তা যাও মা! এখন মনের সাধে পুতুলগুলিকে সাজাওগে।

উত্তরা। (সাহ্লাদে) মা! তা দাদা আমার সমরে জয় লাভ ক'রেছেন শুনে, এখন তো তোমারও মনে খুব আহ্লাদ হ'য়েছে, তা তুমি ও এসনা মা, আমার দুই একটি পুতুল ভাল ক'রে সাজয়ে দেবে?

রাণী। বাছা! আমি কি এখন যেতে পারি? তোমার ভাইকে না দেখে আমার মন ছট্‌ফট্ ক'চ্ছে! সেই জীবনধনের দিকেই মন আমার প'ড়ে র'য়েছে। তা বাছা তুমিও তো বেশ সাজাতে জান,— তুমি আপনা আপনিই সাজাওগে?

উত্তরা। হ্যাঁ মা! তবে আমি এই চ'ল্লাম,—তোমায় কেবল দেখাবার জন্যে এসেছিলাম।

[ উত্তরার প্রস্থান।

[ রাজা ও রাজপুত্রের প্রবেশ ]

উত্তর। মা! প্রণাম করি।

রাণী। (আনন্দাশ্রু নয়নে) কে আমার নয়নের অঞ্জন প্রাণপ্রতিম উত্তর এলে? বাবা! তোমায় সমরে পাঠ্যয়ে অবধি আমি জীবন্মৃত হ'য়েছিলাম ও চাতকিনীর মত তোমার আশাপথ্ চেয়েছিলাম। বাবা! আর যে তুমি আমায় মা ব'লে ডাক্‌বে, আর আমিও যে তোমার ও চাঁদ মুখ খানি আবার দেখ্‌তে পাবো,—তা আর আমার মনে ছিলনা? আহা! নিয়ত যুদ্ধ ক'রে বাছার আমার তেমন চাঁদ মুখ খানি একবারে শুখ্‌য়ে গেছে,—তেমন যে সোণার বরণ একবারে কালিমা প'ড়ে গেছে। বাবা! তুমি যে এমন বীরচূড়ামণি বংশধর আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছ, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না? আমি যে তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ ক'রেছিলাম, তা আমার সার্থক হ'লো।

উত্তর। মা! অকারণ কেন শোকানলে দগ্ধা হ'চ্ছিলেন? অদৃষ্টের

লিখন কি কখন বিফল হ'বার হয় ? দেখুন! কোন দেবপুত্রের কৃপায় আমাদের সমরে জয়লাভ হ'লো।

রাণী। বাবা! তা ব'লে কি মার প্রাণ বোঝে? পিতা মাতার মনে সতত সন্তান সন্ততির অমঙ্গল চিন্তাই হয়।

রাজা। বৎস! সমরে নিয়ত পরিশ্রম ক'রে অত্যন্ত পরিক্লান্ত হ'য়েছ, অতএব এক্ষণে আহারাদি ক'রে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করগে।

উত্তর। আজ্ঞে হা, এই চ'ল্লেম।

[ উত্তরের প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে! মা উত্তরা এখন কোথায়?—এমন্ শুভ দিনে কৈ অন্তঃপুরে কিছুই তো আমোদ আহ্লাদ দেখ্‌ছি না?

রাণী। নাথ! বৃহন্নলা সমর হ'তে কৌরবদের মনোহর বহুমূল্য বসনাদি নিয়ে এসেছে—মা আমার তাই পেয়ে সব ভুলে আছেন। তিনি এখন কেলিগৃহে পুতুল সাজাতে গেছেন।

রাজা। প্রিয়ে! তবে কি আজ্ নৃত্যগীতাদি কিছুই হবে না? পুত্তলিকা সাজাবার তো আরও অনেক সময় আছে?

রাণী। হাঁ, হবে বৈ কি? বৃহন্নলাও সমর হ'তে এসে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে—বোধ হয় সে এখন একটু বিশ্রাম ক'চ্ছে;—মা আমারও এই অবসর পেয়ে পুতুল সাজাতে গেছেন।

রাজা। প্রিয়ে! বৃহন্নলার আবার পরিশ্রম কি?

রাণী। বল কি মহারাজ! বৃহন্নলাও তো কুমারের সঙ্গে সঙ্গে ছিল?

রাজা। যাই হ'ক্—মা উত্তরার কাছে এখন একজন দাসী পাঠ্যে দাও।

রাণী। হ্যাঁ তাই পাঠাই—ঐ যে সৈরিন্ধ্রী আস্‌ছে—তবে ওরেই পাঠ্যে দিই।

[ সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ ]

রাণী। সৈরিন্ধ্রি! মা উত্তরা আমার এখনও কি ক'চ্ছেন?—

পুতুল ল'য়ে কি সারা রাত্রিই থাক্‌বেন ?—এমন দিনে কি নাচ্ গাওনা কিছুই হ'বে না ?

সৈরিন্ধ্রী। দেবি! আমি দেখে এলেম, তাঁর পুতুল সাজান হ'য়েছে, এখন তিনি সাজ্ কোজ্ ক'চ্ছেন—ব'ল্লেন এখনি নাট্যশালায় যাবেন।

রাণী। যা হ'ক্—তুমি শীঘ্র ক'রে মাকে আমার নাট্যশালায় পাঠ্‌য়ে দাওগে, আর ব'লো বৃহন্নলা তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'চ্ছেন।

সৈরিন্ধ্রী। হ্যাঁ তবে আমি এই চ'ল্লেম।

[ সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

রাণী। (সাহ্লাদে রাজার প্রতি) মহারাজ! তুমি কি কখন আমার উত্তরার গান শুনেছ? মা আমার এদানি বেশ ভাল রূপ নৃত্য ও খাসা খাসা গান ক'র্ত্তে শিখেছেন। চল, আজ্ একবার অন্তরাল হ'তে শুনে আসিগে।

রাজা। হ্যাঁ প্রিয়ে! চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( পটক্ষেপণ )

# চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

## নাট্যশালা।

বৃহন্নলা উপস্থিত।

[ উত্তরার প্রবেশ। ]

বৃহন্নলা। রাজকুমারি! এই কি তোমার শীঘ্র আসা? এই কি তোমার পিতৃ-আজ্ঞাপালনের অনুরাগ? তুমিই ব'ল্লে তোমার পিতা অনুমতি ক'রেছেন, আ'জ্ উত্তম রূপে নৃত্যগীতাদি ক'র্ত্তে হবে;— কিন্তু তোমার তো তেমন আগ্রহ কিছুই দেখ্‌ছি না? দেখ দেখি, তোমার জন্যে এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে র'য়েছি?

উত্তরা। দেখ বৃহন্নলে! মাকে সেই সকল ভাল ভাল বসন দেখানয়, তিনি দেখে খুব আহ্লাদিতা হ'য়ে আমার পুতুলগুলিকে সাজাতে ব'ল্লেন, তাই আমার একটু বিলম্ব হ'লো। এখনও রাত্রি বেশী হয় নাই। যাই হ'ক্ তুমি কিছু মনে ক'রো না। আমার অপ-রাধ ক্ষমা কর।

বৃহন্নলা। আচ্ছা! তবে এখন নৃত্যগীতাদি আরম্ভ কর।

উত্তরা। ( ক্ষণেক নৃত্যাদি সমাপ্তে ) কোন্ গানটি গাব?

বৃহন্নলা। রাজকুমারি! আজ্ আমাদের বড় আনন্দের দিন! আজ্ আর অন্য কোন গান ভাল লাগ্‌বে না, আজ্‌কের যেমন দিন সেই মত একটি গান কর দেখি!

উত্তরা। আচ্ছা।

( গীত )

রাগিণী কালেঙড়া—তাল আড়া।

পুলকিত পুরবাসী শুনে সবে জয়ধ্বনি।
অসুরনিধনে যথা প্রফুল্লিত সুরমণি॥
পার্থ যথা খাণ্ডবেরে,
একা সব দগ্ধ ক'রে,
অপার আনন্দনীরে,
ভাসায়েছিল অগিনি॥
হেরে যথা চন্দ্রমারে,
প্রফুল্লিত চকোরে,
তপনকিরণে যথা,
উজ্জ্বল হয় ধরণী॥

বৃহন্নলা। রাজকুমারি! এ গীতটিতে বড়ই আনন্দিত হ'লেম, এখন আর একটি গান কর দেখি?

( গীত )

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল একতালা।

কিবা মনোলোভা শশাঙ্ক-আভায় ধরা সুশোভিলো।
ভুবনমোহন আলোকে প্রাণ মন মোহিত হ'লো॥
হেরে পতিরে যথা হৃষ্ট সতীর হৃৎকমল,
তেমনি কুমুদী হেরিয়ে পতি, সুখেতে মগ্ন হ'লো॥
প্রণয়পুষ্পে করিছে অর্চ্চন,
উভয়প্রেমে উভয়ে মগন,
ভুবন মজাইলো॥

উত্তরা। বৃহন্নলে! এই বার তুমি একটি গান কর।

( বৃহন্নলাকর্ত্তৃক গীত। )

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

পবিত্র প্রণয়াধার প্রেমিকভূষণ।
সে জানে ও প্রেমে যে মজে, প্রণয় কেমন॥
প্রেমীক ঐ প্রেমে ম'জে,
অসার সংসার ত্যজে,
কায়মনে সদা ভজে,
হইয়ে মগন॥
পীযূষসম ও প্রেম,
সেবনে নাশয়ে ভ্রম,
মুক্ত ক'রে শম দম,
ভবের বন্ধন॥

বৃহন্নলা। রাজকুমারি! আ'জ্ তোমার গান শুনে আমি পরম পরিতৃপ্ত হ'লাম! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার চিরায়ত হ'ক্—রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়েছে, অতএব আ'জকের মত ভঙ্গ করা যাক্।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( পটক্ষেপণ )

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

রাজা ও রাণী উপবিষ্ট।

রাজা। প্রিয়ে! মা উত্তরা কি এখন পুনরায় কেলিগৃহে গমন ক'রেছেন?

রাণী। না! কাল্ প্রায় শেষরাত্রিপর্য্যন্ত নৃত্য গীত ক'রে মা আমার অত্যন্ত শ্রান্তা হ'য়েছেন; এখন তিনি শয়নাগারে আছেন। নাথ! সত্য ক'রে বল দেখি, কাল্ মার আমার কেমন গান শুনলে?

রাজা। প্রিয়ে! মা উত্তরার গান শুনে আমি পরম পরিতৃপ্ত হ'য়েছি। আহা! কি সুমধুর স্বর!—মা যে আমার এমন নৃত্য ক'র্ত্তে শিখেছেন, আর এমন গান ক'র্ত্তে শিখেছেন—তা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই!

রাণী। আহা! বৃহন্নলার গান শুনেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়,—ঐ গুণেতেই আমি বৃহন্নলাকে বড় ভাল বাসি!

রাজা। প্রিয়ে! বৃহন্নলার এই হ'লো উপজীবিকা, সে উত্তম রূপে নৃত্যগীতাদি ক'র্ত্তে না পা'ল্লে চ'ল্বে কেন?

রাণী। সে যা হ'ক্, নাথ! আজ্ আমার একটি বড় ভাব্না উপস্থিত হ'য়েছে।

রাজা। কেন প্রিয়ে! এমন আনন্দের দিনে আবার ভাব্না কি?

রাণী। না! আর কিছুই নয়,—মা আমার উপযুক্তা হ'য়েছেন, স্বর্ণ-কান্তি রূপ আর এমন গুণবতী,—কিন্তু এখনও মার আমার বের ফুল্ ফুট্‌ল না ও বের কিছুই স্থির হ'লো না, এই ভাবনা—আর কি?

রাজা। প্রিয়ে! সে জন্যে ভাবনা কি?—আর আমরাই বা তার ভেবে কি ক'র্‌বো? ও সকল প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—মনুষ্যের হাত কি আছে? তবে মা যখন রাজকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন,—

তখন অবশ্যই বিবাহের ফুল ফুট্‌লেই বিধি আপনাহ'তেই মার উপযুক্ত পাত্র মিলিয়ে দেবেন!

রাণী। তা বটে, কিন্তু নাথ! তা'ব'লে কি মা বাপের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত? কাল্ রাত্রে মার নাচ্ দেখে আর গান শুনে মনতো মোহিত হ'লোই?—আরও মনে কত ভাবেরই উদয় হ'লো! মনে হ'লো—মা আমার বাসরঘরে কবে এই রূপ নৃত্যগীতাদি ক'রে বরের মন ভোলাবেন.—আর আমি অন্তরাল হ'তে দেখ্‌বো ও প্রতি বেশিনী-দের মুখে শুনে আনন্দ সাগরে বাস্‌বো।

[ নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রে বাবা! সর্ব্বনাশ হ'লো! সব গেল! সব গেল! কি হ'লো! ও ম-হা-রা-জ!!! ]

রাজা। (সভয়ে) অঁ্যা! ও কি? কি জন্য এত ভয়ঙ্কর কোলা-হল হ'চ্ছে? আবার কি বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হ'লো? এক বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ না হ'তে হ'তে আবার কি বিষম বিপদে পতিত হ'লাম?

[ দ্রুতবেগে একজন দ্বারবানের প্রবেশ ]

দ্বার। (সভয়ে) মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! শীঘ্র যুদ্ধসজ্জা করুন! কঙ্ক ও সৈরিন্ধ্রী আপনার সিংহাসন অধিকার ক'রেছে,—আর বল্লব, তন্ত্রিপাল, দামগ্রন্থি ও বৃহন্নলা সিংহাসনের চারি পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সকলে কঙ্কের জয় ঘোষণা ক'চ্ছে!

রাজা। (সবিস্ময়ে) অঁ্যা! সিহাসন অধিকার!—দ্বারি! বল কি? কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আশ্রিত হ'য়ে শেষে এমন পরমশত্রু হ'লো! দ্বারি! তুমি এখনি সেনাপতি অমরসিংহকে সৈন্য যোজনা ক'র্ত্তে বল, আমি এখনি সশস্ত্রে গমন ক'চ্ছি!

দ্বার। (সভয়ে) মহারাজ! সেনাপতি মহাশয় প্রস্তুত আছেন আপনি শীঘ্র আসুন!

রাজা। (অসি গ্রহণপূর্ব্বক শশব্যস্তে) চল, চল, শীঘ্র চল!

(উভয়ের দ্রুতবেগে প্রস্থান।)

(পটক্ষেপণ)

# সপ্তম অঙ্ক।

রাজসভা।

সিংহাসনোপরি যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট। বামপার্শ্বে
লক্ষ্মীরূপিণী দ্রৌপদী শোভমানা। পশ্চাতে
বৃকোদর ছত্র ধারণকরতঃ দণ্ডায়মান।
সম্মুখে অর্জ্জুন করযোড়ে দণ্ডায়-
মান। দুই পার্শ্বে নকুল
ও সহদেব চামর
ব্যাজনকরতঃ
দণ্ডায়মান।

উত্তর। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে) হৃদয়! আ'জ্ তুমি ধন্য হ'লে! নয়ন! যে মহাত্মাকে ধ্যানে পাওয়া যায় না, আ'জ্ সেই ধর্ম্মাত্মা তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট—একবার মনের সাধে নিরীক্ষণ ক'রে জীবন মন চরিতার্থ কর! হায়! আজ্ সিংহাসন পবিত্র হ'লো—রাজ্য পবিত্র হ'লো—ও সমস্ত পুরবাসিগণের চিত্ত পবিত্র হ'লো! হে ধর্ম্ম! সকল স্থানেই যেন তোমার জয় হয়!

[দ্রুতবেগে সশস্ত্রে রাজা ও সেনাপতির প্রবেশ।]

রাজা (সক্রোধে)—রে মূঢ়!—রে দুরাচার কঙ্ক! তুই কোন্ সাহসে আমার সিংহাসন অধিকার ক'রেছিস? পাপাত্মা! তুই কি বামন হ'য়ে শশিস্পর্শে ইচ্ছুক হ'য়েছিস্? তুই কি চণ্ডাল হ'য়ে বেদ

পাঠ ক'র্ত্তে ইচ্ছা ক'রেছিস ?—তুই কি শৃগাল হ'য়ে পশুরাজ হ'তে ইচ্ছা ক'রেছিস্ ?—রে পামর ! তুই না ব'লেছিলি, প্রতিপালিতের কখন অনিষ্টকামনা ক'রিস্ না ? তুই না ব'লেছিলি, সত্যের জন্যে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্ত্তে পারিস ? সেনাপতি ! অগ্রে এই ভণ্ড তপস্বীর প্রাণ সংহার কর ! হায় ! আমি কি এত দিন সুহৃৎ ভেবে বিষধর ফণী প্রতিপালন ক'চ্ছিলাম ?—আমি কি এত দিন ব্রাহ্মণ বেশধারী পিশাচকে গৃহে স্থান প্রদান ক'রেছিলাম ?—আমি কি এত দিন সুধা মনে ক'রে বিষ বৃক্ষকে উত্তেজিত ক'চ্ছিলাম ?—রে বিশ্বাসঘাতক ! অসময়ে স্থান প্রদান ক'রেছিলাম ব'লে পরিণামে কি তার এই ফল ?—রে পাপাত্মন্ সূপকার বল্লব !—রে পাপমতি নপুংসক বৃহন্নলে !—রে পাপাত্মন্ অশ্বপাল !—রে পাপাত্মন্ গোপাল ! তোরাই বা কোন্ সাহসে এই ভণ্ড কঙ্কের আশ্রয় ল'য়েছিস ? রে পাপাত্মাগণ ! আমার অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে আমাকেই রাজ্যচ্যুত ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছিস্ ? ( অসিনিষ্কাশনপূর্ব্বক ) আয় পাপাত্মাগণ ! আজ্ তোদের শমনভবনে পাঠাই ?

উত্তর। ( সবিনয়ে ) পিতঃ ! স্থির হ'ন্ ! দেবতা সদৃশ মহাত্মাগণকে কটুবাক্য প্রয়োগ ক'রে কেন আত্মাকে কলুষিত ক'চ্ছেন ? ক্রোধ সম্বরণ ক'রুন ; বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বনই তো বিধেয়।

রাজা। ( সক্রোধে ) রে কুলাঙ্গার ! তুই এখনও কি ব'লে নিরস্ত্র হয়ে আছিস্ ? তুই কি পাগল হ'য়েছিস্ ? তোর কি কাণ্ড জ্ঞান একবারে রহিত হ'য়েছে ? পামর ! তোর পিতা রাজ্যচ্যুত ও ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দেখেও তুই কি ব'লে এখনও নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছিস্ ? তুই নিজেও যে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হ'চ্ছিস্—তাকি তুই বুঝ্তে পাচ্ছিস্ না ? মূর্খ ! দুরদৃষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তুইও কি পুত্র হ'য়ে শত্রু হ'লি ?

অর্জ্জুন। ( সহাস্যে ) মহারাজ ! আপনি কি জন্য এত ক্রোধান্ধ হ'চ্ছেন ? যিনি আপনার সিংহাসন সমুজ্জ্বল ক'রেছেন—উনি স্বাধ্যায়-

সম্পন্ন যজ্ঞশালী সত্যব্রত যুধিষ্ঠির। ওঁর তুল্য বলবান্, কার্য্যদক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক ও দানশীল পুরুষ আর নাই। দয়া ও ক্ষমা ঐ মহাত্মার শরীরে প্রতিনিয়ত বিরাজমান, ও শোক দুঃখ কখন ওঁরে স্পর্শ ক'র্ত্তে পারে না। শত শত দীন, দুঃখী, অনাথ, আতুর, খঞ্জ ও অন্ধকে উনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। ওঁর কীর্ত্তিরবিপ্রভায় ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত হ'চ্ছে! ওঁকে দর্শন ক'র্লে পাপরূপ তিমির একবারে মন হ'তে দূরীভূত হ'য়ে, পুণ্যরূপ আলোক হৃদয়ে সংস্থাপিত হয়। রাজন্! বন্ধ্যানারী যেমন পুত্রের আরাধনা করেন,—রোগী যেমন ভক্ষ্যদ্রব্যের আরাধনা করেন,—শিষ্য যেমন গুরুর আরাধনা করেন,—ঋষিগণ যেমন ব্রহ্মোপাসনা ক'রেন,—পুরবাসিগণ ও সমস্ত প্রজাপুঞ্জ সেই রূপ এই মহাত্মার স্তুতিবাদ ও গুণ কীর্ত্তন করেন। নারায়ণ যখন সতত এই মহাত্মার দর্শন লাভেচ্ছা করেন, ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ যখন বিপদে এই মহাত্মার শরণাপন্ন হন, তখন ইনি এই সামান্য মৎস্য রাজ্যের অধীশ্বর হ'বার উপযুক্ত পাত্র কেনই বা না হ'বেন?

রাজা। ( স্তম্ভিত হইয়া ) হা ঈশ্বর! আমি কি উন্মত্ত হ'লাম? —না বৃহন্নলা আমায় প্রলোভনবাক্য ব'ল্‌ছে? ( ক্ষণেক চিন্তান্তে ) আচ্ছা! বৃহন্নলে! ইনিই যদি সেই দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির—তবে ওঁর অনুজগণ ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও সেই পতিপ্রাণা দ্রৌপদীই বা কে?

অর্জ্জুন। মহারাজ! যিনি সূপকারকার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে আপনার গৃহে বাস ক'চ্ছিলেন—যাঁকে আপনি সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তিগণসহিতে অন্তঃপুরে যুদ্ধে নিয়োজিত ক'র্ত্তেন—যাঁর ভয়ে যক্ষ রাক্ষস সতত কম্পিত—যিনি কীচক ও উপকীচকগণ নিধনকারী গন্ধর্ব্ব—যাঁ'র দ্বারা আপনি ত্রিগর্ত্তযুদ্ধে জয়লাভ ক'রেছেন—ইনিই সেই মহাতেজস্বী ভীমসেন। যিনি আপনার অশ্বপাল হ'য়ে জীবিকা

নির্ব্বাহ ক'চ্ছিলেন—ইনিই সেই পরন্তপ নকুল। যিনি আপনার গোসংখ্যাতা ব'লে পরিচিত ছিলেন—ইনিই সেই মহেন্দ্রসদৃশ পরম রূপবান্ সহদেব। যিনি সৈরিন্ধ্রী নাম ধারণ ক'রে, মহারাণীর পরিচারিকা হ'য়ে মহাকষ্টে দিনপাত ক'চ্ছিলেন—যাঁর জন্যে কীচক ও উপকীচকগণ নিধন হ'য়েছে—যিনি পতিসঙ্গিনী হ'য়ে এই ত্রয়োদশ বর্ষ মহাকষ্ট ভোগ ক'রেছেন—ইনিই সেই পদ্মপলাশাক্ষী কৃশাঙ্গী চারুহাসিনী যাজ্ঞসেনী। রাজন্! আর আমার পরিচয় কি দিব? আমিই সেই কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের দাস, ভীমসেনের অনুজ, ও নকুল সহদেবের অগ্রজ।

উত্তর। (সবিনয়ে) পিতঃ! মহাত্মা অর্জ্জুন আপনাকে যা পরিচয় দিলেন, তা সকলি সত্য। আপনি যে ঐ কঙ্ককে দেখ্ছেন—যাঁরে দেখ্লে ভক্তির উদয় হয়—যাঁর আগমনে আমাদের রাজ্য ধন্য হ'য়েছে—দেহ পবিত্র হ'য়েছে—ও প্রজাপুঞ্জ ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও বিদ্বেষশূন্য হ'য়েছে; যাঁকে আপনি কটু বাক্য ও প্রহার ক'রেও মুক্তিলাভ ক'রেছেন—ইনিই সেই সাধুব্রত ধার্ম্মিক প্রবর মহাত্মা যুধিষ্ঠির। ওঁর বাম পার্শ্বে উপবিষ্টা হ'য়ে যিনি সিংহাসন অলঙ্কৃতা ক'চ্ছেন—যিনি পতিলোকপ্রাপ্ত্যাশয়ে পতিসঙ্গিনী হ'য়ে দুঃর্ব্বিসহ ক্লেশ স্বীকার ক'রেছেন—যিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্মপালনজন্য আমাদের গৃহে দাস্যবৃত্তি ক'রে মহাকষ্ট ভোগ ক'রেছেন—উনিই সেই লক্ষ্মীরূপিণী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা। যিনি সিংহাসনের পশ্চাতে ছত্র ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন—যাঁর স্থূলস্কন্ধ ও দীর্ঘবাহু দেখ্ছেন—যিনি ভ্রাতৃসত্য পালন জন্যে রন্ধন করে আমাদের গৃহে বহু কষ্টে দিনপাত ক'রেছেন—উনিই সেই মহাপরাক্রমশালী সমরবিশারদ বৃকোদর। সিংহাসনের দুই পার্শ্বে যে দুই নিরুপম রূপলাবণ্যসম্পন্ন যুবা পুরুষ চামর ব্যজন ক'চ্ছেন—যাঁরা ভ্রাতৃসত্য পালন জন্যে আমাদের গৃহে অশ্বপাল ও গোপাল হ'য়ে মহাকষ্ট ভোগ ক'রেছেন, ওঁরাই সেই নকুল ও সহদেব। আর এই যে মহাত্মা করযোড়ে কঙ্কের সম্মুখে

দাঁড়্য়ে আছেন—যিনি শমনসম মহাবীর্য্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি কুরুবীরগণকে পরাজয় ক'রেছিলেন—যিনি রণস্থলে হৃষ্টচিত্ত হন ও সমরে দেবতুল্য বিচরণ করেন—যাঁর শঙ্খধ্বনি ও রথনির্ঘোষে জগৎ-শুদ্ধ কম্পান্বিত হয়—ও যাঁরে দেখ্‌লে অরাতিগণ হীনবীর্য্য হয়—যাঁর অনুকম্পায় আমি সমরে জীবন লাভ ক'রেছি—ইনিই সেই সমরদুর্জ্জয় দেবদুরাসদ মহাত্মা অর্জ্জুন। পিতঃ! যে দেবপুত্র অর্চ্চনা কর্‌বার জন্যে আপনি সাতিশয় সমুৎসুক হ'য়েছিলেন—যে ধর্ম্মাত্মা-গণের তাপসব্রতাবলম্বন ক'রেও দর্শন লাভ হয় না—সেই মহাত্মা-গণকে যখন গৃহে ব'সে প্রাপ্ত হ'য়েছেন—তখন তাঁদের যথোচিত সৎকার ক'রুন।

রাজা। ( উত্তরের প্রতি ) বৎস উত্তর! আমি এক্ষণে সত্য-পরায়ণ পাণ্ডবদের পরিচয় প্রাপ্তিতে পরমপ্রীতি লাভ ক'ল্লাম। বৎস! ঐ মহাত্মাগণ আমাদের মহামহাবিপদে পরিত্রাণ ক'রেছেন;—ওঁদের প্রসন্ন ক'রবার এই এক উপযুক্ত সময়। অতএব তোমার যদি অভি-রুচি হয়, তবে ওঁদের আমার সমস্ত রাজ্য ধন প্রদান করি ও আমার পরম রূপবতী কন্যা মহাত্মা অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করি।

উত্তর। ( সবিনয়ে ) পিতঃ! আপনি এ অতি উত্তম মন্ত্রণা ক'রেছেন, কারণ পাণ্ডবেরা রাজ্যেশ্বর হওয়ারই উপযুক্ত পাত্র। উপ-যুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত সৎকার করাই বিধি।

রাজা। ( গলবস্ত্রে করযোড়ে কঙ্কের প্রতি ) হে ধর্ম্মাত্মন্! অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ঐ শ্রীচরণে আমি কত গুরুতর অপরাধ ক'রেছি। প্রভু! আমি আপনাকে সামান্য মানব জ্ঞানে, কত সময়ে কত অসহনীয় কটু উক্তি ক'রেছি। হায়! ঐ মূর্ত্তিমতী দেবকামিনীর ন্যায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী কৃষ্ণা আমার গৃহে পরিচারিকা হ'য়ে মহাদুঃখে কাল যাপন ক'রেছেন, তজ্জন্যও আমি বিশেষ পাপগ্রস্ত হ'য়েছি। উনি যতই কষ্টভোগ ক'রেছেন, আমারও ততই অপরাধ হ'য়েছে। হায়! একদিন পাপাত্মা কীচক সভামধ্যে সকলের সাক্ষাতে ওঁরে

পদাঘাত ক'রেছিল, কিন্তু আমি সামান্য দাসীজ্ঞানে তার কিছুই বিচার করি নাই। দেব! এক্ষণে আমার গতি কি হ'বে? আমার কি রূপে এই সকল গুরুতর পাপ বিমোচন হবে? প্রভু! আপনার কৃপায় আমি ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধে জয় লাভ ক'রেছি—ও মহাত্মা অর্জ্জুনের কৃপায় কুমার আমার সেই অজেয় কুরুযুদ্ধে জীবন লাভ ক'রেছে—নতুবা এত দিন আমার রাজ্য ছার খার হ'তো,—ও দারুণ পুত্রশোকাভিভূত হ'য়ে এতদিন কালের করাল গ্রাসে পতিত হ'তাম। দেব! আপনি যে এই পাপাত্মার আশ্রয়ে গুপ্ত ভাবে বাস ক'চ্ছিলেন—তা এই পাপমতি কি রূপে জান্‌তে পা'র্‌বে? প্রভো! এক্ষণে আমি ঐ শ্রীপদে শরণ নিলাম, আমার বিগত অপরাধ সমস্ত মার্জ্জনা করুন ও আমার প্রতি প্রসন্ন হ'ন্—নতুবা উপায়ান্তর নাই।

যুধিষ্ঠির। রাজন্! আপনার ঈদৃশ শোচনীয়াবস্থা দেখে আমার চিত্ত নিতান্তই বিকল হ'চ্ছে! আপনি হৃষ্টচিত্ত হ'ন—আপনার কোন চিন্তা নাই। মহারাজ! অবনীতে ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই ধর্ম্ম ও ক্ষমাই এক মাত্র গুণনিদান। আপনি আমাদের যে উপকার ক'রেছন, তা এ জন্ম দূরে থাক্,—জন্ম জন্মান্তরেও এ ঋণ কখন পরি-শোধ ক'র্ত্তে পা'র্‌বো না। অজ্ঞানকৃত অপরাধ কেউই তো কখন গ্রহণ করেন না? অতএব আপনি তজ্জন্য কিছুমাত্র শঙ্কুচিত বা ভীত হ'বেন না!

রাজা। (সবিনয়ে করযোড়ে) দেব! আমার প্রতি যদি এতই সদয় হ'লেন— তবে এক্ষণে আমার নিবেদন, আপনি আমার সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণ ও উপভোগ করুন; আর আমার একান্ত অভিলাষ— আমার পরমরূপবতী প্রাণাধিকা কন্যা উত্তরাকে মহাত্মা অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করি; তা হ'লে যাবজ্জীবন আপনাদের ঐ শ্রীচরণ দর্শন পাব।

যুধিষ্ঠির। রাজন্! মৎস্য ও ভরত কুলের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ আমারও নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। আমার এতে কিছুমাত্র অমত নাই,

এক্ষণে আপনি একবার প্রাণাধিক অর্জ্জুনকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রুন্।

রাজা। (করযোড়ে অর্জ্জুনের প্রতি) দেব! আমায় ক্ষমা ক'রুন্। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমার ও আমার কন্যা পুত্র গণের ঐ শ্রীচরণে কত অপরাধ হ'য়েছে, এক্ষণে আমার গতি কি হবে? দেব! আমি ঐ শ্রীচরণে শরণাগত হ'লাম, নিজ গুণে আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

অর্জ্জুন। মহারাজ! পত্নী যেরূপ পতি গৃহে থাকে,—শিশু সন্তান যেরূপ মাতৃক্রোড়ে শয়ান থাকে,—আমরাও সেই রূপ আপনার আশ্রয়ে থেকে, আমাদের অজ্ঞাতবাস যাপন ক'রেছি। রাজন্! আপনার অপরাধ কি আমরা কখন গ্রহণ ক'র্ত্তে পারি?

রাজা। (সবিনয়ে করযোড়ে) দেব! দাসের প্রতি যখন এতই অনুকম্পা প্রদর্শন ক'র্লেন,—তখন আমার নিতান্ত ইচ্ছা, আপনি আমার প্রাণ প্রতিমা উত্তরাকে পত্নীত্বে বরণ করুন্।

অর্জ্জুন। মহারাজ! আমি প্রতিনিয়ত আপনার অন্তঃপুরে থেকে আপনার সেই পরম রূপবতী লক্ষ্মী সদৃশী কন্যাকে সাতিশয় যত্নের সহিত অপত্য নির্ব্বিশেষে নৃত্য গীতাদি শিক্ষা দিয়াছি। তিনিও কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য, কি ভাল, কি মন্দ, সকল বিষয়ই আমায় ব্যক্ত ক'রেছেন—ও আমায় আচার্য্যের মত সম্মান ক'রেছেন। এক্ষণে আমি যদি তাঁর পাণিগ্রহণে রত হই, তা হ'লে প্রকৃতিপুঞ্জ ও অপরাপর সকলেরই সন্দেহ জন্মিতে পারে; আর আমি যখন তাঁরে শিক্ষা দিয়াছি,—তখন অবশ্যই তাঁরে কন্যা ব'লে জ্ঞান ক'রেছি—তবে এখন আমি তাঁরে কি রূপে ভার্য্যাত্বে বরণ ক'র্ত্তে পারি? অতএব মহারাজ! যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে বাসুদেবের ভাগিনেয় সাক্ষাৎ দেবকুমার সদৃশ আমার পুত্রকে আপনার জামাতৃত্বে বরণ করুন। রাজন্! পুত্র অভিমন্যুই আপনার রূপবতী কন্যার ভর্ত্তা হ'বার উপযুক্ত পাত্র।

রাজা । দেব! আপনার এই ধর্ম্ম সঙ্গত সুধামাখা বাক্যে পরম প্রীতি লাভ ক'র্‌লাম! বৎস অভিমন্যুই আমার প্রাণ প্রতিমা উত্তরার উপযুক্ত পাত্র হ'য়েছেন। এক্ষণে তবে সমস্ত স্থির করুন।

[ সকলের প্রস্থান ]

( পটক্ষেপণ )

সমাপ্ত ।